
জ্ঞানের সন্ধানে

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী
পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য। ১৯৮৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো

নতুন সিলেবাস
১৯৮৯

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী
বি.এ (অনার্স) বি.টি, ডি.ই.এল.টি
সহকারী শিক্ষক, জামগ্রাম
জনার্দন ইন্‌স্‌টিউশন
জামগ্রাম (পাণ্ডুয়া), হুগলী

শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য
এম.এ.বি.টি
প্রধান শিক্ষিকা, শ্যামবাজার
বালিকা বিদ্যামন্দির
কলিকাতা

নবারুণ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮বি কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশিকা
নবারুণ-এর পক্ষে
অনুরাধা দেবী
৫৩/২ ডাঃ নীলমণি সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৯০

প্রথম সংস্করণ—১৯৭৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৭৯
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৮০
চতুর্থ নূতন সংস্করণ—১৯৮১
পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ—১৯৮২
ষষ্ঠ সংস্করণ—১৯৯২
সপ্তম সংস্করণ—১৯৮৩
অষ্টম সংস্করণ—১৯৮৪
নবম নূতন সংস্করণ—১৯৭৪
দশম সংস্করণ—১৯৮৫
একাদশ সংস্করণ—১৯৮৬
দ্বাদশ সংস্করণ—১৯৮৭
ত্রয়োদশ সংস্করণ—১৯৮৮
চতুর্দশ নূতন সংস্করণ—১৯৮৯

মুদ্রাকর
এন. সি. শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা—৫

মূল্য ঃ ষোল টাকা।

১ পশ্চিমবঙ্গের কথা

১। আমরা যে-রাজ্যে বাস করি, তার নাম কী ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ।

২। পশ্চিমবঙ্গ নামটি কিভাবে হল ?

উঃ দেশ স্বাধীন হবার সময় বঙ্গ (বা বাংলা) প্রদেশ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমে যে-ভাগটি পড়ে তার নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ (বা পশ্চিম বাংলা)।

৩। পশ্চিমবঙ্গ কোন্ দেশের (বা রাষ্ট্রের) অন্তর্গত ?

উঃ ভারতের (বা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের)।

৪। পশ্চিমবঙ্গের চতুঃসীমা কী ?

উঃ উত্তরে সিকিম ও ভুটান ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; পূর্বে মেঘালয়, আসাম ও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে বিহার ও ওড়িশা ।

৫। আমরা বাঙালী নামে পরিচিত কেন ?

উঃ বাংলা (বাঙলা) আমাদের মাতৃভাষা, আর বাংলাদেশে বাস করি সেই কারণে।

৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা কী ?

উঃ বাংলা ভাষা।

৭। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত ?

উঃ ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার ।

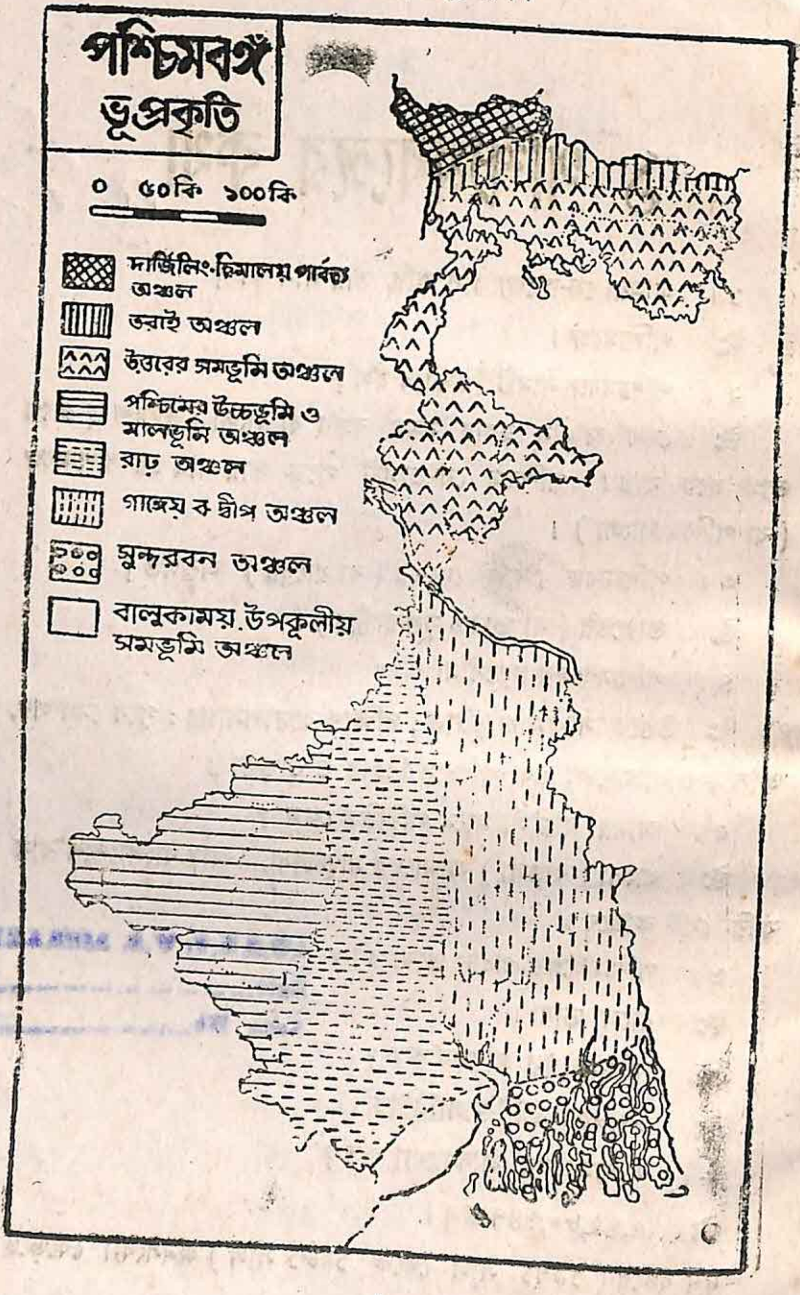
৮। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা কত ?

উঃ ৫,৪৫,৮০,৬৪৭ জন।

দশ বছরে (১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল) জনসংখ্যা বেড়েছে ২৩·১৭ শতাংশ ।

৯। পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির ঘনত্ব কত?

উঃ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬২১ জন।



১০। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কী?

উঃ কলিকাতা।

১১। পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক অঞ্চল বর্ণনা কর।

উঃ পশ্চিমবঙ্গকে আটটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। (১) দার্জিলিং-হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, (২) তরাই অঞ্চল, (৩) উত্তরের সমভূমি অঞ্চল, (৪) পশ্চিমের উচ্চভূমি ও মালভূমি অঞ্চল, (৫) রাঢ় অঞ্চল, (৬) গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল, (৭) সুন্দরবন অঞ্চল ও (৮) বালুকাময় উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল।

১২। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল কী?

উঃ পার্বত্য অঞ্চল, সমভূমি অঞ্চল ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের উদ্ভিদ।

১৩। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বিভাগ ও কী কী?

উঃ তিনটি—(১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ; (২) বর্ধমান বিভাগ; (৩) জলপাইগুড়ি বিভাগ।

১৪। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি জেলা ও কী কী?

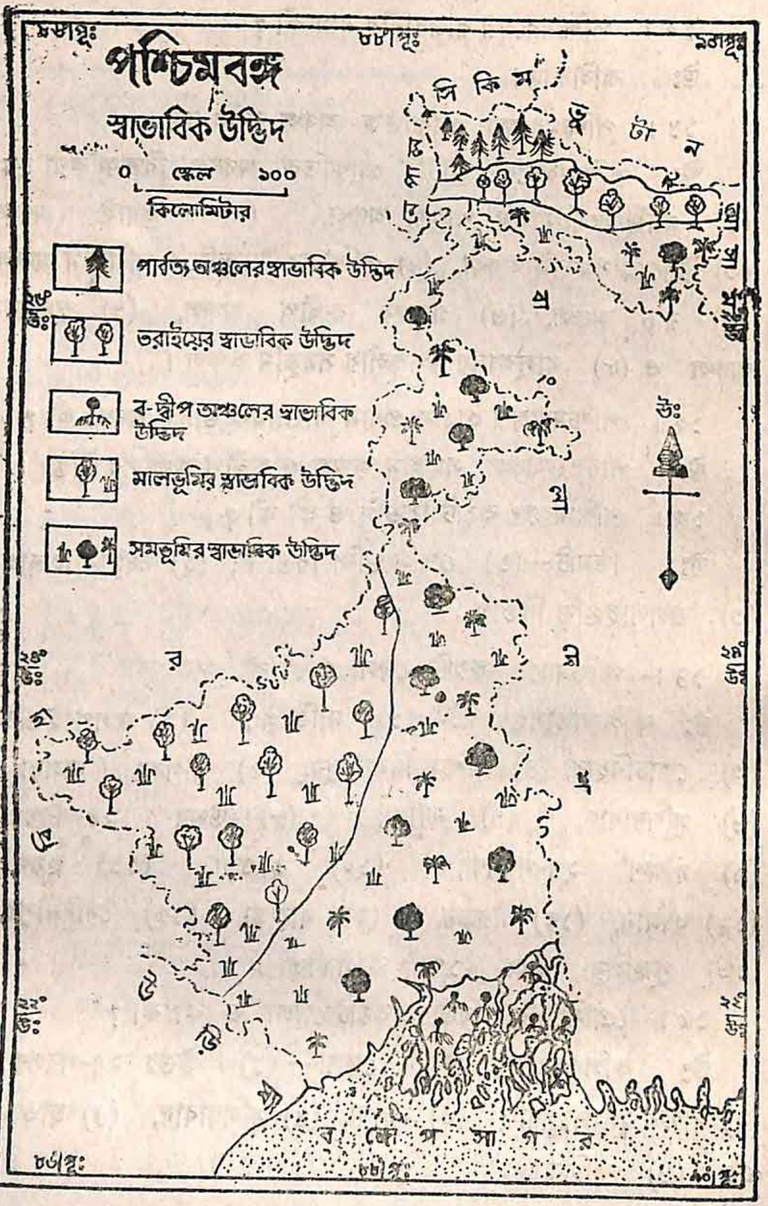
উঃ কলিকাতাসহ ১৭টি—(১) দার্জিলিং, (২) জলপাইগুড়ি, (৩) কোচবিহার, (৪) পশ্চিম দিনাজপুর, (৫) মালদহ (মালদা), (৬) মুর্শিদাবাদ, (৭) নদীয়া, (৮) উত্তর ২৪-পরগণা, (৯) দক্ষিণ ২৪-পরগণা, (১০) হাওড়া, (১১) হুগলী, (১২) বর্ধমান, (১৩) বীরভূম, (১৪) বাঁকুড়া, (১৫) মেদিনীপুর, (১৬) পুরুলিয়া এবং (১৭) কলিকাতা।

১৫। প্রেসিডেন্সি বিভাগে কয়টি জেলা ও কী কী?

উঃ কলিকাতাসহ ছয়টি জেলা—(১) উত্তর ২৪-পরগণা, (২) দক্ষিণ ২৪-পরগণা; (৩) নদীয়া, (৪) মুর্শিদাবাদ, (৪) হাওড়া এবং (৬) কলিকাতা।

১৬। বর্ধমান বিভাগে কয়টি জেলা ও কী কী?

উঃ ছয়টি জেলা—(১) হুগলী, (২) বর্ধমান, (৩) বীরভূম, (৪) বাঁকুড়া, (৫) মেদিনীপুর, ও (৬) পুরুলিয়া।



১৭। জলপাইগুড়ি বিভাগে কয়টি জেলা ও কী কী?

উঃ পাঁচটি জেলা—(১) দার্জিলিং, (২) জলপাইগুড়ি, (৩) কোচবিহার, (৪) পশ্চিম দিনাজপুর, ও (৫) মালদহ।

১৮। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় জেলা কোন্‌টি ? আয়তন কত ? জেলা বিভাগের আগে কোন জেলা সবচেয়ে বড় ছিল ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা মেদিনীপুর। তার আয়তন ১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার। জেলা বিভাগের আগে ২৪-পরগণা জেলাই ছিল সবচেয়ে বড়। এখনকার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণার মিলিত আয়তন ১৩,৭৯৬ বর্গ কিলোমিটার।

১৯। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা কোন্‌টি ? তার আয়তন কত ?

উঃ ২৪-পরগনা জেলা ভাগ হয়ে যাবার পূর্ব্বে মেদিনীপুর ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। এখন বর্ধমান দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা।

২০। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট জেলা কোনটি ? তার আয়তন কত ? জনসংখ্যা কত ?

উঃ কলিকাতা। আয়তন প্রায় ১০৪ বর্গ কিলোমিটার। ৯১ লক্ষ ৬৬ হাজার।

২১। কলিকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট জেলা কোন্‌টি ? তার আয়তন কত ?

উঃ হাওড়া জেলা। তার আয়তন ১,৪৭৫ বর্গ কিলোমিটার।

২২। পশ্চিমবঙ্গে যে জেলায় সবচেয়ে বেশী লোক বাস করে, তার নাম কী ?

উঃ মেদিনীপুর (৬৭,৪২,৭৯৬)

২৩। পশ্চিমবঙ্গে যে জেলায় সবচেয়ে কম লোক বাস করে, তার নাম কী ?

উঃ দার্জিলিং (১০ লক্ষ ৬ হাজারের কিছু বেশী)।

২৪। পশ্চিমবঙ্গে মহকুমা কয়টি এবং কোন্ কোন্ জেলায় মাত্র একটি করে মহকুমা ?

উঃ মোট ৫২টি মহকুমা। মালদহ ও পুরুলিয়া জেলায় মাত্র একটি করে মহকুমা।

২৫। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি গ্রাম ও শহর আছে ?

উঃ গ্রামের সংখ্যা—সাড়ে আঠারো হাজারের উপর। শহরের সংখ্যা—দেড়শর কিছু বেশী।

২৬। পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী কোন্‌টি ?

উঃ ভাগীরথী (বা গঙ্গা)।

২৭। ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশের নাম কী ? তার পূর্ব তীরে ও পশ্চিম তীরে কোন্ কোন্ শহর অবস্থিত ?

উঃ ভাগীরথীর নিম্নাংশের নাম হুগলী নদী। তার পূর্ব তীরে কলিকাতা শহর এবং পশ্চিম তীরে হাওড়া শহর।

২৮। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান নদ-নদী কী ?

উঃ নদ—দামোদর, অজয় ও রূপনারায়ণ ; নদী—গঙ্গা বা ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী, জলঙ্গী, মহানন্দা, তোরসা ও তিস্তা।

২৯। ভাগীরথী নদীর পাঁচটি উপনদীর নাম বল।

উঃ দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী ও জলঙ্গী।

৩০। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ প্রধান নদ-নদীর উপর আড়বাঁধ (ব্যারাজ) দেওয়া হয়েছে ? সেই সব আড়বাঁধের নাম কী ?

উঃ দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও ভাগীরথীর উপর আড়বাঁধ (বা ব্যারাজ) দেওয়া হয়েছে। দামোদরের উপর—পাঞ্চেৎ ব্যারাজ ও দুর্গাপুর ব্যারাজ ; ময়ূরাক্ষীর উপর—তিলপাড়া ব্যারাজ ; ভাগীরথীর উপর—ফারাক্কা ব্যারাজ।

৩১। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান সেতু কী ?

উঃ হাওড়া সেতু বা রবীন্দ্র সেতু (হুগলী নদীর উপর কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে) ; বিবেকানন্দ সেতু বা বালী ব্রিজ (হুগলী নদীর উপর, দক্ষিণেশ্বর ও বালীর মধ্যে) ; রূপনারায়ণ সেতু (রূপনারায়ণ নদের উপর দেউলটি ও কোলাঘাটের মধ্যে) ; ফারাক্কা সেতু (মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার সংযোগ সেতু, ভাগীরথী নদীর উপর)।

৩২। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ দিকে সমুদ্র ? ঐ সমুদ্রের নাম কী ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র। ঐ সমুদ্রের নাম বঙ্গোপসাগর।

৩৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ?

উঃ দক্ষিণ ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলা।

৩৪। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীরের কয়েকটি জায়গার নাম বল।

উঃ দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলায়—সাগরদ্বীপ, বকখালি ও সুন্দরবন অঞ্চল; মেদিনীপুর জেলার—জুনপুট ও দীঘা।

৩৫। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য জেলা কোন্‌টি ?

উঃ দার্জিলিং জেলা।

৩৬। দার্জিলিং জেলা কোন্ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত ?

উঃ হিমালয় পর্বতমালার।



৩৭। পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে উঁচু শহর কোন্‌টি ?

উঃ দার্জিলিং শহর।

৩৮। দার্জিলিং শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত উঁচু ?

উঃ ২,০৭৬ মিটার উঁচু।

৩৯। পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় পাহাড় আছে ? সেই সব পাহাড়ের নাম কী ?

উঃ দার্জিলিং জেলায়, জলপাইগুড়ি জেলায় আর বাঁকুড়া জেলায়। দার্জিলিং জেলার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা; দাজিলিং শহরে

কাটাপাহাড়, জলপাহাড়, অব্জরভেটরী হিল, টাইগার হিল প্রভৃতি ; কার্শিয়ং শহরে ঈগলস্ ক্র্যাগ, সিঞ্চল পাহাড়, কালিম্পঙে দেওলো পাহাড়। জলপাইগুড়ি জেলায় বক্সা-জয়ন্তী পাহাড় শ্রেণী, আর বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়।

৪০। পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিখ্যাত অরণ্যের নাম কর।

উঃ তরাই (উত্তরাংশে) এবং সুন্দরবন (দক্ষিণাংশে)।

৪১। পশ্চিমবঙ্গের তরাই বনাঞ্চল থেকে কী কী পাওয়া যায় ?

উঃ প্রচুর পরিমাণে ভালো জাতের কাঠ। সেগুলির মধ্যে শালকাঠই প্রধান। তাছাড়া শিশুগাছের কাঠ, জারুলগাছের কাঠ, বাঁশ, বেত এসবও পাওয়া যায়।

৪২। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল থেকে কী কী পাওয়া যায় ?

উঃ গরান কাঠ, সুন্দরী কাঠ, নানারকমের জ্বালানী কাঠ, বাঁশ ও মধু।

৪৩। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান বনজ-সম্পদ কী কী ?

উঃ শাল, সেগুন, গরান, সুন্দরী প্রভৃতি কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু ও ঔষধি প্রভৃতি।

৪৪। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ বনাঞ্চলের বাঘ বিশ্ববিখ্যাত ? কী নামে সেই বাঘ সুপরিচিত ?

উঃ সুন্দরবনের বাঘ বিশ্ববিখ্যাত। 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' নামে সুপরিচিত।

৪৫। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ সংরক্ষিত বনে গণ্ডার দেখা যায় ?

উঃ জলপাইগুড়ি জেলায় জলদাপাড়া সংরক্ষিত বনে।

৪৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কী কী ?

উঃ ধান, পাট, চা, আখ, গম, বিভিন্ন তৈলবীজ, ডালশস্য, তামাক, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি।

৪৭। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় চা-বাগান আছে ?

উঃ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়।

৪৮। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয় এবং তা থেকে কী ঔষধ তৈরী হয়?

উঃ দার্জিলিং জেলার মংপুতে সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ কুইনাইন তৈরি হয়?

৪৯। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় সবচেয়ে বেশী আম হয়?

উঃ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।

৫০। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান যন্ত্রশিল্পের নাম কর।

উঃ লৌহশিল্প, পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প ও কাগজশিল্প।

৫১। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে?

উঃ বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুর, কুলটি ও বার্ণপুরে।

৫২। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সর্ববৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে?

উঃ ফারাক্কায়।

৫৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় চটকল আছে?

উঃ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায়।

৫৪। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় কাপড়ের কল আছে?

উঃ উত্তর ২৪-পরগণা জেলার বেলঘরিয়া, সোদপুর, আগরপাড়া পানিহাটি ও শ্যামনগরে ; হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ও হাওড়া জেলায়।

৫৫। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় কাগজের কল আছে?

উঃ উত্তর ২৪-পরগণা জেলার টিটাগড়, কাঁকিনাড়া ও নৈহাটীতে ; মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামে ; হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে এবং বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জে।

৫৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কুটির-শিল্পের নাম কর।

উঃ হস্তচালিত তাঁতশিল্প (বা বস্ত্রশিল্প), মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, গজদন্ত-শিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, শিঙের কাজ, পুতুল, খেলনা ও শোলার কাজ, মাদুরশিল্প প্রভৃতি।

৫৭। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গার হস্তচালিত তাঁতের কাপড় বিখ্যাত ?

উঃ শান্তিপুর, ধনেখালি, বেগমপুর, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর।

৫৮। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গা হস্তচালিত রেশম-বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ?

উঃ মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া। মালদহ ও বীরভূম জেলাতেও কিছু কিছু রেশম-বস্ত্র, বিশেষ করে তসর, প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

৫৯। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গা মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত ?

উঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ; বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া ও কলিকাতার কুমারটুলি।

৬০। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলা পিতল-কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত ?

উঃ মুর্শিদাবাদ (খাগড়া), মেদিনীপুর (ঘাটাল), বাঁকুড়া (বিষ্ণুপুর), বীরভূম (দুবরাজপুর), পুরুলিয়া, মালদহ ও হাওড়া জেলা।

৬১। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলা গজদন্ত শিল্পের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

উঃ মুর্শিদাবাদ।

৬২। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় শঙ্খশিল্পে বহু কারিগর নিযুক্ত আছে ?

উঃ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণা, কোচবিহার, বাঁকুড়া ও কলিকাতায়।

৬৩। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় শিঙের কাজে বহু কারিগর নিযুক্ত আছে ?

উঃ বীরভূম, মেদিনীপুর ও কলিকাতায়।

৬৪। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জেলায় বাঁশ ও বেতের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী হয় ?

উঃ জলপাইগুড়ি, বীরভূম, কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

৬৫। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে ভালো মাত্বর তৈরী হয় কোথায় ?

উঃ মাত্বরের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মাত্বর 'মস্‌লন্দ' তৈরী হয় মেদিনীপুর জেলায়।

৬৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান খনিজ শিল্প কী কী ?

উঃ কয়লা ও লৌহ।

৬৭। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে বেশির ভাগ কয়লা খনি আছে ?

উঃ বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে।

৬৮। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় বেশী কল-কারখানা আছে ?

উঃ হাওড়া জেলায়।

৬৯। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় রেলওয়ে-কারখানা আছে ?

উঃ কাঁচড়াপাড়া, লিলুয়া, খড়্গপুর ও চিত্তরঞ্জনে।

৭০। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা আছে ?

উঃ বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে।

৭১। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে ?

উঃ কলিকাতার খিদিরপুর-ডকে।

৭২। পশ্চিমবঙ্গের কোন শহরকে 'ইস্পাত নগরী' বলা হয় ?

উঃ বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শহরকে।

৭৩। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় জুতা তৈরীর প্রধান কারখানা আছে ?

উঃ দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার বাটানগরে।

৭৪। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ? তাদের নাম কী ?

উঃ আটটি। (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়; (৩) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (শান্তিনিকেতনে); (৪) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; (৫) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (নদীয়া জেলার কল্যাণী শহরে); (৬) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (শিলিগুড়িতে); (৭) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতায়); (৮) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (মেদিনীপুরে)।

৭৫। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে প্রাচীন ?

উঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৬। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার কত।

উঃ শতকরা ৪০ জনের কিছু বেশী (৪০'৮৮)। পুরুষ—শতকরা ৫০.৪৯ ; নারী—শতকরা ৩০.৩৩।

৭৭। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে?

উঃ (হাওড়ায়) শিবপুরে ; (কলিকাতার দক্ষিণে) যাদবপুরে ; খড়্গপুরে ; জলপাইগুড়িতে ; দুর্গাপুরে।

৭৮। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় মেডিক্যাল কলেজ আছে?

উঃ কলিকাতায়, বাঁকুড়ায়, বর্ধমানে ও জলপাইগুড়িতে।

৭৯। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি মেডিকেল কলেজ? তাদের নাম কি?

উঃ আটটি—(১) মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা ; (২) আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা ; (৩) নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা ; (৪) ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা ; (৫) ইন্সটিটিউট অব্ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ, কলিকাতা (স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার জন্য) ; (৬) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া ; (৭) বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান ; (৮) উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, জলপাইগুড়ি।

৮০। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে?

উঃ যাদবপুর, কাঁচড়াপাড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি।

৮১। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় আবহাওয়া অফিস আছে?

উঃ কলিকাতার আলিপুরে।

৮২। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ভারতের বৃহত্তম জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত?

উঃ কলিকাতার আলিপুরে, 'বেলভেডিয়ার ভবনে'।

৮৩। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় চিড়িয়াখানা আছে?

উঃ কলিকাতার আলিপুরে।

৮৪। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ভারতের অন্যতম বৃহৎ বিমান-বন্দর অবস্থিত? তার নাম কী?

উ: কলিকাতার উত্তরে দমদমে অবস্থিত। কলিকাতা বিমান-বন্দর।

৮৫। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় বিমানঘাঁটি আছে?

উ: দমদমে, ব্যারাকপুরে, কুলাইকুণ্ডায়, পানাগড়ে, বেহালায় ফ্লাইং ক্লাব ও বাগডোগরায়।

৮৬। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ বিমানঘাঁটি থেকে সাধারণ যাত্রী পরিবহণকারী বিমান চলাচল করে?

উঃ দমদম ও বাগ্ডোগরার বিমানঘাঁটি থেকে।

৮৭। পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান রেলপথের নাম কী?

উঃ পূর্ব রেলপথ (ইস্টার্ন রেলওয়ে) এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে)।

৮৮। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় রেল-স্টেশন কোন্‌টি?

উঃ। হাওড়া রেল স্টেশন।

৮৯। পশ্চিমবঙ্গে কোন্ রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ?

উঃ খড়্গপুর রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

৯০। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ কোন্‌টি? সেটি কোথায় অবস্থিত?

উঃ শহীদমিনার (পূর্বনাম অক্টারলোনি মনুমেণ্ট), ৪৬৬ মিটার উঁচু॥ কলিকাতার ময়দানে অবস্থিত।

৯১। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান কী কী?

উঃ গৌড়, পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলায়); নবদ্বীপ, পলাশী (নদীয়া জেলায়); বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া জেলায়); সপ্তগ্রাম, গড়মান্দারণ, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া (হুগলী জেলায়); মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ জেলায়); বাণগড় (পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায়), তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্ত,) মেদিনীপুর জেলায়, কলিকাতা।

৯২। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের নাম কর।

উঃ (হিন্দুতীর্থ) কলিকাতার কালীঘাট ; হুগলী জেলায় তারকেশ্বর, ত্রিবেণী ; নদীয়া জেলায় নবদ্বীপ ; ২৪-পরগণা জেলায় দক্ষিণেশ্বর, গঙ্গাসাগর ; বীরভূম জেলায় তারাপীঠ ; হাওড়া জেলায় বেলুড় প্রভৃতি। জৈনতীর্থ : পরেশনাথ মন্দির, কলিকাতা। বৌদ্ধতীর্থ : মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা। শিখতীর্থ : কলিকাতার কালীঘাটে গুরুদ্বার। মুসলমান তীর্থ : দঃ ২৪-পরগণা জেলার ঘুটিয়ারী শরিফ, হাটিয়ারী শরিফ ; হুগলী জেলায় ফুরফুরা শরিফ ; কলিকাতায় নাখোদা মসজিদ। খ্রীষ্টানতীর্থ : কৃষ্ণনগরের প্রাচীন গির্জা, ব্যাণ্ডেলের প্রাচীন গির্জা, কলিকাতার সেণ্ট পল্‌স্‌ চার্চ প্রভৃতি।

৯৩। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান স্বাস্থ্যনিবাস কোথায় ?

উঃ দার্জিলিং, কালিম্পং, কাশিয়ং ও দীঘায়।

৯৪। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় মেলার নাম কী ? কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?

উঃ গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তি তিথিতে সাগরদ্বীপে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৫। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিখ্যাত মেলার নাম কর।

উঃ বীরভূম জেলার জয়দেব-কেঁদুলীর মেলা ; শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা ; জলপাইগুড়ি জেলার জল্‌পেশের শিবরাত্রির মেলা ; কোচবিহারের রাসমেলা ; হুগলী জেলার মাহেশের রথযাত্রার মেলা এবং তারকেশ্বরের গাজনের মেলা ; দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার গঙ্গা-সাগর মেলা।

৯৬। ভারতে প্রথম জাতীয় শিশু গ্রন্থমেলা কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয় ?

উঃ কলিকাতায়, ১৯৮৩ সালে।

৯৭। পশ্চিবঙ্গের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের নাম কী কী ?

উঃ বাংলা : আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ, গণশক্তি, কালান্তর, আজকাল, ভারতকথা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ,

বর্তমান। ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকা, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য টেলিগ্রাফ। হিন্দী : বিশ্বামিত্র, সন্মার্গ; উর্দু : আজাদ হিন্দ, রোজানা হিন্দ। গুরুমুখী : নবি পর্ভাত। নেপালী : হিমালচুলী।

৯৮। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারালয় কোন্‌টি ?

উঃ কলিকাতা হাইকোর্ট।

৯৯। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলাটি স্বাধীনতা লাভের পূর্বে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল ?

উঃ কোচবিহার।

১০০। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলার কোন্ মহকুমাটি পূর্বে ফরাসী সরকারের অধীনে ছিল ?

উঃ হুগলী জেলার চন্দননগর মহকুমা।

১০১। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলাটি রাজ্য-পুনর্গঠনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় ? পূর্বে সেই জেলাটি ভারতের কোন্ রাজ্যের মধ্যে ছিল ?

উঃ রাজ্য-পুনর্গঠনের ভিত্তিতে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্বে ছিল বিহার রাজ্যের মধ্যে।

১০২। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান আদিবাসী বা উপজাতি কারা ?

উঃ সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজ

১০৩। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান কয়টি স্তরে বিভক্ত ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত।

১০৪। সেগুলি কি কি ?

উঃ (ক) জিলা পরিষদ, (খ) পঞ্চায়েত সমিতি, (গ) গ্রাম পঞ্চায়েত।

১০৫। জিলা পরিষদের সংখ্যা কত ?

উঃ ১৬টি।

১০৬। পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা কত ?

উঃ ৩৩৯টি।

১০৭। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত ?

উঃ ৩,৩০৫টি।

১০৮। পঞ্চায়েতী রাজপ্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

দেশের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অনুসরণে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী কয়েকটি স্তরে পঞ্চায়েত প্রশাসন বিভক্ত হয়। এগুলি হল—জেলা স্তর, ব্লক স্তর ও গ্রাম স্তর। প্রাথমিক ব্যবস্থায় জিলা পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত নামকরণ করা হয়। পরে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮৩ সালের নির্বাচনের সময় নামকরণে 'অঞ্চল পঞ্চায়েত' স্থলে 'পঞ্চায়েত সমিতি' করা হয়। স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের সূচনায় সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে ১৯৭৮ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটাধিকারে দলীয় প্রতীকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হয়। বিধি অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা।

[ক] বিভিন্ন জেলার কথা

॥ দার্জিলিং জেলা ॥

সীমা : উত্তরে সিকিম রাজ্য দক্ষিণে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ও বিহার রাজ্যের এবং বাংলাদেশের কিছু অংশ; পূর্বে ভুটান ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং পশ্চিমে নেপাল।

আয়তন : ৭,৯৬৪ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ১০,০৬,৪৩৪।

মহকুমা : ৪টি—দার্জিলিং সদর; কার্শিয়ং; কালিম্পং ও শিলিগুড়ি।

সদর শহর ঃ দার্জিলিং।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ দার্জিলিং—প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এই পার্বত্য শহরটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এখানকার পার্ব্বত্য পরিবেশে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে এবং স্বাস্থ্য ভালো করতে দেশী ও বিদেশী বহু পর্যটকের সমাগম হয়।

দর্শনীয় ঃ জলা পাহাড়, বার্চ হিল, অবজারভেটরী হিল, এবং ঘোড়াদৌড়ের মাঠ, মাউন্টেনীয়ারিং কলেজ, সেন্ট পল্‌স স্কুল, ম্যাল রোড, রাজভবন [গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এখানে থাকেন], ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, জাদুঘর, বোটানিকাল গার্ডেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাসভবন 'স্টপ অ্যাসাইড', ভুটিয়া বস্তির মঠ, টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়। কার্শিয়াং—ছবির মতো সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর শহর। এখানকার ঈগলস্ ক্র্যাগ পাহাড় থেকে সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমির দৃশ্য দেখা যায়। ডালহিল—চড়ুইভাতি ও ছুটি কাটাবার একটি মনোরম জায়গা। কলিম্পং—স্বাস্থ্যকর স্থান। কমলালেবুর ও পশমের কারবারের জন্য বিখ্যাত। দর্শনীয় ঃ তিস্তা ব্রীজ, তিস্তা ও রিয়াং নদীর সঙ্গম ; মনোরম শিল্পকলা ও হস্তশিল্প। মংপু—এখানে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয়, এখানে কুইনিন তৈরীর একটি কারখানা আছে। শিলিগুড়ি—এখান থেকে ছোট ট্রেনে ক'রে পাহাড়ের লুপ-লাইন ধরে দার্জিলিং শহরে যাওয়া যায়। শিলিগুড়ি বর্তমানে একটি শিল্পসমৃদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র শহরে পরিণত হতে চলেছে। শিলিগুড়ি অঞ্চলে প্রচুর আনারসের চাষ হচ্ছে।

নদ-নদী ঃ তিস্তা, রংগিত, জলঢাকা।

জলপাইগুড়ি জেলা

সীমা ঃ উত্তরে দার্জিলিং জেলা ও ভুটান, দক্ষিণে কোচবিহার জেলা ও বাংলাদেশের কিছু অংশ, পূর্বে আসাম রাজ্য, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা।

আয়তন : ৩,৭১৩ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ২০,৩৫,০০৯।

মহকুমা : ১টি—মালদহ।

সদর শহর : মালদহ (ইংলিশবাজার)।

প্রসিদ্ধ স্থান : মালদহ—আম ও রেশম শিল্পে জন্য বিখ্যাত। গৌড়—বর্তমানে সামান্য একটি গ্রাম হলেও এক সময় হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল এখানে ; বাংলার সেই গৌরবময় অতীত যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ এখানে বর্তমান। **দর্শনীয় :** বারদুয়ারী মসজিদ ; ফিরোজ শাহের মিনার ; দাখিল দরওয়াজা ; কদম রসুল ; লুকোচুরি দরওয়াজা ; চিকা মসজিদ ; লোটন মসজিদ ; পাল ও সেন রাজাদের দুর্গ ও প্রসাদের ধ্বংসাবশেষ। **পাণ্ডুয়া**—প্রাক্-মোগল যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ দর্শনীয় এখানে। **দর্শনীয় :** সোনা মসজিদ ; একলাখী স্মৃতিসৌধ ; আদিনা মসজিদ।

নদ-নদী : ভাগীরথী, মহানন্দা ও কালিন্দী।

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

সীমা : উত্তরে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী ; দক্ষিণে নদীয়া ও বর্ধমান জেলা ; পূর্বে বাংলাদেশ ও নদীয়া জেলা ; পশ্চিমে বীরভূম জেলা।

আয়তন : ৫,৩৫১ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৩৭,২০,৮৬৯।

মহকুমা : ৪টি—বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দী।

সদর শহর : বহরমপুর।

প্রসিদ্ধ স্থান : বহরমপুর—এখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজ মহারানী স্বর্ণময়ীর স্মৃতি বিজড়িত। রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার-প্রতিষ্ঠিত একটি 'সেরিকালচারাল ফার্ম' [রেশমকীট-উৎপাদন-কেন্দ্র] এখানে আছে। শহরের পূর্বদিকে ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলের অনেক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার খাগড়াবাজার কাঁসার বাসন, গজদন্ত

শিল্পের ও রেশমবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। **মুর্শিদাবাদ**—নবাবী আমলের বহু স্মৃতিচিহ্ন এখানে আছে। **দর্শনীয়ঃ** হাজারদুয়ারী প্রাসাদ; জাফরগঞ্জ দেউড়ি; কাঠগোলা; জগৎশেঠের প্রাসাদ; কাট্‌রা মসজিদ; মোতিঝিল; খুশবাগ [নবাব সিরাজদ্দৌলা ও তাঁর বেগম লুৎফরন্নেসার কবর আছে এখানে]; বড়নগরের রানী ভবানী মন্দির; তোপখানার জাহানাকোশ কামান; কাশিমবাজারের রাজপ্রাসাদ; কুঞ্জঘাটার মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ প্রভৃতি। **ফারাক্কা**—এখানে গঙ্গানদীর উপর বিরাট একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। তার উপর দিয়ে যে-সেতু মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলাকে সংযুক্ত করেছে, সেই সেতুর উপর দিয়ে বাসে ও ট্রেনে যাতায়াত সহজ হয়েছে। এখানে বৃহৎ একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মীয়মান।

নদ-নদীঃ গঙ্গা বা পদ্মা, ভাগীরথী, ভৈরব, দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী।

॥ নদীয়া ॥

সীমাঃ উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলা; দক্ষিণে ২৪-পরগনা জেলা ও হুগলী জেলার কিছু অংশ; পূর্বে বাংলাদেশ; পশ্চিমে ভাগীরথী নদী ও বর্ধমান জেলা।

আয়তনঃ ৩,৯২৬ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যাঃ ২৯,৭৪,০১৩।

মহকুমাঃ ৩টি—কৃষ্ণনগর রানাঘাট ও কল্যাণী।

সদর শহরঃ কৃষ্ণনগর।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **কৃষ্ণনগর**—ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত এই শহরটি জলঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত। **দর্শনীয়**ঃ রাজবাড়ি, গীর্জা, মুর্ণি অঞ্চলের পুতুল ও খেলনা। **পলাশী**—ইতিহাস-বিশ্রুত পলাসী যুদ্ধের স্থান। এখন একটি স্মৃতিস্তম্ভ ছাড়া আর কিছু দর্শনীয় স্মৃতিচিহ্ন নেই। **নবদ্বীপ**—বৈষ্ণব তীর্থস্থান; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি। অনেক মন্দির ও দেববিগ্রহ আছে এখানে। এখানকার রাসের মেলা সুবিখ্যাত। **শান্তিপুর**—বৈষ্ণব তীর্থস্থান।

অনেক মন্দির আছে এখানে। এখানকার তোপখানার মসজিদও নামকরা। শান্তিপুর তাঁতের কাপড়ের একটি বড় কেন্দ্র। **ফুলিয়া**— বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ফুলিয়া উপনগরীতে। **মায়াপুর**—নবদ্বীপ ও গঙ্গার অপর দিকে অবস্থিত 'মায়াপুর'-ই অনেকের মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান। **দর্শনীয়ঃ** শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈতভবন, ইসকনে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত হরেকৃষ্ণ মন্দির প্রভৃতি। **রানাঘাট**—মহকুমার শহর ও প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন।

কল্যাণী—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক পরিকল্পিত একটি আধুনিক উপনগরী—বর্তমানে মহকুমায় পরিণত। এখানে একটি, বিশ্ববিদ্যালয়, অধুনিক হাসপাতাল এবং কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী অফিস আছে। **হরিণঘাটা**—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ-সরবরাহ এবং পশুপালন কেন্দ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত।

নদ-নদী ঃ পদ্মা, ভাগীরথী, গড়াই, জলঙ্গী, চূর্ণী ও মাথাভাঙা।

॥ ২৪-পরগনা ॥

সীমাঃ উত্তরে নদীয়া জেলা ও বাংলাদেশের কিছু অংশ ; দক্ষিণে

আয়তনঃ ১৩,৭৯৬ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যাঃ ১,০৭,২৬,৭৫১।

মহকুমাঃ ৬টি। উত্তর ২৪-পরগনায় ৪টি ঃ ব্যারাকপুর, বনগাঁ, বারাসাত ও বসিরহাট এবং দক্ষিণ-২৪ পরগনায় ২টি ঃ আলিপুর ও ডায়মণ্ডহারবার।

সদর শহরঃ (১) উত্তর ২৪-পরগনার সদর-শহর—বারাসাত। (২) দক্ষিণ ২৪-পরগনার সদর শহর—আলিপুর।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ (উত্তর ২৪-পরগনা) **দমদম**—ভারতের অন্যতম বৃহৎ বিদানবন্দরের জন্য বিখ্যাত। তাছাড়া, এখানে আছে গ্রমোফোনের রেকর্ড তৈরী করার কারখানা, জেসপ কোম্পানীর কারখানা এবং আরও

কয়েকটি শিল্প-কারখানা। দমদম একটি বড় রেলওয়ে জংশন, এখান থেকে রেলপথ গেছে রানাঘাট হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত, আর একটি লাইন গেছে বনগাঁ ও দক্ষিণে হাসনাবাদ পর্যন্ত, আর তৃতীয় রেলপথটি দক্ষিণেশ্বর হয়ে হাওড়ার সঙ্গে যোগ হয়েছে। **টিটাগড়** কাগজের কল ও চটকলের জন্য বিখ্যাত। **ব্যারাকপুর**—এখানে একটি সেনানিবাস আছে। **দর্শনীয় ঃ** গান্ধীঘাট, লাটবাগান। **ইচ্ছাপুর**—অস্ত্রশস্ত্র তৈরি কারখানার জন্য বিখ্যাত। **নৈহাটি**—স্টেশনের সন্নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। নৈহাটি থেকে বজবজ পর্যন্ত ইদানিং রেলপথ চালু হয়েছে। **হালিশহর**—শক্তি-সাধক রামপ্রসাদের জন্মস্থানরূপে বিখ্যাত। **কাঁচড়াপাড়া**—এখানে পূর্ব রেলপয়ের ইঞ্জিন মেরামত ও কোচ নির্মাণের কারখানা আছে। তাছাড়া আছে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল। **দর্শনীয় ঃ** কৃষ্ণ রায়ের মন্দির ; ফুলিয়ার পাটের মন্দির ; ঘোষপাড়ার মন্দির। **আলিপুর**—আলিপুর শহরটি প্রকৃতপক্ষে কলিকাতারই এক অংশ। দর্শনীয় ঃ জাতীয় গ্রন্থাগার ; চিড়িয়াখানা ; আবহাওয়া অফিস। **যাদবপুর**—এখানে আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতি। **দক্ষিণেশ্বর**—এখানকার কালীমন্দির বিখ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সাধনক্ষেত্র। **দর্শনীয়**—দ্বাদশ শিবমন্দির, পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডী আসন, আদ্যাপীঠ মন্দির প্রভৃতি।

[দক্ষিণ ২৪-পরগনায়] **বাটানগর**—ভারতের বৃহত্তম জুতা-তৈরির কারখানা এখানে অবস্থিত। **বজবজ**—হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বজবজ শহরটি ভারতের মধ্যে কেরোসিন তেল ও পেট্রোল আমদানির একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—গদর পার্টি পরিচালিত "কামাগাতামারু" জাহাজের শিখ-যাত্রীদের সঙ্গে ইংরেজ-সেনাদের লড়াই (১৯১৪) বিপ্লবের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। **ঘুটিয়ারী সরিফ**—মুসলমানদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। পীর গাজী মোবারক আলী সাহেবের দরগাহ ও সমজিদ অবস্থিত। **ক্যানিং**—বাণিজ্য প্রধান

স্থান। সুন্দরবন অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য এবং প্রচুর মাছ কলিকাতায় আসে এখান থেকেই। **ফলতা**—ফলতা ফ্রি ট্রেড জোন। **ডায়মণ্ডহারবার**—এখানকার গঙ্গাতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এখান থেকেই তীর্থযাত্রীরা সাগরদ্বীপে যায়। সেখানে পৌষ-সংক্রান্তিতে 'গঙ্গাসাগর' মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে নামখানা হয়ে বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জ যাবার পথ। সমুদ্রকুলবর্তী দুটি মনোরম স্বাস্থ্যকেন্দ্র। **সুন্দরবন**—পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহৎ অরণ্য অঞ্চল। এখান থেকে মূল্যবান কাঠ, গোলপাতা ও মধু আমদানি হয়ে থাকে। এখানকার 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' বা কেঁদো বাঘ জগদ্বিখ্যাত।

নদ-নদীঃ হুগলী ; ইছামতী ; বিদ্যাধরী ; কালিন্দী ; রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

॥ হাওড়া ॥

সীমাঃ উত্তরে হুগলী জেলা ; দক্ষিণে ও পশ্চিমে ও রূপনারায়ণ নদ এবং মেদিনীপুর জেলা ; পূর্বে হুগলী নদী।

আয়তনঃ ১,৪৭৫ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যাঃ ২৯,৫৭,৪৬৪ জন।

মহকুমাঃ ২টি—হাওড়া ও উলুবেড়িয়া।

সদর শহরঃ হাওড়া।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **হাওড়া**—পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রেল স্টেশন আছে এখানে। শিল্প-প্রধান এলাকা হিসাবে প্রসিদ্ধ। শিবপুর অঞ্চলে আছে সুবিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। **লিলুয়া**—রেলওয়ে কারখানার জন্য বিখ্যাত। **ফুরফুরা শরিফ**—শিয়াখালার নিকটবর্তী এই জায়গাটি মুসলমানদের একটি তীর্থস্থান। **বেলুড়**—গঙ্গা-তীরবর্তী বেলুড়মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। দর্শনীয়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দির, শ্রীমার মন্দির। **বালী**—এখানে গঙ্গার উপরে প্রকাণ্ড রেলওয়ে

ব্রীজ বা সেতু আছে, নাম 'বিবেকানন্দ সেতু'। তার মধ্যভাগে রেলপথ এবং উভয় পার্শ্বে গাড়িঘোড়া ও পদচারীদের পৃথক রাস্তা আছে। **উলুবেড়িয়া**—এই মহকুমা-শহরটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানকার ইলিশ মাছ বিখ্যাত। 'উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড' বিস্তৃত হয়েছে এখান থেকে।

নদ-নদী: গঙ্গা বা হুগলী; রূপনারায়ণ; দামোদর প্রভৃতি।

॥ হুগলী ॥

সীমা: উত্তরে বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলা; দক্ষিণে হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা; পূর্বে হুগলী নদী; পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা।

আয়তন: ৩১৪৫ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা: ৩৫,৪৯,৮১৭।

মহকুমা: ৪টি—হুগলী, শ্রীরামপুর, আরামবাগ ও চন্দননগর।

সদর শহর: চুঁচুড়া।

প্রসিদ্ধ স্থান: **চুঁচুড়া**—গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন শহর। **দর্শনীয়:** বিরাট সরকারী কাছারী বাড়ি (পূর্বে ছিল ইংরেজদের ব্যারাক)। আর্মানি গির্জা; মোহসিন কলেজ। **হুগলী**—চুঁচুড়া সংলগ্ন শহর। দর্শনীয়: হাজী মহম্মদ মোহসিন প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'ইমামবাড়া'। **ব্যাণ্ডেল**—সুপ্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন। দর্শনীয়: পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ গির্জা। **দেবানন্দপুর**—ব্যাণ্ডেলের নিকটবর্তী এই গ্রাম সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। এখানে তাঁর জন্মদিনে প্রতি বছর বই-মেলা হয়ে থাকে। **উত্তরপাড়া**—বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ-সমন্বিত এখানকার প্রাচীন গ্রন্থাগারটি বিশেষ দর্শনীয়। **কোন্নগর**—এখানে মোটরগাড়ির নির্মাণের একটি বৃহৎ কারখানা আছে। **শ্রীরামপুর**—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে এখানে সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা ও একটি

কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র এখান থেকেই প্রকাশিত হয়। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল, চটকল এবং একটি বস্ত্রবয়ন-বিদ্যালয় আছে। এই শহরের নিকটবর্তী 'মাহেশ' নামক স্থান 'রথের মেলা'র জন্য বিখ্যাত। **চন্দননগর**—ফরাসীরা বহুদিন পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করে। দর্শনীয়ঃ নন্দদুলালের মন্দির, ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির, প্রবর্তক সঙ্ঘ, গ্রন্থাগার, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির। জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এখানে বিরাট মেলা বসে ও ধূমধাম হয়। **কামারপুকুর**—আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থানরূপে বিখাত। দর্শনীয়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বহু বাড়ি ও মন্দির। **তারকেশ্বর**—হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তারকনাথের মন্দির। চৈত্র-সংক্রান্তি ও শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন বিস্তীর্ণ স্থানে বিরাট মেলা বসে এবং উৎসবাদি হয়। **রাধানগর**—রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানরূপে বিখ্যাত।

নদ-নদীঃ দামোদর, সরস্বতী, হুগলী প্রভৃতি।

॥ বাকুড়া ॥

সীমাঃ উত্তরে বর্ধমান জেলা; দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা; পূর্বে হুগলী ও বর্ধমান জেলা; পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা।

আয়তনঃ ৬৮৮১ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যাঃ ২৩,৭৪,২০৫।

মহকুমাঃ ২টি—বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর।

সদর শহরঃ বাঁকুড়া।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **বাঁকুড়া**—কাঁসা-পিতলের বাসন, পোড়ামাটির পুতুল ও খেলনা, সুতী ও তসরের বস্ত্র, শাঁখার গহনা, লাক্ষার জিনিস প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। দর্শনীয়ঃ এক্তেশ্বর শিবমন্দির; **বিষ্ণুপুর**—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মল্লভূম রাজাদের বহু স্মৃতিচিহ্ন আছে এখানে। দর্শনীয়ঃ মদনমোহন মন্দির; জোড়বাংলা ও শ্যাম রায় ও মদনগোপালের মন্দির; রাসমঞ্চ; লালবাঁধ; দলমাদল কামান; বিষ্ণুপুর দুর্গের

ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি। এখানকার রেশমবস্ত্র, কাঁসা-পিতলের বাসন, শাঁখা ও শোলার মালা, অম্বুরী তামাক প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদু ভট্ট, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মস্থান। **ছাতনা**—জনশ্রুতি এই যে, কবি চণ্ডীদাস এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দর্শনীয়ঃ বাশুলী দেবীর মন্দির। **শুশুনিয়া**—এখানকার 'শুশুনিয়া পাহাড়' বিখ্যাত। ছয় মাইল বিস্তৃত অরণ্যাবৃত এই পাহাড়ের মধ্যে ঝরনা-ধারার দৃশ্য অতি মনোরম। **সোনামুখী**—এখানকার রেশমশিল্প, মৃৎশিল্প, তসর ও গরদ বস্ত্র, গালা প্রভৃতির খ্যাতি আছে। **বেলিয়াতোড়**—সুবিখ্যাত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ ও বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মস্থান। **জয়রামবাটী**—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিনী শ্রীমা সারদামণি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করায় এখন এক তীর্থস্থান। শ্রীমায়ের মন্দির রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

নদ-নদীঃ দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি।

॥ বর্ধমান ॥

সীমাঃ উত্তরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণে হুগলী ও বাঁকুড়া জেলা; পূর্বে ভাগীরথী নদী ও নদীয়া জেলা; পশ্চিমে বিহার।

আয়তনঃ ৭,০২৮ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যাঃ ৪৮,০৮,৮৮৬।

মহকুমাঃ ৫টি—বর্ধমান, আসানসোল, কালনা, কাটোয়া ও দুর্গাপুর।

সদর শহরঃ বর্ধমান।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **বর্ধমান**—বাঁকা নদীর তীরবর্তী বাংলার এক প্রাচীনতম শহর। দর্শনীয়ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাপবাগ, শ্যামসাগর ও কৃষ্ণসাগর নামক দুটি দীঘি, সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির,

নবাবহাটের ১০৮টি শিবমন্দির। এখানকার সীতাভোগ ও মিহিদানা বিশেষ নামকরা মিষ্টান্ন। **দুর্গাপুর**—লৌহ ও ইস্পাতের বিরাট একটি কারখানা আছে এখানে। তাছাড়া আছে নানারকম রাসায়নিক ও শিল্পদ্রব্যের কারখানা, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, দামোদর নদের উপর 'দুর্গাপুর ব্যারাজ'। **রানীগঞ্জ**—ভারতের প্রধান কয়লাখনির কেন্দ্র। কাগজের কল আছে এখানে। **আসানসোল**—মহকুমা-শহর ও প্রসিদ্ধ রেলওয়ে-জংশন। সন্নিহিত এলাকায় অনেকগুলি কয়লা-খনি ও লোহার কারখানা আছে। শিল্পকেন্দ্র হিসাবেও সুপরিচিত। **চিত্তরঞ্জন**—রেল-ইঞ্জিন তৈরীর বিরাট একটি কারখানা আছে এখানে। **কালনা**—মহকুমা-শহর ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। দর্শনীয়ঃ পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, বদর সাহেব ও মজলিস সাহেব নামক দুই ফকিরের সমাধি, বর্ধমান মহারাজার গঙ্গাবাসের জন্য নির্মিত প্রাসাদ, ১০৯টি শিবমন্দির। কালনার নিকটবর্তী অম্বিকা গ্রাম বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। **কাটোয়া**—মহকুমা শহর ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। মুর্শিদকুলি খাঁ নির্মিত বড় একটি মসজিদ আছে। কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ স্থান।

নদ-নদীঃ দামোদর, ভাগীরথী, অজয় ও বরাকর।

॥ বীরভূম ॥

সীমাঃ উত্তরে ও পশ্চিমে বিহার রাজ্য ; দক্ষিণে বর্ধমান জেলা, পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার অংশবিশেষ।

আয়তনঃ ৪,৫৫০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যাঃ ২০,৯৪,৭৫৬।

মহকুমাঃ ৩টি—সিউড়ি, রামপুরহাট, বোলপুর।

সদর শহরঃ সিউড়ি।

প্রসিদ্ধ স্থানঃ **সিউড়ি**—ময়ুরাক্ষী নদী-তীরবর্তী এই শহরটি স্বাস্থ্যকর। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এখানকার উৎকৃষ্ট মোরব্বা

ও নানা-রকমের কাঠের জিনিস জনপ্রিয়। দর্শনীয়ঃ সোনাতোড় মহল্লার কারুকার্যখচিত রাসমঞ্চ। এখান থেকে বাসযোগে বিহার সীমান্তে অবস্থিত 'ময়ূরাক্ষী জলাধার বাঁধ' দেখতে যাওয়া যায়। পথে পড়ে ময়ূরাক্ষী নদীর উপরে নির্মিত সেতু-বাঁধ 'তিলপাড়া-ব্যারাজ'। **বক্রেশ্বর**—প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান। মহাশ্মশানের উপর দেবী মহিষমর্দিনীর মহাপীঠ অবস্থিত। কয়েকটি গরম জলের ফোয়ারা আছে ও পর্যটন কেন্দ্র। **শান্তিনিকেতন**—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়িত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এখানে। দর্শনীয় মিউজিয়ম, পাঠভবন, শিক্ষা ভবন, কলাভবন, গ্রন্থভবন, বিনয়ভবন এবং রবীন্দ্রনাথের বাসভবন উত্তরায়ণ। নিকটস্থ সুরুল গ্রামে আদর্শ পল্লীগঠন, কুটিরশিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র 'শ্রীনিকেতন' অবস্থিত। বর্তমানে বোলপুর একটি মহকুমা হয়েছে। **ইলামবাজার**—অজয় নদের তীরবর্তী এই স্থানটি গালা ও লাক্ষা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **কেন্দুবিল্ব**—(কেঁদুলি)—'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান। মকর-সংক্রান্তিতে এখানে 'জয়দেব মেলা' নামে একটি বড় মেলা বসে। **রামপুরহাট**—মহকুমা-শহর। দর্শনীয়ঃ লালপাহাড়ী নামক পাহাড়, তারাপীঠ নামক যোগাশ্রম, তারাদেবীর মন্দির। **নলহাটি**—রামপুরহাটের একটি থানা ও বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর ও জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। দর্শনীয়ঃ ললাটেশ্বরী দেবীর মন্দির, নল রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। **দুবরাজপুর**—সিউড়ি মহকুমার বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার বেলেপাথর প্রসিদ্ধ। দর্শনীয়ঃ অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির, সন্তান দীঘি, দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির। **লাভপুর**—এখানকার 'ফুল্লরা মন্দির' অন্যতম দর্শনীয় স্থান। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। **নানুর**—১৪-শতব্দীর বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা।

নদ-নদীঃ ময়ূরাক্ষী, অজয়, দ্বারকা, বক্রেশ্বর, কোপাই চন্দ্রভাগা প্রভৃতি।

॥ পুরুলিয়া ॥

সীমা ঃ উত্তর বর্ধমান জেলা ও বিহার রাজ্য ; দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিহার রাজ্য ; পূর্বে বাঁকুড়া জেলা।

আয়তন ঃ ৬,২৬৯ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা ঃ ১৮,৫৫,৪২৯।

মহকুমা ঃ ১টি—পুরুলিয়া।

সদর শহর ঃ পুরুলিয়া।

প্রসিদ্ধ স্থান ঃ পুরুলিয়া—এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা কর্ণ-সুবর্ণের সদর-দপ্তর ও রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। এখানকার 'রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ' ও 'সৈনিক স্কুল' বিখ্যাত। **ঝালদা**—লোহার তৈরি জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ। **বলরামপুর**—লাক্ষাশিল্প ও গালার তৈরি জিনিসের জন্য এই জায়গার খ্যাতি আছে। **রঘুনাথপুর**—তসরের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। **আদ্রা**—দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের একটি জংশন স্টেশন।

দ্রষ্টব্য ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলার 'ছো'নাচ বা 'ছৌ'নাচ আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছে।

নদ-নদী ঃ কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর, ঝালদা, টুর্গা, দামোদর প্রভৃতি।

॥ মেদিনীপুর ॥

সীমা ঃ উত্তরে হুগলী ও বাঁকুড়া জেলা ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; পূর্বে হুগলী ও হাওড়া জেলা ; পশ্চিমে উড়িষ্যা রাজ্য ও বিহারের অংশ বিশেষ।

আয়তন ঃ ১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা ঃ ৬৭,২৩,৮৬০।

মহকুমা ঃ ৫টি—মেদিনীপুর, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম।

সদর শহর ঃ মেদিনীপুর—কাঁসাই নদীর তীরবর্তী এই শহর খুবই প্রাচীন। **দর্শনীয় ঃ** প্রস্তরনির্মিত প্রাচীন দুর্গ, 'গোপ' পাহাড় ও সেই

পাহাড়ের উপর নাড়াজোলের রাজার প্রাসাদভবন, হজরত পীর লোহানির সমাধি, অনেকগুলি হিন্দু মন্দির, মাতঙ্গিনী হাজরার স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি। অল্পদিন হল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। **তমলুক**— মহকুমা-শহর ও প্রাচীনতম স্থান। তমলুকের প্রাচীন নাম 'তাম্রলিপ্ত'। দর্শনীয়ঃ বর্গভীমা দেবীর মন্দির ও শ্রীচৈতন্য মন্দির। **খড়গপুর**— দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের একটি কারখানা এখানে আছে। রেল-স্টেশনের প্লাটফর্ম খুবই দীর্ঘ। **কাঁথি**—মহকুমা শহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখান থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র আট কিলোমিটার। সমুদ্রতীরে জুনপুট ও দীঘা নামে দুটি পর্যটন কেন্দ্র আছে। **দীঘা**—দীঘার সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর অতি মনোরম। অবকাশ যাপনের জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন। **ঘাটাল**—শিলাই নদীর-তীরবর্তী এই মহকুমা-শহরটি মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। সুতী ও তসরের কাপড়-চোপড়, কাঁসার বাসনপত্র ও মাটির তৈরি জিনিস এখানকার প্রধান কুটিরশিল্প। **ঝাড়গ্রাম**—মহকুমা শহর। এখানে প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজ-বংশধরদের বাস। দর্শনীয়ঃ সাবিত্রী দেবীর মন্দির, কৃষি মহাবিদ্যালয়। **হিজলী**—প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দর। ইংরেজ আমলে এখানে একটি বন্দীনিবাস গড়ে ওঠে এবং সেখানে ভারতীয় রাজনীতিক বন্দীদের আটক করে রাখা হ'ত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শহিদ-স্মৃতি আছে এখানে। সেখানে এখন ভারতের একটি বিরাট কারিগরী মহাবিদ্যালয় (আই. আই. টি) গড়ে উঠেছে। **পাঁশকুড়া**—প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকেই যাওয়া যায় বর্তমানকালের বিখ্যাত 'হলদিয়া' বন্দরে। **হলদিয়া**—আধুনিক কালে এই জায়গায় একটি জাহাজ বন্দর গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে নানা রকমের শিল্প-সংস্থাও স্থাপিত হচ্ছে একে একে। **মহিষাদল**—তমলুক মহকুমার অন্তর্গত এই জায়গায় প্রাচীন এক জমিদার বংশের বাস। পরিখাবেষ্টিত তাঁদের প্রাসাদভবনটি দেখতে খুবই সুন্দর। তাঁদের সতেরো চূড়াবিশিষ্ট একটি বড় জগন্নাথের রথ আছে। রথযাত্রার সময় সেই রথ টানা

হয় এবং বহু লোকের সমাবেশ ঘটে। **চন্দ্রকোনা**—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি প্রাচীন জায়গা। দর্শনীয়ঃ চন্দ্রকেতু রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, লালজীউ, রঘুনাথজীউ ও কামেশ্বর মহাজেবের মন্দির। কাঁসা-পিতলের বাসনপত্রের জন্য এই জায়গার খ্যাতি আছে। **বীরসিংহ**—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরজন্মস্থানরূপে বিখ্যাত।

নদ-নদী ঃ রূপনারায়ণ, শিলাল, কাঁসাই (কংসাবতী), কেলেঘাই, রসুলপুর ও সুবর্ণরেখা।

(খ) কলিকাতার কথা

১। কলিকাতা নগরী কে কবে পত্তন করেন ?

উঃ ইংরেজ কুঠিয়াল জোব চার্নক, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

২। কোন্ কোন্ গ্রাম নিয়ে কলিকাতা নগরী পত্তন হয়েছিল ?

উঃ সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর।

৩। কলিকাতা কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত ?

উঃ হুগলী নদীর তীরে।

৪। কলিকাতা নগরীর পৌর এলাকার বর্তমান আয়ন কত ?

উঃ ৩৮২২ বর্গ কিলোমিটার। অধুনা যাদবপুর, দক্ষিণ শহরতলী ও গার্ডেনরীচ পৌরসভাও যোগ হয়ে নাম হয়েছে কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশন।

৫। কলিকাতা মেট্রোপলিটান জেলা (বা বৃহত্তর কলিকাতা) বলিতে কী বোঝায় ?

উঃ কলিকাতা মিঃ করপোরেশন, হাওড়া করপোরেশন, চন্দননগর করপোরেশন এবং হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ৩৩টি পৌরসভা ও পৌরসভা-বহির্ভূত ৩৭টি এলাকা নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে কলিকাতা মেট্রোপলিটান জেলা (বা বৃহত্তম কলিকাতা) বোঝায়।

৬। বৃহত্তর কলিকাতার আয়তন কত ?

উঃ ৫১০ বর্গ কিলোমিটার।

৭। কলিকাতা নগরীর চতুঃসীমা কী ?

উঃ পশ্চিমে হুগলী নদী, অপর তিনদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলা।

৮। কলিকাতা করপোরেশনের জনক কাকে বলা হয় এবং কেন?

উঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কেননা তদানীন্তন বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে, তাঁর চেষ্টাতেই ১৯২৩ সালে কলিকাতার জন্য নতুন মিউনিসিপ্যাল আইন পাস হয়েছিল।

৯। কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম বাঙালী মেয়র কে হন এবং কত সালে?

উঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ১৯২৪ সালে।

১০। কলিকাতা করপোরেশন কী?

উঃ কলিকাতা শহরের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

১১। কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কাজ কী?

উঃ শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ।

১২। কলিকাতার প্রথম নাগরিক কে?

উঃ কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান অর্থাৎ মেয়র।

১৩। কলিকাতা করপোরেশনের নির্বাচিত সদস্যদের কী নামে অভিহিত করা হয়?

উঃ 'কাউন্সিলর' নামে। নতুন তিনটি পৌরসভা নিয়ে নতুন নাম হয়েছে কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশন। ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে কমল বসুর নেতৃত্বে মেয়র ইন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

১৪। কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তাকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

উঃ 'কমিশনার' নামে (পূর্বে বলা হত 'চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার')।

৩

১৫। কলিকাতার প্রসিদ্ধির কারণ কী ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ বন্দর এবং ভারতের বৃহত্তম নগরী বলে।

১৬। কলিকাতায় কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং কী কী ?

উঃ তিনটি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি।

১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ভাইস-চ্যান্সেলর (বা উপাচার্য) কে ছিলেন ?

উঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (বা গ্রাজুয়েট) কে ?

উঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

২০। কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী বর্তমান সেতুর নাম কী ?

উঃ রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ব্রীজ)।

২১। কলিকাতা শহরের দক্ষিণে যে হ্রদ বা লেক আছে, তার নাম কী ?

উঃ রবীন্দ্র সরোবর (ঢাকুরিয়া লেক)।

২২। কলিকাতা শহরের উত্তর-পূর্বে যে হ্রদ বা লেক আছে, তার নাম কি ?

উঃ সুভাষ সরোবর।

২৩। কলিকাতার বৃহত্তম পানীয় জলের আধারের নাম কী ?

উঃ টালার ট্যাঙ্ক (উত্তর কলিকাতায় অবস্থিত)।

২৪। কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দির কোন্‌টি ?

উঃ কালীঘাটের কালীমন্দির।

২৫। কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মসজিদ্ কোন্‌টি ?

উঃ নাখোদা মসজিদ।

২৬। কলিকাতার সবচেয়ে উঁচু ও গুরুত্বপূর্ণ গীর্জা কোন্‌টি ?

উঃ সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রেল।

২৭। কলিকাতার সবচেয়ে খ্যাতনামা জৈন-মন্দির কোন্‌টি ?

উঃ পরেশনাথ মন্দির।

২৮। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার কোন্‌টি ?

উঃ শ্রীধর্মরাজিকা বিহার।

২৯। কলিকাতার প্রসিদ্ধ পার্শী-মন্দির কোন্‌টি ?

উঃ এজরা স্ট্রীটে অবস্থিত পার্শীদের অগ্নিমন্দির (আগিয়ারী)।

৩০। কলিকাতার সবচেয়ে নামকরা শিখ-মন্দির কোন্‌টি ?

উঃ কালীঘাটের শিখ গুরুদ্বার।

৩১। কলিকাতায় যে পাতাল-রেলপথ তৈরি হচ্ছে তা কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হবে ? সেই পথের মোট দৈর্ঘ্য হবে কত ?

উঃ শুরু হয়েছে দমদম থেকে, শেষ হবে টালিগঞ্জে। সেই পথের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৬·৪৩ কিলোমিটার।

৩২। কলিকাতার দুর্গের নাম কি ? কেন ঐ নাম ?

উঃ কলিকাতার দুর্গের নাম 'ফোর্ট উইলিয়ম'। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে স্থাপিত হয়েছিল ব'লে এই নাম রাখা হয়।

৩৩। কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কোন্‌টি ?

উঃ হগ মার্কেট (চলতি নাম 'নিউ মার্কেট')।

৩৪। কলিকাতার কোন্ ভবনটিতে পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্যের সদর দপ্তর অবস্থিত ?

উঃ 'রাইটার্স বিল্ডিংস্' নামক ভবন, বর্তমান নাম মহাকরণ।

৩৫। কলিকাতার উত্তরাংশে যে উপনগরটি গড়ে উঠেছে তার নাম কী ? কার চেষ্টায় এটি গ'ড়ে ওঠে ?

উঃ উপনগরটির নাম 'বিধাননগর' (সণ্টলেক সিটি)। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় এটি গ'ড়ে ওঠে।

৩৬। কলিকাতার যে মাঠে 'টেস্ট ক্রিকেট' অনুষ্ঠিত হয় তার নাম কী?

উঃ রণজী স্টেডিয়াম।

৩৭। কলিকাতায় সবচেয়ে বড়ো ক্রীড়াঙ্গন কোন্‌টি ও কোথায়?

উঃ বিধাননগরে অবস্থিত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এশিয়ার মধ্যে সর্ব বৃহৎ। প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার আসন আছে বর্তমানে।

৩৮। কার মোটর গাড়িতে কোন নম্বর নাই?

উঃ রাজ্যপালের।

৩৯। মধ্য কলিকাতায় ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির কোথায়?

উঃ বিধান সরণীতে।

৪০। কলিকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাড়ী কোথায়?

উঃ রবীন্দ্র সরণীতে (জোড়াসাঁকো)।

৪১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত।

উঃ কলেজ স্ট্রীটে।

———

কলিকাতা ও তার আশেপাশের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কালীঘাটের কালীমন্দির—এই মন্দির ভারতের এক বিশিষ্ট হিন্দু তীর্থ। এটি কালীমাতার ৫১ মহাপীঠের অন্যতম। বর্তমান মন্দিরটি ১৮০৯ সালে স্থাপিত হয়। বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের শিবদেব রায়-চৌধুরীর (সন্তোষ রায়চৌধুরী নামে পরিচিত) অর্থে মন্দিরের কাজ শুরু হয় এবং সমাপ্ত হয় তাঁর ছেলে রামলাল ও ভাইপো লক্ষ্মীকান্তের চেষ্টায় ১৮০৯ সালে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল—ব্রিটিশ-ভারতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থে, তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের উদ্যোগে মার্বল-পাথরে নির্মিত এই স্মৃতি-সৌধটি রয়েছে গড়ের মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবিস্তৃত মনোরম এক উদ্যানে পরিবেষ্টিত হয়ে। ১৯০৪ সালে এই ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৯৩৫ সালে। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন ভিক্টোরিয়ার পৌত্র ডিউক অব উইণ্ডসর। এই ভবনের ২৫টি গ্যালারিতে দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক বহু চিত্র, ভাস্কর্য, পাণ্ডুলিপি, যুদ্ধাস্ত্র, পদক ও মুদ্রা প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে এখানে বহু জাতীয় নেতারও চিত্র রাখা হয়েছে।

যাদুঘর—(মিউজিয়াম)—জওহরলাল নেহেরু রোডের উপরে অবস্থিত ভারতীয় জাদুঘর (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম)। নির্মাণ শুরু হয় ১৮৩৬ সালে। উদ্বোধন হয় ১৮৪০ সালে। এখানে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার বহুবিধ প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। সেগুলির মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহগুলি যেমন প্রাচীন, তেমনি মূল্যবান। বহু প্রাচীন কালের জীবজন্তুর কঙ্কাল, শিল্পবস্তু ও অন্যান্য বহু বিচিত্র প্রাচীন জিনিস এখানে আছে।

চিড়িয়াখানা—আলিপুরের এই চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৫ সালে। বাংলার তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল-

এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উদ্বোধন করেন ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস (পরবর্তীকালের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড)। ৪৩ একরেরও বেশী জমিতে বিস্তৃত এই চিড়িয়াখানায় দেশবিদেশের নানারকম পশু, পাখি, সরীসৃপ প্রভৃতি আছে।

ইডেন গার্ডেন—ময়দানের উত্তর-পশ্চিমে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত এই মনোরম উদ্যানটি লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মিসেস ইডেনের উদ্যোগে ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সুন্দর সুন্দর জলাশয়, পুষ্পকুঞ্জ, তরুবীথিকা প্রভৃতি আছে। ব্রহ্মদেশীয় একটি প্যাগোডা (১৮৫৪ সালের) এখানকার বিশেষ আকর্ষণ। সাম্প্রতিক কালে এই উদ্যানের একাংশে নির্মিত হয়েছে 'নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম'। তাছাড়া আছে 'ক্ষুদিরাম ইনডোর স্টেডিয়াম', 'আকাশবাণী ভবন' ও ক্রিকেট খেলার জন্য বিখ্যাত 'রণজী স্টেডিয়াম'।

চার্ণক স্মৃতি সৌধ—কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ও তাঁর স্ত্রীর সমাধির উপরে নির্মিত এই স্মৃতি-সৌধটি রয়েছে সেন্ট জন গীর্জার প্রাঙ্গণে। কলিকাতা শহরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন স্মৃতিসৌধ।

পরেশনাথের মন্দির—বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে অবস্থিত এই জৈন মন্দিরটি বিবিধ বর্ণের পাথর ও কাচ দ্বারা সুসজ্জিত। মন্দির সংলগ্ন উদ্যানটিও মনোরম। মন্দিরে আছে জৈন তীর্থঙ্কর শীতলানাথজীর মূর্তি।

বসু বিজ্ঞান মন্দির—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই বিজ্ঞানমন্দিরটি। এই বিজ্ঞানমন্দিরটি ছিল তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার ভবনটি প্রাচ্য স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত এবং বক্তৃতা-কক্ষটির ভিতরকার প্রাচীর ও ছাদে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। জগদীশচন্দ্রের ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র এখনও সংরক্ষিত আছে এই ভবনে।

রবীন্দ্রভবন—জোড়াসাঁকোয় অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক

বাসভবন কলিকাতার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। যে-কক্ষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই কক্ষে এবং অন্যান্য কয়েকটি কক্ষে কবিগুরুর স্মৃতি-বিজড়িত কিছু কিছু জিনিস রাখা আছে। এই ভবনের সম্মুখেই দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে নির্মিত হয়েছে 'রবীন্দ্র ভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় ভবন।

মার্বেল প্যালেস—চোরবাগান অঞ্চলে অবস্থিত, বিখ্যাত ধনী ও মহৎপ্রাণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের এই সুরম্য অট্টালিকা, শ্বেতপাথরে নির্মিত অপূর্বসুন্দর চিত্রাবলী, ভাস্কর্য ও আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। এই ভবনটি রয়েছে এক বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে। ছোটো একটি চিড়িয়াখানাও আছে এখানে।

মহাজাতি সদন—চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর উপরে অবস্থিত এই সুরম্য ভবনটির পরিকল্পনা করেন দেশগৌরব জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৯ সালে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯৫৮ সালে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই ভবনের উদ্বোধন করেন। এখানে একটি প্রেক্ষাগৃহ, একটি গ্রন্থাগার এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু স্মরণীয় ব্যক্তি ও শহীদের তৈলচিত্র আছে।

রাজভবন—গভর্নরের বাসভবন হিসেবে কলিকাতার এই সুরম্য প্রাসাদটি নির্মিত হয় ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল মার্কুইস অব ওয়েলেসলীর উদ্যোগে। নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে, শেষ হয় ১৮০৩ সালে। কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল বলে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ভাইসরয় তথা গভর্নর-জেনারেলরাই এই প্রাসাদে থাকতেন, তারপর থেকে এটি বাংলার গভর্নরদের বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে এর নতুন নাম হয় রাজভবন। তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালেরা এখানে বাস করছেন। এই ভবনের গঠনরীতি, উত্তর দিককার সিঁড়ি, গম্বুজ ও সংলগ্ন উদ্যান বিশেষ আকর্ষণীয়।

জাতীয় গ্রন্থাগার—আলিপুরের 'বেলভেডিয়ার প্রাসাদ'-ভবনে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিটি ভারতের সর্বাপেক্ষা

বৃহৎ সরকারী গ্রন্থাগার ; এখানে বহু প্রাচীন গ্রন্থ, দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদপত্র এ-সব তো আছেই, তাছাড়া আছে ভারতীয় সকল ভাষায় অগণিত গ্রন্থ। ১৮০৩ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাংলার গভর্নরগণ এই 'বেলভেডিয়ার প্রাসাদে' থাকতেন। তারপর দিল্লী থেকে গভর্নর-জেনারেলরা কলিকাতায় এলে, এই ভবনে অবস্থান করতেন। পরে এখানে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' স্থানান্তরিত হয়।

নিউ মার্কেট—১৮৭১ সালে নিউ মার্কেটের নির্মাণকাজ শুরু হয় ২৫ কাঠা জমির উপর, শেষ হয় ১৮৭৪ সালে। সে সময় কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার ছিলেন স্যার স্টুয়ার্ট হগ। তিনি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই এই সুসজ্জিত বাজারটির নাম হয় 'হগ মার্কেট'। পরে বাজারটির পূর্বদিকে আরও বিস্তৃত হয়। এখানকার বাজারে দু-হাজারেরও বেশী দোকান আছে এবং প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জিনিসই এখানে পাওয়া যায়।

টালার ট্যাঙ্ক—পানীয় জলের এই সুবৃহৎ জলাধারটি নির্মিত হয় ১৯১১ সালে। মাটি থেকে ৩৩ মিটার উঁচু। এর প্রত্যেক দিক ৯৬ মিটার লম্বা ও ৫ মিটার গভীর। এই জলাধারে ৪০৯ লক্ষ লিটার জল ধরে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য এশিয়ার মধ্যে এত বড় জলাধার আর নেই।

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম—কলিকাতা ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের পূর্বদিকে অবস্থিত এই 'তারামণ্ডল'-গৃহটি একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। এখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের গ্রহতারা নিরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন—কলিকাতা হাইকোর্টের নিকটবর্তী চাঁদপাল ঘাট থেকে জলযানে বা হাওড়া থেকে মোটরযানে হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর অঞ্চলে অবস্থিত এই উদ্ভিদ-উদ্যানে যাওয়া যায়। হুগলী নদীর ঠিক উপরেই ২৭২ একর জমির উপর এই মনোরম ও বৃহৎ উদ্যানটি অবস্থিত। ১৮৭৬ সালে এঞ্জিনীয়ার কর্নেল কিড্ এর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষ ও লতার নমুনা আছে।

এই উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ এখানকার অর্কিড হাউসগুলি এবং প্রায় দু'শ বছরের প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষটি।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী—কলিকাতার উত্তরে গঙ্গা বা হুগলী নদীর পূর্ব তীরে দক্ষিণেশ্বরে সুবিখ্যাত ভবতারিণী কালীমন্দিরটি অবস্থিত। দ্বাদশ শিবমন্দির যুক্ত সুউচ্চ এই কালীবাড়িটির প্রতিষ্ঠাতা কলিকাতা জানবাজারের পুণ্যশীলা রানী রাসমণি। কালীসাধক মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনপীঠ হিসেবে এই কালীবাড়ি এখন সর্ব ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কালীবাড়ীটির গঠনশৈলীও মনোরম।

বেলুড় মঠ— গঙ্গা বা হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 'বেলুড় মঠ' একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। কলিকাতা থেকে এই জায়গার দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এখানে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এখানে মঠের সন্ন্যাসীদের থাকবার ব্যবস্থাও আছে। এখানে সুবৃহৎ ও প্রস্তরনির্মিত অতি সুন্দর যে মন্দিরটি আছে, তার মধ্যে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের একটি সুন্দর মর্মর মূর্তি। মন্দিরের কাছেই স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরটি অবস্থিত।

[গ] বাংলা ও বাঙালীদের কথা

১। স্বাধীনতার আগে বঙ্গদেশ বলতে কোন্ দেশকে বোঝাত?

উঃ ভারতের অন্তর্গত এখানকার 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'বাংলাদেশ' (পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্বেকার পূর্ব পাকিস্তান) নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের মিলিত রূপ।

২। বঙ্গদেশ নামটি কী করে হয়েছিল?

উঃ পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষে 'বলি' নামে এক রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে ছিল তাঁর পাঁচ ছেলে। মৃত্যুকালে 'বলি' তাঁর রাজ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ ক'রে সেই পাঁচ ছেলেকে

দিয়ে যান। রাজ্যের যে-ভাগটি তাঁর পুত্র বঙ্গের ভাগে পড়ে, তার নাম হয় বঙ্গদেশ।

৩। প্রাচীনকালের বঙ্গদেশের কয়েকজন বিখ্যাত রাজার নাম কর।

উঃ শশাঙ্ক, গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, আদিশূর, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি।

৪। বঙ্গদেশে কোন্ রাজা কাণ্বকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে এনেছিলেন?

উঃ রাজা আদিশূর।

৫। বঙ্গদেশে প্রথমে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কাণ্বকুব্জ থেকে আনা হয়েছিল তাঁদের নাম কি?

উঃ শ্রীহট্ট, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দাড় ও বেদগর্ভ।

৬। বঙ্গদেশে প্রথম যে পাঁচজন কায়স্থকে কাণ্বকুব্জ থেকে আনা হয়েছিল, তাঁদের নাম কি?

উঃ দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র আর পুরুষোত্তম দত্ত।

৭। বঙ্গদেশে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তক কে?

উঃ রাজা বল্লাল সেন।

৮। বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন কে করেন?

উঃ তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ।

৯। বঙ্গদেশে 'বারভুঁইঞা' কাদের বলা হত? কোন্ আমলে?

উঃ বারজন স্বাধীন জমিদারকে। মোগল আমলে।

১০। বঙ্গদেশের বারভুঁইঞার নাম কর।

উঃ (১) যশোহরের প্রতাপাদিত্য; (২) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ; (৩) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য; (৪) ভূষণার কেদার রায়; (৫) বিক্রমপুরের চাঁদ রায়; (৬) ঢাকার ঈশা খাঁ; (৭) ভাওয়ালের ফজল গাজী; (৮) চাঁদপ্রতাপের চাঁদ গাজী; (৯) পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর; (১০) তাহেরপুরের কংসনারায়ণ; (১১) দিনাজপুরের গণেশ ভাদুড়ী; (১২) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল্ল।

১১। বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের গোড়াপত্তন কে করেন ?

উঃ। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী।

১২। বঙ্গদেশে ইংরেজরা কবে আসে ?

উঃ। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।

১৩। বঙ্গদেশে ইংরেজরা কার কাছ থেকে বাণিজ্য করবার অনুমতি নেয় এবং সর্বপ্রথম কোথায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে ?

উঃ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা শাহ সুজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা সর্বপ্রথম হুগলীতে তাদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে।

১৪। 'বঙ্গভঙ্গ' বলতে কি বোঝায় ? প্রথম কবে বঙ্গভঙ্গ হয় ?

উঃ রাষ্ট্রনীতিক কারণে বঙ্গদেশকে দু'ভাগে ভাগ করাকে বলা হয় 'বঙ্গভঙ্গ'। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভারতের তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেলের এক ঘোষণায় বঙ্গদেশকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

১৫। প্রথম 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হয় কী জন্য এবং কবে ?

উঃ বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় সারা দেশে 'বঙ্গভঙ্গ-রদ' নামে যে বিরাট স্বদেশী আন্দোলন দেখা দেয় তার জন্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

১৬। বঙ্গদেশ আবার কবে বিভক্ত হয় ? সেই সময় ভাগের কী নাম হয় ?

উঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, সেই সময় বঙ্গদেশ আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়। বঙ্গদেশের যে অংশ ভারতের মধ্যে থাকে তার নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ ; আর যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার নাম হয় পূর্ব-পাকিস্তান।

১৭। বঙ্গদেশে কোন্ সময় এবং কার রাজত্বকালে ডাকঘরের প্রচলন হয়।

উঃ ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শের শাহের রাজত্বকালে।

১৮। বঙ্গদেশে প্রথম কবে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং কোথা থেকে কোথায় টেলিগ্রাফ-লাইন বসে ?

উঃ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত।

১৯। বঙ্গদেশে কবে রেলপথ স্থাপিত হয় এবং কোথা থেকে কতদূর পর্যন্ত ?

উঃ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট, হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত।

২০। বঙ্গদেশে কবে স্টীমার-পথ প্রবর্তিত হয় এবং কোথা থেকে কোথায় স্টীমার চলাচল করে।

উঃ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত স্টিমার চলাচল করে।

২১। বঙ্গদেশে ট্রামগাড়ির প্রবর্তন হয় করে এবং কোথায় ? সেই ট্রামগাড়ি কিভাবে চলত ?

উঃ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতায়। সেই ট্রামগাড়ি রাস্তায় পাতা লাইনের উপর দিয়ে ঘোড়ার সাহায্যে চলত।

২২। বঙ্গদেশে কবে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে এবং কোথায় ?

উঃ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে, কলিকাতায়।

২৩। বঙ্গদেশে বৈদ্যুতিকট্রাম গাড়ির প্রচলন হয় কবে ?

উঃ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর।

২৪। বঙ্গদেশে কোন্ সালে এবং কোথায় প্রথম টেলিফোন চালু হয়।

উঃ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায়।

২৫। বঙ্গদেশের বিদ্যালয়ে কবে থেকে ইংরেজী-শিক্ষার সূত্রপাত হয় ?

উঃ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

২৬। 'বাংলা' কথাটি কিভাবে এল ?

উঃ 'বাঙ্গালা শব্দ থেকে 'বাঙ্গলা', তা থেকেই 'বাংলা'।

২৭। বাংলা ভাষার উৎপত্তি হল কেমন ক'রে ?

উঃ সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল মাগধী প্রাকৃত ভাষা, তা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

২৮। বাংলা হরফের উৎপত্তি হয় কোন্ লিপি থেকে ?

উঃ সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে যে ব্রাহ্মী লিপি বা হরফের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেই কালক্রমে বাংলা হরফের উৎপত্তি হয়।

২৯। বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম রূপটি কিসে পাওয়া যায়?

উঃ হাজার বছরেরও বেশী পুরানো বাংলা ভাষার রূপ দেখা যায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের পদাবলীতে, যাকে এককথায় বলা হয় চর্যাপদাবলী।

৩০। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্য কোন্‌টি?

উঃ কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ (সংক্ষেপে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ)।

৩১। বাংলা ভাষায় কোন্ বইটি সর্বপ্রথম ছাপা হয়, এবং কবে?

উঃ হ্যালহেড্ সাহেবের লেখা 'বাংলা ব্যাকরণ', ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।

৩২। বাংলা হরফের প্রথম ছাপাখানা কে, কবে এবং কোথায় স্থাপন করেন।

উঃ পাদ্‌রি উইলকিন্স সাহেব। মনোহর দাস ও পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায়, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, হুগলী জেলাতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা স্থাপন করেন।

৩৩। রোমান্ হরফে (অর্থাৎ ইংরেজী হরফে) ছাপা প্রথম বাংলা বইয়ের নাম কি? সেটি কে লেখেন এবং কবে ও কোথায় ছাপা হয়?

উঃ 'কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ'। সেটি লেখেন এক পর্তুগীজ পাদরি, তাঁর নাম—মানুএল্ দ্য আস্‌সম্পাসাঁও। বইটি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন্ শহরে ছাপা হয়।

৩৪। বাংলা দেশের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার কোন্‌টি? সেটি কবে, কোথায় ও কার উদ্যোগে স্থাপিত হয়?

উঃ 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী'। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট কলিকাতার মেট্‌কাফ হলে স্যার জন পিটারের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারত সরকার এই লাইব্রেরী 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' নামে পরিচালনা করেন। বর্তমানে সেটি হল কলিকাতায় 'বেলভেডিয়ার' ভবনে স্থানান্তরিত 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'।

৩৫। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গদ্যগ্রন্থের নাম কি? সেটি কে লেখেন?

উঃ 'প্রতাপাদিত্য চরিত'; রচয়িতা—রামরাম বসু।

৩৬। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম কি? সেটি কে লেখেন?

উঃ 'আলালের ঘরের দুলাল'; রচয়িতা—'টেকচাঁদ ঠাকুর। ('টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র এই উপন্যাসটির রচয়িতা)।

৩৭। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটকের নাম কি? সেটি কে লেখেন?

উঃ 'কুলীনকুলসর্বস্ব'; রচয়িতা—রামনারায়ণ তর্ক রত্ন।

৩৮। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি? সেটি কবে এবং কোথা থেকে প্রকাশিত হয়।

উঃ 'বাঙ্গলা গেজেট' (বা 'বেঙ্গল গেজেট')। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে, শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। (এর সপ্তাহ-খানেক পরেই প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ')।

৩৯। বাংলা মাসিক পত্রের মধ্যে কোন্‌টি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং কবে।

উঃ 'দিগ্‌দর্শন'। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪০। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা কোন্‌টি? কোন্ সালে, কার সম্পাদনায় সেটি প্রকাশিত হয়?

উঃ 'বঙ্গদর্শন'। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

৪১। বাংলা পাক্ষিক-পত্রিকার মধ্যে কোন্‌টি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং কবে?

উঃ 'বালকবন্ধু'। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪২। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম শিশুদের মাসিক পত্রিকা কোন্‌টি? কোন্ সালে কার সম্পাদনায় সেটি প্রকাশিত হয়?

উঃ 'সখা'। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

৪৩। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কিশোরদের উপযোগী প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের নাম কি ? কবে প্রকাশিত হয়, কার সম্পাদনায় ?

উঃ 'কিশোর'। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

৪৪। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর (বা অমিতাক্ষর) ছন্দের প্রবর্তক কে ?

উঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৪৫। বঙ্গদেশের প্রথম মানচিত্র কে এবং কবে আঁকেন ?

উঃ মেজর জেম্‌স রেন্‌ল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের প্রথম মানচিত্র আঁকেন।

৪৬। বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় কবে, কোথায় এবং কার উদ্যোগে ? সেই নাটকের নাম কি ?

উঃ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার এক রঙ্গমঞ্চে, হেরাসিম লেবেডফ নামক জনৈক রাশিয়ান ভদ্রলোকের উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। দু'টি ইংরেজী নাটক—'ডিজগাইজ' এবং 'লাভ ইজ দি বেষ্ট ডক্টর'-এর বাংলা অনুবাদ।

৪৭। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের প্রবর্তক কে ?

উঃ হীরালাল সেন। (ভারতবর্ষেও তিনিই প্রথম খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্রের সূচনা করেন।)

৪৮। প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রের নাম কি ?

উঃ প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্রের নাম—'নল-দময়ন্তী' (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে); প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্রের নাম—'জমাইষষ্ঠী' (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে)।

৪৯। বাংলাদেশে ফুটবল খেলার প্রচলন কবে থেকে, কোথায় শুরু হয় এবং কাদের উদ্যোগে ?

উঃ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার গড়ের মাঠে, ইংরেজ সৈন্যদের উদ্যোগে।

৫০। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার উদ্যোগে স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে ফুটবল-দল গঠিত হয় ?

উঃ কলিকাতার গড়ের মাঠে ইংরেজ সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখে, হেয়ার স্কুলের ছাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি ফুটবল দল গঠন করেন।

৫১। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোথায় এবং কবে কাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় ?

উঃ কলিকাতায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলা হয় 'ইটোটিয়ান সিভিল সার্ভেন্টিস' এবং কলিকাতার তৎকালীন সাহেব দলের মধ্যে।

[ঘ] যে-সব বাঙালী ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

১। বিলাতে যান—রাজা রামমোহন রায়।

২। 'কে. সি. এস্, আই উপাধি পান—রাধাকান্ত দেব।

৩। বি. এ. পাস করেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

৪। 'আই. সি. এস্' হন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। 'আই. সি. এস্ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন—(স্যার) অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'র‍্যাংলার' হন—আনন্দমোহন বসু। (গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলে এই উপাধি দেওয়া হয়।)

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার (উপাচার্য) হন—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। বিলাতের রয়াল সোসাইটি থেকে 'ডি. এস. সি' উপাধি পান—জগদীশচন্দ্র বসু।

৯। ব্যারিস্টার হন—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

১০। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ. সি. বোনার্জী।)

১১। 'মিলিটারী ক্রশ' লাভ করেন—ডঃ কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

১২। সৈন্যাধ্যক্ষ হন—কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।

১৩। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'লর্ড'-সভার সভ্য হন—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

১৪। 'নোবেল'-পুরস্কার পান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫। প্রাদেশিক গভর্নর হন—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

১৬। হাইকোর্টের বিচারপতি হন—রমাপ্রসাদ রায়।

১৭। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

১৮। হাইকমিশনার নিযুক্ত হন—স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯। এঞ্জিনীয়র হন—নীলমণি মিত্র।

২০। বৈমানিক হয়—ইন্দ্রনাথ রায়।

২১। 'স্যার' উপাধি পান—চন্দ্রমাধব ঘোষ।

২২। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হন—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

২৩। রয়াল আর্টিস্ট সোসাইটির 'ফেলো' হন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪। 'আই. এম্. এস' হন—গুডিভ্ চক্রবর্তী।

২৫। সার্জন-জেনারেল হন—মন্মথনাথ চৌধুরী।

২৬। ডিরেক্টর-জেনারেল অব্ পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ্ হন—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসন্ন রায়।

২৭। 'শেরিফ' হন—দিগম্বর মিত্র।

২৮। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ ফাঁসি হন—ক্ষুদিরাম বসু।

২৯। কারাগারে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন—যতীন্দ্রনাথ দাস।

৩০। কর্পোরেশনের 'মেয়র' হন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

৩১। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন—দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান।

৩২। আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রচার করেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

৩৩। সাইকেলে পৃথিবী পর্যটন করেন—রামনাথ বিশ্বাস।

৩৪। বহির্ভারতে নাটকাভিনয়ের দলনেতা—শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

৩৫। স্বাধীন-ভারতের বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ হন—এরার-মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

৩৬। স্বাধীন-ভারতের নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ হন—ভাইস-অ্যাডমিরাল এ. কে চ্যাটার্জী।

৩৭। পক্ প্রণালী সাঁতরে পার হন—মিহির সেন। (এই মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল, জিব্রালটার প্রণালী, দারদানেলেস প্রণালী, বসফরাস প্রণালী এবং আমেরিকার পানামা খালও সাঁতরে পার হয়েছেন)।

৩৮। ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতারে পার হন—ব্রজেন দাস (বাংলা-দেশী।)

৩৯। নৌকায় আন্দামান পাড়ি দেন—পিনাকী চ্যাটার্জী (তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের লেঃ জর্জ ডিউকও ছিলেন)।

৪০। চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক 'ডক্টরেট' উপাধি পান—সত্যজিৎ রায়।

৪১। হিমালয়ের উচ্চতা আবিষ্কার করেন—রাধানাথ সিকদার।

৪২। কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন—স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৪৩। 'ইক্‌মিক্ কুকার' আবিষ্কার করেন—ইন্দুমাধব মল্লিক।

৪৪। 'নাইট' (স্যার) উপাধি ত্যাগ করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৫। 'আই. সি. এস'-পদ ত্যাগ করেন—সুভাষচন্দ্র বসু।

(ঙ যে-সব বাঙালী মহিলা ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

১। বি. এ. পাস করেন—চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

২। এম. এ. পাস করেন—চন্দ্রমুখী বসু।

৩। চিকিৎসক হন—কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

৪। এম্. বি. পাস করেন—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।

৫। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যা হন—স্বর্ণকুমারী দেবী।

৬। জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হন—সরোজিনী নাইডু।

৭। ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা ক'রে দেশে বিদেশে 'কবি' খ্যাতি অর্জন করেন—তরু দত্ত।

৮। স্বাধীন ভারতে রাজ্যপাল নিযুক্ত হন—সরোজিনী নাইডু (উত্তর-প্রদেশ)।

৯। স্বাধীন ভারতে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন—সুচেতা কৃপালনী (উত্তর-প্রদেশ)।

১০। প্যারাসুটের সাহায্যে এরোপ্লেন থেকে নামেন—গীতা চন্দ্র।

১১। বিদেশের (বার্লিনের) পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী পান—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।

১২। 'মাস্টার অব্ সার্জারি' উপাধি পান—ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়।

১৩। 'পি. আর. এস্' (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ) বৃত্তি পান—বিভা মজুমদার।

১৪। ডি. এস্. সি. ডিগ্রী পান—অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

১৫। বিলাত যান—রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬। উকিল হন—রেজিনা গুহ।

১৭। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হন—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট হন—দুর্বা ব্যানার্জী।

১৯। ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হন—আরতি সাহা।

২০। সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্যে 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' লাভ করেন—আশাপূর্ণা দেবী।

[চ] স্বাধীন ভারতের বাঙালীদের মধ্যে প্রথম

গণ-পরিষদের সহকারী সভাপতী—ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি—বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৪-৫৬ সালে)।

রাজ্যপাল—(অস্থায়ী) স্যার বি. এল্. মিত্র (পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৪৭ সালে); ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী (পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৫১-৫৬ সাল)।

মুখ্যমন্ত্রী—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৯৪৭-৪৮ সাল, পশ্চিমবঙ্গে)।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী (১৯৫৪ সালে)।

ভারতীয় স্থলবাহিনীর প্রধান—জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী (১৯৬২ সালে)।

ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান—ভাইস্-অ্যাড্মিরাল এ. কে. চ্যাটার্জী (১৯৬৬ সালে)।

জাতীয় অধ্যাপক—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস (১৯৫৮ সাল)।

(ছ) বাংলার স্বনামধন্য কয়েকজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ (জন্ম—কলিকাতায়, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, মৃত্যু—কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। পিতা—গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার রীতি নতুন ক'রে প্রবর্তিত করেন। বিখ্যাত চিত্র—'শাজাহানের মৃত্যু', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'কচ ও দেবযানী', 'ভারতমাতা' প্রভৃতি। শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর রচিত বিখ্যাত শিশুসাহিত্য—'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি। শিল্পবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ—'ভারতশিল্প', 'ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ' 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'। ১৯০৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের সহকারী-অধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষ ছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টস'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীঅরবিন্দ : (জন্ম—কলিকাতায়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট। মৃত্যু—পণ্ডিচেরী আশ্রমে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর)। পৃথিবী খ্যাত দার্শনিক ও মহাযোগী। পিতা—কৃষ্ণধন ঘোষ। অরবিন্দ বিলাতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। ভারতে ফিরে এসে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তাঁর সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' স্বদেশী যুগের একখানি বিখ্যাত পত্রিকা ছিল। বাংলার বিপ্লবীদলের কাছে তিনি ছিলেন এক বিরাট অনুপ্রেরণাস্বরূপ। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'বিপ্লববাদী' বলে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান। এর পর তাঁর জীবনে বিরাট এক পরিবর্তন আসে। তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন হন। পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রম স্থাপন করেন এবং দীর্ঘকাল যোগসাধনায় নিযুক্ত থেকে সিদ্ধিলাভ করেন। সারা পৃথিবীতে তাঁর অগণিত ভক্ত আছে। ইংরেজীতে লেখা শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্য এবং গীতার ভাষ্য 'দি লাইফ্ ডিভাইন' গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যেমন পরিচয় আছে, তেমনি আছে রচনা-শক্তির অনন্য-সাধারণ দক্ষতা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ—(জন্ম—কলিকাতায়, ১৮৬৪ খ্রীঃ ২৯শে জুন ; মৃত্যু—১৯২৪ খ্রীঃ ২৫শে মে)। ভারত বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ্। পিতা—ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এম. এ. ডিগ্রী পান এবং প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং নিজের অসামান্য দক্ষতায়, পরে এই উচ্চ আদালতের বিচারপতি ও প্রধান-বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। পর পর চার বছর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে মনোনীত হয়ে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য নানাভাবে অসাধারণ পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

আধুনিক ভারতীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, স্বাদেশিকতা, তেজস্বিতা, ছাত্রবাৎসল্য ও মাতৃভক্তি এই সকল গুণের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। বাংলার গভর্নর লর্ড লিটনকে একখানি তেজস্বিতাপূর্ণ চিঠি লিখে তিনি সেকালে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, সেজন্য লোকমুখে তিনি 'বাংলার বাঘ' বলে অভিহিত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : (জন্ম—মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর; মৃত্যু—১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই)। বাংলার এক মহামনীষী। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে, পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন এবং দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিছুকাল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরূপে কাজ করেন, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। দেশের শিক্ষাবিস্তারে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনে, পাঠ্যপুস্তক ও সঙ্গীত রচনায় তিনি যেমন প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, তেমনি করেছেন সমাজ সংস্কারের কাজে। তিনিই এদেশে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক। তাঁর দানও ছিল অপরিসীম। কত দুঃস্থ ও দরিদ্রকে তিনি যে দান করতেন তার সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর মাতৃভক্তি ও দেশানুরাগও ছিল অতুলনীয়। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তকাবলী : 'বর্ণ-পরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি। আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।

ক্ষুদিরাম বসু :—(জন্ম—মেদিনীপুর জেলার মউবনী গ্রামে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর; মৃত্যু—মজঃফরপুরে, ১৯০৮ খ্রীঃ

১১ই আগস্ট।) বাংলার বিপ্লবী-দলের শহীদ। পিতা—ত্রৈলোক্যনাথ বসু। শৈশবে ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে তাঁর বড়দিদির বাড়িতে



থেকে পড়াশোনা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে এক গুপ্তসমিতি গঠিত হলে, তিনি সেই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময়, কিশোর ক্ষুদিরাম বিলাতী-দ্রব্য বর্জনের কাজে যোগ দিয়ে পুলিসের হাতে নিগৃহীত হন। তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে বিপ্লবী দল তাঁকে প্রফুল্ল চাকী নামে আর একজন বিপ্লবীকর্মীর সঙ্গে মজঃফরপুরে পাঠান অত্যাচারী ইংরেজ প্রশাসক কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তাঁরা কিংসফোর্ড-এর গাড়ি লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সে-গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন অপর দুই ইংরেজ মহিলা। তাঁদের মৃত্যু হয়। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে নির্ভীক কিশোর ক্ষুদিরাম হাসিমুখে মৃত্যুবরণ ক'রে শহীদ হন।

চিত্তরঞ্জন দাশ : (জন্ম—কলিকাতায়, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর ; মৃত্যু—দার্জিলিঙে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (সংক্ষেপে সি. আর. দাশ) সর্বজনশ্রদ্ধেয় দেশনেতা। পিতার নাম—ভুবনমোহন দাশ। আদি নিবাস—ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রাম। চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে দাঁড়িয়ে তিনি যে অসামান্য দক্ষতায় অরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন, তাতে

সারা ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকে তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু দেশসেবায় তিনি তাঁর বিপুল অর্থ ও বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই দান ক'রে যান। তাঁর মতো দাতা ও ত্যাগী বিরল—প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন 'দেশবন্ধু'। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। পরের বছর তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। পরে তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভিতরে 'স্বরাজ দল' গঠিত হয়। তিনি 'ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ ক'রে তাঁর দলের মতবাদ প্রচার করেন। চিত্তরঞ্জন একজন সুকবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম—'সাগরসঙ্গীত', 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি। 'নারায়ণ' নামে তিনি একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র। তাঁর বাসভবনেই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চৈতন্যদেব : (আবির্ভাব—নবদ্বীপে, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দোল পূর্ণিমার দিন ; তিরোভাব—পুরীতে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন। বাংলায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং প্রেম-ভক্তিমূলক বৈষ্ণব মতবাদের প্রবর্তক। পিতা—জগন্নাথ মিশ্র। শৈশবে চৈতন্যদেবের নাম ছিল নিমাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত। তরুণ বয়সে নানা শাস্ত্র পাঠ ক'রে তিনি এক অসামান্য পণ্ডিতে পরিণত হন। নিজে এক চতুষ্পাঠী খুলে কিছুকাল অধ্যাপনায় রত ছিলেন। সেই বয়সেই তাঁর মনে ঈশ্বর-চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। গয়াতে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। তখন থেকে হরিনাম সংকীর্তনে মেতে ওঠেন। ক্রমে তিনি সর্বত্যাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যান। কাটোয়ার কেশব-ভারতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ ক'রে হরিভক্তি তথা বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করেন। জীবনের শেষভাগ তাঁর অতিবাহিত হয় শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে।

জগদীশচন্দ্র বসু ঃ (জন্ম—ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ; মৃত্যু—কলিকাতায়, ১৯৩৭ খ্রীঃ ২৩শে নভেম্বর।) বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। পিতা—ভগবানচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি, পাশ ক'রে কলিকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। বিদ্যুৎ সম্পর্কে তাঁর গবেষণাই তাঁকে দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ করে। তাঁর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার স্বীকার ক'রে নিয়ে বিলাতের রয়াল সোসাইটি তাঁকে 'ডি. এস্. সি' (বিজ্ঞানাচার্য) উপাধিদ্বারা সম্মানিত করে। উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, এই তথ্য তিনিই তাঁর উদ্ভাবিত 'ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করলে, তাঁর খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়। কলিকাতায় তাঁর বাসভবনে যে গবেষণাগার স্থাপন ক'রে যান তা 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' নামে সুপরিচিত। ইংরেজী ও বাংলায় তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা ক'রে গেছেন। 'অব্যক্ত' নামে তাঁর একখানি বাংলা পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ (জন্ম—বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে ; মৃত্যু—বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট)। সুপ্রসিদ্ধ কবি। তাঁর কবিতায় 'বিদ্রোহ' বা বিপ্লবের সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত হওয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈনিক হয়ে তিনি নওসোরা, করাচী ও মেসোপটেমিয়ায় কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই তাঁর সাহিত্য-রচনা শুরু হয়। দেশে ফিরে আসেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। 'বিদ্রোহী' নামক কবিতা লিখে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হন এবং তখন থেকেই তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত। নজরুল ছিলেন সাম্যবাদী চিন্তার ধারক ও পোষক। তাঁর সম্পাদিত 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল' প্রভৃতি পত্রিকা ব্রিটিশ রাজরোষে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্য নজরুল এক বছর

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অজস্র কবিতা ও গান রচনা ক'রে তিনি বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। গায়ক ও সুরকার হিসেবেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলী : (কাব্য) 'অগ্নিবীণা' 'বিষের বাঁশী', 'দোলনচাঁপা', ছায়ানট', (গান ', 'বুলবুল', (উপন্যাস) 'বাঁধনহারা', মৃত্যুক্ষুধা', (ছোটোগল্প) 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', প্রভৃতি। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক গানগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দেশের তরুণদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। শেষজীবনে দুরারোগ্য মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বাক্‌রহিত হয়ে যান।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : (জন্ম—খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ; মৃত্যু—কলিকাতায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন) পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। স্যার পি. সি. রায় নামে অধিক পরিচিত। পিতা—হরিশ্চন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত। কর্মজীবনে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, পরে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ হন। রাসায়নিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. এস. সি, উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ আদর্শই ছিল তাঁর চারিত্রিক বিশেষত্ব। দেশের সেবা এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামক রসায়ন-শিল্পের বিরাট কারখানা। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে তিনি সবসময়ে ত্রাণকার্য সংগঠনে এগিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর অর্জিত সমস্ত অর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান ক'রে যান। বহু ছাত্র ও অনেক দুঃস্থ লোক তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য লাভ করেছে। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' তাঁর লেখা একটি অমূল্য গ্রন্থ।

প্রফুল্ল চাকী : স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। কিংসফোর্ড হত্যার ব্যাপারে ক্ষুদিরামের সহকর্মী ছিলেন। পুলিসের হাতে ধরা

পড়ার পর নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। (জন্ম—১৮৮৮খ্রীঃ মৃত্যু—১৯০৮খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ঃ স্বনামখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ব বিশারদ। এঁর চেষ্টায় কলিকাতায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। (জন্ম—১৮৯৩ খ্রীঃ ; মৃত্যু—১৯৭২ খ্রীঃ)।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরাঙ্গনা। জন্মস্থান চট্টগ্রাম। পুরুষ সৈনিক বেশে দল নিয়ে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের ভিতর হানা দেন। পুলিসের হাতে গেপ্তার এড়াবার জন্য সংগ্রাম স্থলেই বিষপানে আত্মহত্যা করেন। জন্ম—৫ই মে ১৯১১ খ্রীঃ মৃত্যু—২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্ম—২৪ পরগণা জেলার নৈহাটীর কাঁঠালপাড়ায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন ; মৃত্যু—কলিকাতায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল)। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং আদর্শবাদী, দেশভক্ত ও মনিষী। পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-দুজন ছাত্র সর্বপ্রথম বি এ পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। কর্ম-জীবনে তিনি ছিলেন একজন ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট। বাংলা উপন্যাস



-সাহিত্যে ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর দান অতুলনীয়। তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয় কবিতা-রচনার মাধ্যমে। তাঁর 'ললিতা ও মানস' কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। অন্যান্য সুবিখ্যাত উপন্যাস—'কপালকুণ্ডলা' ; 'বিষবৃক্ষ' ; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ; 'দেবী চৌধুরাণী' 'আনন্দমঠ' ; 'সীতারাম' প্রভৃতি। শেষোক্ত উপন্যাস দুটিতে তাঁর অপূর্ব দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'আনন্দমঠ-এর

'বন্দে মাতরম্' গানটি পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত রূপে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিপুল অনুপ্রাণিত করে। বর্তমানে 'বন্দে মাতরম গানটি স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' একখানি অসাধারণ সরস সাহিত্যগ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'লোকরহস্য', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানি সাহিত্য-পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

বিধানচন্দ্র রায়ঃ (জন্ম—পাটনায়, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই, মৃত্যু—কলিকাতায়, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই)। ভারত-বিখ্যাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। পিতা—প্রকাশচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্র বিলেতে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের উচ্চতম পরীক্ষা দিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং অনেক ডিগ্রি পান। দেশে ফিরে চিকিৎসকরূপে তাঁর যেমন খ্যাতি ও প্রসার হয়, তেমনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন (১৯৪২-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। বিধানচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য ও সহকর্মী। রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিরূপেও তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৪৮ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিধানচন্দ্র ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহু জনহিতকর কাজ ক'রে যান।

স্বামী বিবেকানন্দঃ (জন্ম—কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ; মৃত্যু—হাওড়া জেলার বেলুড় মঠে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই)। বিশ্ববিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও দেশভক্ত সন্ন্যাসী। পিতা—বিশ্বনাথ দত্ত। বিবেকানন্দের পারিবারিক নাম নরেন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তরুণ বয়সে তাঁর মনে ঈশ্বর দর্শনের

আকাঙ্খা জাগে। সে-আকাঙ্খা পূর্ণ হয় দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে যাওয়ার পর। তিনি রামকৃষ্ণ পরহংসদেবের প্রধান শিষ্যে পরিণত হন এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। পরমহংসদেবের তিরোধানের পর, মঠের সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের পরিচালক হলে তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। তিন বছর পায়ে হেঁটে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ ক'রে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়ে অভূতপূর্ব বক্তৃতা দেন। তখন থেকে তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশে-বিদেশে বহু ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে জাতি-ভেদাভেদ ভুলে জনগণের সেবায় নিযুক্ত হবার জন্য অনুপ্রাণিত ক'রে গেছেন। মানুষের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর মানে মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। তিনি বেলুড় ও আলমোড়া ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং গঠন করেন 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক সেবা প্রতিষ্ঠান। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ (জন্ম—কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ ; মৃত্যু —কলিকাতায়, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ)। পৃথিবীর সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও মহামনীষীদের অন্যতম। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্যের সকল বিভাগে—কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের জন্য তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরূপে 'নোবেল প্রাইজ' পান। স্বদেশী যুগের জাতীয় আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। জালিয়ানওয়ালাবাগে দেশবাসীর

উপরে ব্রিটিশ সৈন্যদের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদ ক'রে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' (স্যার) উপাধি ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত দেশপ্রেমমূলক বহু সঙ্গীত ও ভাষণ দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি 'শান্তিনিকেতন' (ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়), 'বিশ্বভারতী' ও 'শ্রীনিকেতন' নামক পল্লীশিল্প প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলী দেশ-বিদেশে বিশেষ এক চিত্ররীতির নিদর্শনরূপে সমাদৃত হয়েছে। দার্শনিক, পণ্ডিত ও বিশ্বপ্রেমিকরূপে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজকীয় সম্মান লাভ ক'রে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিনশরও বেশি এবং বহু গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম—(কাব্য) 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'বলাকা', 'চিত্রা', 'মানসী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', (উপন্যাস) 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', (নাটক) 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'তাসের দেশ', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব : (আবির্ভাব—হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ; তিরোভাব—কলিকাতায়, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট)। ভারতের সুবিখ্যাত কালীসাধক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। পিতা—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পিতৃদত্ত নাম গদাধর। শৈশবে গদাধর লেখাপড়া বিশেষ করেননি। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর যখন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে পরিণত হন, তখন তাঁর মতো তত্ত্বজ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। তরুণ বয়সে গদাধর রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পুরোহিতরূপে নিযুক্ত হন। সেখানে থাকতে থাকতেই তিনি কালীসাধনায় ব্রতী হন ও সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর ধর্মমত ছিল অত্যন্ত উদার। সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। চরিত্রের দিক থেকে মানুষ যাতে সৎ ও মহৎ হতে পারে সেজন্য তিনি

খুব সরল ভাষায় উপদেশ দিতেন। দেশের বহু জ্ঞানী ও গুণী তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতে যেতেন এবং তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

রাজা রামমোহন রায় : (জন্ম—হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, মতান্তরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে ; মৃত্যু—ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর)। নবীন ভারতের নবজাগরণের প্রধান পুরুষ, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ও ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা—রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন নবাবী আমলে। রামমোহন ছিলেন বহু ভাষাবিদ্। তাঁর জ্ঞানের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। ভারতীয় সমাজের বহুবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। যথা—বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণ। তাঁর চেষ্টাতেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়। পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন রামমোহন। হিন্দুধর্মের সারাংশের উপরে ভিত্তি ক'রে তিনি পরমব্রহ্মের নিরাকার উপাসনা তথা ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি বহু পুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে যান। সেই সময় বাদশাহ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। বিলাতের পার্লামেণ্টে রাজা রামমোহন আইন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু : (জন্ম—কটকে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী) বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনীতিক, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। আজাদ হিন্দ্ সরকারের সংগঠক ও প্রধান এবং আজাদ হিন্দ্ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক 'নেতাজী' নামে সুপরিচিত। পিতা—জানকীনাথ বসু। সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ও জনহিতব্রতী। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তখন বিলেতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত, তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন' চলেছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণ সুভাষচন্দ্র তখন আই. সি. এস. পদ ত্যাগ ক'রে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাজে

আত্মনিয়োগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য হয়ে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে, নানাবিধ সংগঠনমূলক কাজ করেন। জননেতা-রূপে সারা ভারতেই তিনি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের পর পর দু'বার সভাপতি নির্বাচিত হন। অনেকবার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনোরকম আপস করতে তিনি কখনও রাজী হননি। তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দেশ থেকে গোপনে উধাও হয়ে তিনি মস্কো ও বার্লিন হয়ে জাপানে গিয়ে পৌছান। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও জাপান সরকারের সহযোগিতায় তিনি সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নামে এক সেনাদল গঠন করেন। আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য এগিয়ে আসেন ভারত ভূখণ্ডের দিকে। তাঁর সেই অভিযান অনেকাংশে সার্থক হয়েছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তার সেনাবাহিনী কোহিমা ও আন্দামানে এসে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিল। কিন্তু সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান পরাজিত হলে তাঁকেও জাপানে ফিরে যেতে হয়। সেই সময়ে তিনি আবার নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমান। সংবাদে প্রকাশ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তিনি এক বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হন। কিন্তু সে-বিষয়ে এখনও মতান্তর আছে।

[জ] বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা বিখ্যাত

(১) স্বাধীনতা আন্দোলনে ও রাজনীতিতে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ, অধ্যাপক, রাজনীতিক ও বাগ্মী। 'ভারত মহসভা' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'জাতীয় মহাসভা' বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী। 'বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর কার্যকালেই সুপ্রসিদ্ধ স্থানীয়

স্বায়ত্তশাসন আইনে প্রবর্তিত হয়। (জন্ম—৭ই নভেম্বর ৮৪৮ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু ৬ই আগস্ট ১৯২৫ খ্রীঃ অঃ)।

বিপিনচন্দ্র পাল :—বাংলার প্রসিদ্ধ রাজনীতিক, জননেতা এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। ইংরেজ সরকারের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি অগ্নিবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতেন। 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনিও একজন প্রধান নেতা ছিলেন। ভারতে যাঁরা রাজনীতিক চেতনা ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। (জন্ম—৭ই নভেম্বর ১৯৮৫ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২শে মে, ১৯৩২ খ্রীঃ অঃ)।

অশ্বিনীকুমার দত্ত :—বরিশালের খ্যাতনামা জননেতা, রাজনীতিক অধ্যাপক ও সমাজসেবী। 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সমাজসেবা ও লোকশিক্ষার কাজে ছিলেন অক্লান্ত পুরুষ। (জন্ম—২৫শে জানুয়ারী ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৭ই নভেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ অঃ)।

সরোজিনী নাইডু—বিবাহসূত্রে 'নাইডু' হলেও তিনি বাঙালী (চট্টোপাধ্যায়)। সুবিখ্যাত কবি, রাজনীতিক ও দেশকর্মী। তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচার সম্বন্ধে সেখানকার লোকদের সচেতন করে তোলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। দেশ স্বাধীন হলে তিনি হন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল। (জন্ম—১৮৭৯ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু —১৯৪৯ খ্রীঃ অঃ)।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত : (দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্ত) বিখ্যাত দেশনেতা ও রাজনীতিক। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচবার কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রায় চার বছর। (জন্ম—১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৩৩ খ্রীঃ অঃ)।

রাসবিহারী বসু ঃ খ্যাতনামা বিপ্লবী ও রাজনীতিক। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। পুলিসের চোখ এড়িয়ে জাপানে চলে যান এবং সেখানেও বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। সেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে তিনি তুলে দেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে। আজাদ হিন্দ্ সরকারের তিনি ছিলেন উপদেষ্টা। জন্ম—২৫শে মে ১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—জানুয়ারী ১৯৪৫ খ্রীঃ অঃ)।

যতীন্দ্রনাথ দাস ঃ বিপ্লবী দেশসেবক। কিশোর বয়সে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং লাহোরে গিয়ে সেখানকার ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন। 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী হিসাবে লাহোর জেলে আবদ্ধ হন। পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটানা ৬৩ দিন অনশন ক'রে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। (জন্ম—২৭শে অক্টোবর ১৯০৪ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ খ্রীঃ অঃ)।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ (বাঘা যতীন) প্রসিদ্ধ বিপ্লবী। সর্বভারতীয় বৈপ্লবীক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ ক'রে, জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন। উড়িষ্যার বালেশ্বরের 'বুড়িবালাম' নদীতীরে ইংরেজ পুলিসের সঙ্গে, তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী বীরের মতো যুদ্ধ করেন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। (জন্ম—৮ই ডিসেম্বর ১৮৮০ খ্রীঃ অঃ, মৃত্যু—১০ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খ্রীঃ অঃ)।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—বাঘা যতীনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য, বিখ্যাত বামপন্থী দেশনেতা এবং 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির' প্রতিষ্ঠাতা। পারিবারিক নাম— নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এম. এন. রায় এই ছদ্মনামে সমধিক পরিচিত। চীন, আমেরিকা ও মেক্সিকোতে যান এবং সেখানে

'কম্যুনিস্ট পার্টি' গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। লেনিন তাঁকে রাশিয়ায় ডেকে পাঠান এবং তাঁর উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন। কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। (জন্ম—২২শে মার্চ ১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৫শে জানুয়ারী ১৯৫৪ খ্রীঃ অঃ)।

সূর্য সেন—চট্টগ্রামের বিপ্লবী দেশকর্মী। 'মাষ্টারদা' নামে সমধিক পরিচিত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এর সর্বাধিনায়ক। জালালাবাদ পাহাড়ে তাঁর দলের সঙ্গে ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধ হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। (জন্ম—১৮ই অক্টোবর ১৮৯৩ খৃঃ অঃ ফাঁসিতে মৃত্যু—১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ খৃঃ অঃ)।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—'দেশপ্রাণ' বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত জননেতা। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, বক্তা ওসমাজসেবী। স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন অগ্রণী পুরুষ। (জন্ম—১৮৮১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৪শে নভেম্বর ১৯৩৪ খ্রীঃ অঃ)।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত রাজনীতিক, বাগ্মী ও শিক্ষাবিদ্। স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ও পিতার সদ্‌গুণাবলীর যোগ্য উত্তরাধিকারী। কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উন্নতিসাধন করেন। 'হিন্দু মহাসভা'-র সভাপতি; পরে, নিখিল ভারত জনসংঘের সংগঠক ও সভাপতি। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী। কাশ্মীর সরকারের বন্দী রূপে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। (জন্ম—৬ই জুন ১৯০১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু ২৩শে জুন ১৯৫৩ খ্রীঃ অঃ)।

মুজঃফর আহমেদ—বিখ্যাত দেশকর্মী ও রাজনীতিক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম—৫ই আগস্ট ১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ, মৃত্যু ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ খ্রীঃ অঃ)।

(২) **ধর্মপ্রচারে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় ঃ**

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ—বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্ম। পিতার নাম—কমলশ্রী, মাতার নাম—প্রভাবতী। দীপঙ্কর অল্প বয়সেই বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হন। দীক্ষালাভের পর 'শ্রীজ্ঞান' আখ্যায় প্রসিদ্ধ হন। ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে পদব্রজে তিব্বতে যান এবং সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। সেখানে তিনি 'অতীশ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বহু বই তিব্বত অঞ্চলে পাওয়া গেছে। (জন্ম—৯৮০ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১০৫৩ খ্রীঃ অঃ)।

বামাক্ষ্যাপা—তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধপুরুষ। পারিবারিক নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়। জন্মস্থান বীরভূম জেলার তারাপুর গ্রামে। তারাপীঠ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। পরে তন্ত্রসাধনায় রত থেকে সিদ্ধিলাভ করেন। (আবির্ভাব ১২ই চৈত্র ১২৪৪ বঙ্গাব্দ; তিরোধান—২রা শ্রাবণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিখ্যাত মনীষী ও ব্রাহ্মধর্মোপাসক। পিতা—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর মনে ধর্মানুরাগ ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর চেষ্টাতেই ব্রাহ্মসভায় উপাসনার প্রবর্তন হয়। চারিত্রিক গুণে ও অধ্যাত্ম সাধনায় তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং 'মহর্ষি' আখ্যায় অভিহিত হন। জনশিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর বহু দান আছে। তিনিই বোলপুরে 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমের সূত্রপাত করেন। (জন্ম—১৫ই মে ১৮১৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খ্রীঃ অঃ)।

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক, তত্ত্বদর্শী ও 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। পিতা—প্যারীমোহন সেন। ১৮৬৯খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। দেশের বহু শিক্ষিত তরুণকে তিনি ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-

দেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় ধর্মালোচনার সূত্রেই। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা—'ধর্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার', 'নববিধান' প্রভৃতি। জন্ম—১৯শে নভেম্বর ১৮৩০ খ্রীঃ অঃ, মৃত্যু—৮ই অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ)।

শিবনাথ শাস্ত্রী—ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও বিশিষ্ট লেখক। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন ক'রে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে ব্রতী হন। শিবনাথ ছিলেন একজন সুযোগ্য শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক। বহু পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (জন্ম—৩১শে জানুয়ারি ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খ্রীঃ অঃ)।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—বিখ্যাত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশে জন্ম। পিতা আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি বহুকাল লিপ্ত ছিলেন। পরে, গয়াধামে এক যোগীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আধ্যাত্ম-সাধনায় রত হন ও সিদ্ধিলাভ করেন। পরম হরিভক্তরূপে পুরীধামে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। (জন্ম—২রা আগস্ট ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ, মৃত্যু—১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ)।

[৩] শিক্ষা ও বিজ্ঞানে:

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাবিদ্। পিতা কমললোচন ভট্টাচার্য। কর্মজীবনের প্রারম্ভে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিন বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও 'বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মসচিব নিযুক্ত হন। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। বহু ভাষায়, বিশেষত পালি ভাষায় তাঁর

অসাধারণ জ্ঞান ছিল। নেপাল থেকে হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, (চর্যাপদাবলী) তিনিই আবিষ্কার করেন। তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'বাল্মীকির জয়,' 'বৌদ্ধধর্ম,' 'বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'ভারতমহিলা', 'বেনের মেয়ে' প্রভৃতি। জন্ম—৬ই ডিসেম্বর ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৭ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রীঃ অঃ)।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—বিখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক। কর্মজীবনের প্রারম্ভে কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ। দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'রে প্রাচ্য দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও বহুভাবে সম্মানিত হন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে খ্যাতিলাভ করেন। চারিত্রিক আদর্শের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' আখ্যায় অভিহিত করে। (জন্ম—১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৩৮ খ্রীঃ অঃ)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ও শিক্ষাব্রতী। পিতা—গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হন। রিপন কলেজের অধ্যাপক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন, পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। বাংলায় বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী—'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা,' 'কর্মকথা,' 'চরিতকথা,' 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি। পাণ্ডিত্য ও উন্নত চরিত্রের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'আচার্য' আখ্যায় অভিহিত করে। (জন্ম—২২শে আগস্ট ১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৬ই জুন ১৯১৯ খ্রীঃ অঃ)।

হরিনাথ দে—বিখ্যাত ভাষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। পিতা—ভূতনাথ দে। হরিনাথ দে বহু ভাষায় এম. এ. পাস করেন। সর্বসমেত ৩৪টি ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বহু সরকারি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ইংরেজ আমলে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তিনিই

ছিলেন প্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারিক। দানেও হরিনাথ ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁর নিজের গ্রন্থাগারে প্রায় ষাট হাজার বই ছিল। (জন্ম—১২ই আগস্ট ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৩০শে আগস্ট ১৯১১ খ্রীঃ অঃ)।

যদুনাথ সরকার—বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। পিতা—রাজকুমার সরকার। যদুনাথ ভারতের বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। তিনি পাঁচ খণ্ডে আওরঙ্গজেবের জীবনী ও শিবাজীর জীবনী লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি, লিট,' উপাধিতে ভূষিত করে। 'ফল্ অব্ মোগল এম্পায়ার' তাঁর একখানি বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ। (জন্ম—১০ই ডিসেম্বর ১৮৭০ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৫৮ খ্রীঃ অঃ)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় খননকার্য চালিয়ে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। (জন্ম—১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৩০ খ্রীঃ অঃ)।

মেঘনাদ সাহা—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক। পিতা—যোগেন্দ্রনাথ সাহা। মেঘনাদ ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট গবেষক। 'ইলেক্‌ট্রোডায়ানামিক্স' সম্পর্কে গবেষণা ক'রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। লণ্ডন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে খ্যাতিমান হন। তিনি পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। (জন্ম—৬ই অক্টোবর ১৮৯৩ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ খ্রীঃ অঃ।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক। রাসায়নিক হিসাবে সবিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের এবং খড়্গপুরের আই, আই, টি,-র

পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'স্যার' উপাধি পান। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। জন্ম—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২রা জানুয়ারি ১৯৫৯ খ্রীঃ অঃ)।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক। তাঁর 'বসু-আইনস্টাইন'-তত্ত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দান। গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর অনেক মূল্যবান গবেষণা আছে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন তিনি বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ অঃ 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। (জন্ম—১জানুয়ারি ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ, মৃত্যু ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রীঃ অঃ)।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

শিশিরকুমার মিত্র—প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সংস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পদার্থ-বিজ্ঞানীরূপে শিশিরকুমার দেশ-বিদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাছাড়া, 'ইন্সটিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স'-এর তিনি ছিলেন পরিচালক। ১৯৬২ খ্রীঃ অঃ 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। (জন্ম—২৪শে অক্টোবর ১৮৯০ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১৩ই আগস্ট ১৯৬৩ খ্রীঃ অঃ)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতত্ত্ব-বিদ্ ও অধ্যাপক। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণা ক'রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী ভাষায় এবং পরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। অনেকগুলি ভাষায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই গ্রন্থের

জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি লিট্' উপাধি দেন। 'দ্বীপময় ভারত' তাঁর আরেকখানি প্রশংসিত গ্রন্থ। সুনীতিকুমার ১৯৫২-৬৫ খ্রী অব্দে পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রী অব্দে তিনি 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। (জন্ম—২৬শে নভেম্বর ১৮৯০ খ্রী অঃ ; মৃত্যু—২৯শে মে ১৯৭৭ খ্রীঃ অঃ)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার—আধুনিককালে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৩৭ খ্রীঃ অঃ থেকে ১৯৪২ খ্রীঃ অঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। স্বদেশে ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী 'বাংলার ইতিহাস', 'আউটলাইন অব এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া—হিস্টরী অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন', 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়ান কলোনীজ ইন দ্য ফার ঈস্ট', 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া, হিস্টরী অ্যাণ্ড কালচার অব দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল' প্রভৃতি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র তিন 'খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ 'হিস্টরী অব ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' রচনা ক'রে গেছেন। (জন্ম—৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ খ্রীঃ অঃ)।

নীহাররঞ্জন রায়—খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ্, ঐতিহাসিক, কলা-সমালোচক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেছেন। দেশ ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন, সম্মানসূচক ডিগ্রীও (ডি লিট) পেয়েছেন। কিছুকাল ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান-গ্রন্থাগারিক। রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন ১৯৫৭ খ্রীঃ অঃ থেকে ১৯৬৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত, শেষজীবনে ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টরিক্যাল রিসার্চ'-এর সভাপতি। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থটির জন্য 'রবীন্দ্রপুরস্কার' লাভ করেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। (জন্ম—১৯০৩ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯৮১ খ্রীঃ অঃ)।

(৪) চিকিৎসা-বিদ্যা

মহেন্দ্রলাল সরকার—অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে যশস্বী হন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তরুণ শিক্ষার্থীদের বিদ্যানুরাগী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স' নামক একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। (জন্ম—২রা নভেম্বর ১৮৩৩ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ খ্রীঃ অঃ)।

সুন্দরীমোহন দাস—বিখ্যাত ডাক্তার ও দেশসেবক। চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। (জন্ম—২৭ শে ডিসেম্বর ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৪ঠা এপ্রিল ১৯৫০ খ্রীঃ অঃ)।

শ্যামদাস বাচস্পতি—লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উন্নতির জন্য তিনি 'বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ' নামে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের উন্নতিবিধানে তিনি অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করেন। (জন্ম—১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৩০শে জুলাই ১৯৩৪ খ্রীঃ অঃ)।

নীলরতন সরকার—ভারত-প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। নানা শিল্পব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ ক'রে বাঙালীকে ব্যবসায়মুখী হতে অনুপ্রাণিত করেন। 'ন্যাশনাল ট্যানারির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯ খ্রীঃ অঃ থেকে তিন বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। (জন্ম—১লা অক্টোবর ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮ই মে ১৯৪৩ খ্রীঃ অঃ)।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কারক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ্। চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এবং 'ইণ্ডিয়ান

ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স'-এর সভ্য ছিলেন এবং 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। (জন্ম—৭ই জুন ১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ খ্রীঃ অঃ)।

[৫] **আইন-শাস্ত্রে ঃ**

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালী উপাচার্য। গুরুদাস এক আদর্শ চরিত্রের মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'কর্ম ও জ্ঞান' এবং 'এ ফিউ থটস অন্ এডুকেশন' শিক্ষাবিষয়ক সুবিখ্যাত গ্রন্থ। (জন্ম—২৬শে জানুয়ারী ১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু ২ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রীঃ অঃ)।

রমেশচন্দ্র মিত্র—সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী এবং ব্রিটিশ আমলে হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালী প্রধান-বিচারপতি। কলিকাতা হাইকোর্টে বার বছর সুখ্যাতির সঙ্গে ওকালতি করার পর, তিনি হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। পরে অস্থায়ী-ভাবে দুইবার প্রধান-বিচারপতির কাজ করেন। তিনি কিছুকাল বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। দাতা হিসাবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। (জন্ম—১৩জুলাই ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ।

তারকনাথ পালিত—খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ও বিদ্যোৎসাহী। বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। (জন্ম—১৮৩১ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—৩রা অক্টোবর ১৯১৪ খ্রীঃ অঃ)।

রাসবিহারী ঘোষ—সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ, স্বদেশ-হিতৈষী ও দানবীর। কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হয়ে তিনি একদিকে যেমন স্বদেশ-কল্যানকর আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করেন, অন্যদিকে তেমনি দেশবাসীর প্রতিকূল আইনের বিরোধিতা ক'রে নিজের দেশপ্রীতি ও

তেজস্বিতার পরিচয় দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং জনকল্যাণে তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। (জন্ম—২৩শে ডিসেম্বর ১৮৪৫ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২১ খ্রীঃ অঃ)।

সৈয়দ আমির আলি—সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রিভি কাউন্সিলার। মুসলমান-আইন বিষয়ে তিনি কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। (জন্ম—৬ই এপ্রিল ১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—৩রা আগস্ট ১৯২৮ খ্রীঃ অঃ)।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—সুবিখ্যাত অ্যাটর্নি ও রাজনীতিক। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং একবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভার বে-সরকারি সদস্য হয়ে লণ্ডনে যান ; পরে সহকারী ভারত-সচিব হন। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'রয়াল কমিশন'-এর সদস্য হয়ে ভারতের উচ্চ প্রশাসনিক কাজে বেশি ক'রে ভারতীয়দের নিয়োগ করার সুপারিশ করেন। 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনিও ছিলেন একজন উদ্যোক্তা। ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদেও অধিষ্ঠিত হন। (জন্ম—১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু— ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ অঃ)।

(৬) ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পে ঃ

দ্বারকানাথ ঠাকুর—সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতি ও মনীষী। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পুত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ছিলেন একজন অগ্রণী পুরুষ। 'কার অ্যাণ্ড ঠাকুর কোং' নামে একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠান ক'রে তার মাধ্যমে বিপুল অর্থোপার্জন করেন। সেই অর্থে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করে দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হন। রাজা

রামমোহনের ধর্মসংস্কার-কাজে তিনি ছিলেন বিশেষ সহযোগী। বাঙালীর প্রথম ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইউরোপে যান। লণ্ডনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে 'ইণ্ডিয়ান প্রিন্স' আখ্যা দেওয়া হয়। (জন্ম—১৭৯৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১লা আগস্ট ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ)।

রামদুলাল সরকার—লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও দয়াবান্ পুরুষ। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে ভাগ্যগুণে বিত্তশালী হন। বহু রকমের ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি ক্রোড়পতি হয়েছিলেন। তাঁর দান-ধ্যানও ছিল বিস্তর। তাঁর বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় রোজ প্রায় এক হাজার লোক আহার্য লাভ করত। (জন্ম—১৭৫২ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১এপ্রিল ১৮২৫ খ্রীঃ অঃ)।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী। ঠিকাদারির কাজ করতে করতে জীবনে উন্নতির সূত্রপাত হয়। 'পলতা ওআটার ওআর্কস' ও 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল' নির্মাণে তাঁর কৃতিত্ব অনেকখানি। 'মার্টিন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থেকে, পরে তিনি 'বার্ন কোম্পানি' কিনে নেন। জনহিতকর কাজে ও জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতিকল্পে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। (জন্ম—২৩শে জুন ১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৫ই মে ১৯৩৬ খ্রীঃ অঃ)।

আলামোহন দাস—প্রসিদ্ধ শিল্পপতি। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের কর্মোদ্যমে তিনি হাওড়ার কাছে বিরাট এক শিল্পনগর গ'ড়ে তোলেন। তার নাম হয় 'দাশনগর'। সেখানে ছোট ও মাঝারি ধরনের বহু রকমের শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। তাঁর এই কর্মোদ্যমে মুগ্ধ হয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে 'কর্মবীর' আখ্যা দেন। (জন্ম—১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৬৯ খ্রীঃ অঃ)।

৭) দানে ও জনহিতকর কাজে:

রাণী ভবানী—অষ্টাদশ শতকের মহীয়সী নারী। দান ও

জনহিতকর কাজের জন্য চিরস্মরণীয়া। তিনি ছিলেন নাটোরের জমিদার রামকান্তের পত্নী। বিধবা হয়ে অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি চালান এবং দান-ধ্যানে ৫০ কোটিরও অধিক অর্থ ব্যয় করেন। কাশীর ভবানীশ্বর শিব, দুর্গাবাড়ি, দুর্গাকুণ্ড, পঞ্চক্রোশ রাস্তা, মুর্শিদাবাদের ভবানীশ্বর মন্দির, নানা ধর্মশালা ও বহু পুষ্করিণী তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [জন্ম (১১২১—১২০০ বঙ্গাব্দ) (ইং ১৭১৪ — ১৭৯৩] ।

হাজী মহম্মদ মহসীন—স্বনামধন্য দানবীর। তিনি তাঁর বিরাট সম্পত্তি দেশে গরিব-দুঃখী ও জনহিতকর কাজের জন্য দান ক'রে যান। তাঁর দানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হুগলির ইমামবাড়া, ইমামবাড়া-হাসপাতাল ও বহু মক্তব ও পাঠশালা প্রভৃতি। (জন্ম—১৭৩২ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু —২৯শে নভেম্বর ১৮১২ খ্রীঃ অঃ)।

রাণী রাসমণি—দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি, অন্যান্য দেবালয় ও অথিতিশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে চিরস্মরণীয়া। সামান্য কৃষককন্যা থেকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হন। কলিকাতার জানবাজারের প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্র মাড়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিধবা হয়ে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি চালান। দেবদ্বিজে তাঁর যেমন ছিল অচলা ভক্তি, তেমনি দুঃখীর দুঃখে দান করতে তাঁর যত্নেরও কোন অভাব ছিল না। (জন্ম—১৮২৯ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ)।

মতিলাল শীল—সুবিখ্যাত দানবীর। কলিকাতার 'শীলস্ ফ্রি কলেজ,' কামারহাটি হাসপাতাল এবং বেলঘরিয়া স্টেশনের অতিথিশালা তাঁর দুই অক্ষয় কীর্তি। তাঁর বাড়িতে ছিল বিরাট অন্নসত্র, যে আসত সে-ই আহার পেত। প্রথমে তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের একজন সামান্য কেরানী। পরে বোতল ও ছিপির ব্যবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। কালক্রমে তিনটি ইউরোপীয় সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন। (জন্ম—১৭৯২ খ্রীঃ অব্দ ; মৃত্যু—২৯শে মে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দ)।

মহারানী স্বর্ণময়ী—কাশিমবাজারের খ্যাতনামা ভূস্বামিনী ও দানশীল মহিলা। কাশিমবাজারের রাজকুমার কৃষ্ণনাথের সঙ্গে ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিধবা হয়ে অতুল বিষয়- সম্পত্তির অধিকারিণী হন এবং অত্যন্ত নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে জমিদারি চালান। তাঁর দানের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। লোকশিক্ষা বিস্তারে, জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণে এবং আরও নানারকম জনহিতকর কাজে স্বর্ণময়ী অকাতরে বহু অর্থ দান ক'রে গেছেন। (জন্ম—১৮২৭ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৮৯৭ খ্রীঃ অঃ)।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতার সংস্কৃতিবান ধনী ও বিখ্যাত দাতা। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ওড়িশ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলে কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষপীড়িত হাজার হাজার নরনারীর প্রাণ বাঁচান। তাঁর আরও অনেক দানের জন্য বাঙালীসমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বহু প্রস্তর মূর্তি ও তৈলচিত্রশোভিত তাঁর মর্মর প্রাসাদ কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। (জন্ম—২৪শে জুন ১৮১৯ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৮৮২ খ্রীঃ অঃ)।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—কাশিমবাজারের স্বনামধন্য দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ খেতাব পান। তাঁর বদান্যতায়ই কলিকাতার 'টাউন হল' এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ভবন নির্মিত হয়। তাঁর অর্থ সাহায্যে এদেশের বহু দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষালাভ হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি দান করেন বহু লক্ষ টাকা। (জন্ম—১৮৬০ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯৩০ খ্রীঃ অঃ)।

(৮) সাহিত্যে ঃ

বিদ্যাপতি—বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ আনুমানিক) ও তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৯—১২০৭ আনুমানিক) এর আমলে মৈথিলী বাঙলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মৈথিলী কবি তাই বাঙালী বলে পরিচিত। মৈথিলী ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি রচনায়

তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও তিনি প্রায় ১০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ খুব অল্প হলেও কীর্তন গায়কদের মুখে ও পদাবলীতে ব্রজবুলি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম ব্যবহৃত হয়েছে। (জন্ম—১৩৭৪ খ্রীঃ অঃ)।

জয়দেব—দ্বাদশ শতকের স্বনামধন্য কবি। সুললিত সংস্কৃত গীতিকাব্যের রচয়িতা। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'গীতগোবিন্দম্'। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলিতে জন্ম। পিতার নাম—ভোজদেব। জয়দেব ছিলেন গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি, পরে উৎকলরাজের সভাপণ্ডিত হন।

চণ্ডীদাস—স্বনামধন্য বৈষ্ণব কবি। বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি। সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। 'বড়ু চণ্ডীদাস নামের কবি চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে একটি পালাকাব্য রচনা করেন। পদাবলী-রচয়িতা হিসাবে 'চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' প্রভৃতি অনেক নাম পাওয়া যায়। তাঁরা সকলেই 'বড়ু চণ্ডীদাস' এর পরবর্তী কবি। কেউ চৈতন্যযুগের, কেউ-বা কিছু পরের। বীরভূম জেলার 'নান্নুর' এবং বাঁকুড়া জেলার 'ছাত্না'—দুটি জায়গাই চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বা বাসভূমি ব'লে পরিচিত।

কৃত্তিবাস ওঝা—বাংলা রামায়ণের আদি কবি। অনুমান ১৪শ শতকের শেষদিকে, ১৩৯৯ সালে নদিয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতামহের নাম মুরারি ওঝা (উপাধ্যায়) পিতার নাম বনমালী। গৌড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় যে রামায়ণ রচনা করেন, তা 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নামে যুগ যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে।

মালাধর বসু—'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক কৃষ্ণলীলা মাহাত্ম্যসূচক বাংলা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর কবিত্বগুণে মুগ্ধ গৌড়েশ্বর তাঁকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবদ অবলম্বন করে ১৫শ

শতকে মালাধর বাংলা ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। তাঁর জন্ম হয় বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। পিতার নাম—ভগীরথ বসু।

জ্ঞানদাস—বিখ্যাত বৈষ্ণবপদকর্তা ১৬শ শতকের তৃতীয় দশকে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কাঁদ্ড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। তিনি কীর্তনের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

গোবিন্দদাস—ইনি জ্ঞানদাসের সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িতা। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামের এক বৈদ্যবংশে ১৬শ শতকের তৃতীয় দশকে ১৫৩৪ মতান্তরে ১৫৩৭ সাল তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম—চিরঞ্জীব সেন। পদাবলী রচনায় গেবিন্দদাস ছিলেন বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাশীরাম দাস—বাংলা মহাভারত কাব্যগ্রন্থের ('ভারত-পাঁচালী') কবি। জন্ম ৯৬শ শতকের শেষদিকে, বর্ধমান জেলার সিঙ্গিগ্রামে। পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ ক'রে আদি-পর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব ও বিরাটপর্বের কিছুটা রচনা ক'রে মারা যান। অবশিষ্ট পর্বগুলির রচয়িতা তাঁর পুত্র নন্দরাম। জন্ম—২৮ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু ৮ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রীঃ অঃ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে ১৬শ শতকে জন্ম (আনুমানিক ১৫৪৭)। পিতার নাম—হৃদয় মিশ্র। মুকুন্দরাম মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের কাছ থেকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি পান। তাঁর কাব্য 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' নামেও পরিচিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্য-জীবনী-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় যেসব কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণবসমাজে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। মৃত্যু—বৃন্দাবনে, আনুমানিক ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে।

ভারতচন্দ্র—বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়' কে পুরাতন ও আধুনিক যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় হুগলি জেলার (বর্তমানে হাওড়া জেলার) ভূরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগনার পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে। পিতাঁর নাম—নরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্র নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধি দেন। ভারতচন্দ্রের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ : 'অন্নদামঙ্গল', বিদ্যাসুন্দর। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামপ্রসাদ—শাক্ত-পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কালীসাধকরূপেও বিখ্যাত। ২৪-পরগনা (উত্তর) জেলার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। পিতার নাম—রামরাম সেন। নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' আখ্যায় ভূষিত করেন। রামপ্রসাদী-শ্যামাসঙ্গীত বাঙলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত রূপে এখনও সর্বত্র গীত হয়। রামপ্রসাদ ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—১৯শ শতকের খাঁটি দেশীয় ভাবধারার কবিওয়ালা ঐতিহ্যের বিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক। ব্যঙ্গকবিতায় ও ছড়া রচনায় তিনি সে-যুগে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর 'সংবাদপ্রভাকর' ছিল সেকালের জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'প্রবোধ-প্রভাকর', হিতপ্রভাকর', বোধেন্দুবিকাশ'। (জন্ম ৫ই মার্চ ১৮১১ খ্রীঃ অব্দ ; মৃত্যু—২৩ জানুয়ারি ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ।

প্যারীচাঁদ মিত্র—প্রথম বাংলা উপন্যাস-রচয়িতা। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি ছিলেন বালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। তিনিই প্রথম কথ্যভাষাকে বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত ;' 'বামাতোষিণী' প্রভৃতি। (জন্ম - ২২ জুলাই ১৮১৪খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৩ নভেম্বর ১৮৮৩ খ্রীঃ অঃ)।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বাংলা-গদ্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। বিদ্যা-সাগরের মতো সংস্কৃত-অনুসারী বাংলা গদ্যের সংস্কার ও উন্নতিসাধন

করে সাধু গদ্যরীতির 'প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'ভূগোল', 'চারুপাঠ', পদার্থবিদ্যা', প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যযাত্রা' প্রভৃতি। (জন্ম—১৫ই জুলাই ১৮২০ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—২৮মে ১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ)।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও শিক্ষাব্রতী। হিন্দু কলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুরাগী। সাবলীল গদ্যে রচিত তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজকে সামাজিক, নৈতিক ও পারিবারিক বিষয়ে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থাবলী--'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি। (জন্ম—২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮২৭খ্রী ঃ অঃ ; মৃত্যু—১৫মে ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ)।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর কবি এবং নাট্যকার। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তক। পিতা—রাজনারায়ণ দত্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য, বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন।

তিনি ইংরাজীতেও কাব্য রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য'। অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ : (কাব্য) 'তিলোত্তমাসম্ভব' 'ব্রজাঙ্গনা', বীরাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'ক্যাপটিভ লেডী' (ইংরেজী) ; (নাটক) 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি। (জন্ম—২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৯জুন ১৮৭৩ খ্রীঃ অঃ)।

দীনবন্ধু মিত্র—পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ বিখ্যাত নাট্যকার। বিদেশী নীলকর সাহেবদের অমানুষিক প্রজাপীড়নের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক সারা বাংলায় অভূতপূর্ব এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। পিতার নাম—কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধুর অন্যান্য বিখ্যাত নাটক : 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', বিয়ে

পাগলা বুড়ো', 'লীলাবতী', 'জমাইবারিক' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৩০ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১নভেম্বর ১৮৭৩ খ্রীঃ অঃ)।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় খ্যাতিমান। বিখ্যাত কাব্য 'গ্রন্থপদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী-কাবেরী' প্রভৃতি। পিতার নাম—রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের পারিপাট্য ও স্বদেশানুরাগ। (জন্ম—ডিসেম্বর ১৮২৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৩রা মে ১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ)।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতকের বিখ্যাত কবি। কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন মধুসূদনের ভাবশিষ্য। তাঁর কাব্যে দেশপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম বিশিষ্ট মাধুর্য এনেছে। পিতার নাম—কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। 'বীরবাহু কাব্য' 'বৃত্রসংহার', 'আশাকানন', দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি। (জন্ম—১৭ই এপ্রিল ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৪মে ১৯০৩ খ্রীঃ অঃ)।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—স্বনামধন্য নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক ও কবি। পিতার নাম—নীলকমল ঘোষ। গিরিশচন্দ্র রচিত বিখ্যাত নাটক : 'জনা,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,' 'দক্ষযজ্ঞ,' 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাশীম', 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি। সেকালে অভিনেতারূপে তিনি যেমন ছিলেন অদ্বিতীয়, তেমনি অভিনয়-শিক্ষাদানের ব্যাপারেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। (জন্ম—১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯৮২ খ্রীঃ অঃ)।

নবীনচন্দ্র সেন—১৮শ শতকের একজন খ্যাতিমান কবি। পিতার নাম গোপীমোহন সেন। নবীনচন্দ্রের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ : 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈতক', 'কুরুক্ষেত্র', প্রভাস'। মনুষ্যত্বের জয়গান ও স্বদেশপ্রীতি তাঁর কাব্যরচনার বৈশিষ্ট। (জন্ম—১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৩শে জানুয়ারি ১৯০৯ খ্রীঃ অঃ)।

মীর মশাররফ হোসেন—১৯শ শতকের বিখ্যাত সাহিত্যিক। পিতার নাম—মুয়াস্নফ হোসেন। মশারফের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থঃ 'বিষাদ-

সিন্ধু'। (জন্ম—১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ খৃঃ অঃ; মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ অঃ)।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—বাংলায় ব্যঙ্গকৌতুকরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কর্মজীবনে সরকারি বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় জাদুঘরের 'বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়ামের' সহকারী কিউরেটার হিসাবে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ও ইংরেজীতে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অবস্মরণীয় গ্রন্থাবলী: 'ডমরুচিত', 'কঙ্কাবতী', 'মজার গল্প', প্রভৃতি। জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ অঃ; মৃত্যু—৩ নভেম্বর ১৯১৯ খৃঃ অঃ)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—১৯শ শতকের মধ্যভাগের একজন শক্তিশালী কবি। তিনি তাঁর পরবর্তী কবিদের ভাবধারা থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। গীতিকবিতা রচনায় এক নতুন আদর্শ তিনি স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের কবিতা-রচনায় বিহারীলালের গীতি-কবিতার ভাব ও সুরে প্রভাবান্বিত হন। বিহারীলালের উল্লেখ-যোগ্য কাব্যগ্রন্থ: 'নিসর্গ-সন্দর্শন', 'প্রেম-প্রবাহিনী', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি। (জন্ম—২১মে ১৮৩৫ খৃঃ অঃ; মৃত্যু—২৪মে ১৮৯৪ খৃঃ অঃ।

রমেশচন্দ্র দত্ত—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রশাসনকর্তা। পিতার নাম—ঈশানচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র আই. সি. এস. হয়ে শাসনবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'সংসার' ও 'সমাজ' নামেও তিনি দুখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। (জন্ম—১৩ আগষ্ট ১৮৪৮ খৃঃ অঃ; মৃত্যু ৩০ নভেম্বর ১৯০৯ খৃঃ অঃ)।

স্বর্ণকুমারী দেবী—বিদুশী ও বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সুযোগ্যা মহিলা ঔপন্যাসিক। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বর্ণকুমারীর বিখ্যাত উপন্যাস 'দীপনির্বাণ', 'ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা' প্রভৃতি। 'ভারতী' মাসিকপত্রের সম্পাদিকা। (জন্ম—২৮আগষ্ট ১৮৫৫ খৃঃ অঃ; মৃত্যু—৩জুলাই ১৯৩২ খৃঃ অঃ)।

অক্ষয়কুমার বড়াল—বিখ্যাত গীতিকবি। এর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ –'এষা'। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি হলেও এঁর গীতি-কবিতার স্বাতন্ত্র্য ছিল। (জন্ম—১৮৬০ খৃঃ অঃ ; মৃত্যু –১৯জুন ১৯১৯ খৃঃ অঃ)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রসিদ্ধ নাট্যকার, কবি ও গীতিকার। তিনি ডি. এল. রায় নামে সুপরিচিত। পিতার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। ঐতিহায়িক নাটক-রচনায় ও দেশপ্রেমমূলক গীতি-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। তাঁর বিখ্যাত নাট্যবলী : (ঐতিহাসিক) 'প্রতাপ সিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' ; (পৌরাণিক) 'সীতা' 'ভীষ্ম', 'পাষাণী', ; (সামাজিক) 'বঙ্গনারী', 'পরপারে (প্রহসন) 'ত্রহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি। হাসির বা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। (জন্ম—১৯ জুলাই ১৮৬৩ খৃঃ অঃ ; মৃত্যু—১৭মে ১৯১৩ খৃঃ অঃ)।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যসেবী। ছবি ছাপার ব্যাপারে তাঁর ব্লক-নির্মাণ প্রচেষ্টা ভারতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচিত বিখ্যাত শিশুসাহিত্য : 'টুনটুনির বই', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রভৃতি। সঙ্গীতে ও ছবি আঁকতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। 'সন্দেশ' মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। (জন্ম ১২মে ১৮৬৩ খৃঃ অঃ ; মৃত্যু—২০ ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃঃ অঃ)।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার—প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যসেবী। 'মুকুল' নামক শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রিকার সম্পাদক। তাঁর রচিত বিখ্যাত শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী : 'হাসিখুশি', 'হাসিরাশি', 'বনেজঙ্গলে', 'পশুপক্ষী', 'জীবজন্তু', 'হিজিবিজি' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯১৭ খৃঃ অঃ)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত ছোটগল্প-রচয়িতা ও ঔপ-ন্যাসিক। পিতার নাম—জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। ছোটগল্প লিখে প্রভাতকুমার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প—'আদরিণী', 'সতী', 'মাতৃহারা', 'প্রতিজ্ঞাপূরণ', 'নিষিদ্ধ

ফল', 'মুক্তি', 'পুনর্মূষিক', প্রভৃতি। তাঁর 'রত্নদ্বীপ', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুর কৌটা' প্রভৃতি উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করে। (জন্ম—৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ খৃঃ অঃ; মৃত্যু—৫ই এপ্রিল ১৯৩২ খ্রীঃ অঃ)।

মানকুমারী বসু—প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। পিতা—আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। মানকুমারীর কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', সোনার সাথী', প্রভৃতি। ছোটগল্প লিখে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পান। (জন্ম—২৩শে জানুয়ারি ১৮৬৩ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ খ্রীঃ অঃ)।

রজনীকান্ত সেন—সুবিখ্যাত গীতিকার ও কবি। 'কান্তকবি' নামে সুপরিচিত। পিতার নাম—গুরুপ্রসাদ সেন। 'বঙ্গভঙ্গ' প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় রজনীকান্তের দেশপ্রীতিমূলক গানগুলি দেশের লোককে জাতীয়তাবোধে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বাণী' ও 'কল্যানী'। (জন্ম—২রা জুলাই ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ খ্রীঃ অঃ)।

কামিনী রায়—বিখ্যাত মহিলা কবি। পিতা—চণ্ডীচরণ সেন। গীতিকবিতা রচনায় কামিনী রায় ছিলেন সিদ্ধহস্তা। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া', 'দীপ ও ধূপ', 'পৌরাণিকী, 'অশোকসঙ্গীত', প্রভৃতি। (জন্ম—১২ই অক্টোবর ১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ খ্রীঃ অঃ।

প্রিয়ংবদা দেবী—বিখ্যাত মহিলা কবি। পিতা—কৃষ্ণকুমার বাগচী। প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'রেণু', 'পত্রলেখা', 'চম্পা', 'পাটল' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৭১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৩৪ খ্রীঃ অঃ)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। পিতার নাম—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বাংলার ঘরোয়া জীবনকে শরৎচন্দ্র যেভাবে তাঁর বিভিন্ন রচনায় বাস্তবধর্মী করে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য—সহজ ও সাবলীল ভাষা, চিত্তস্পর্শী কথোপকথনের ভঙ্গি, মানব-মনের নিবিড় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা, নিপীড়িত নর-নারীর প্রতি অপরিসীম

সহানুভূতি। সুবিখ্যাত গ্রন্থাবলী : 'বড়দিদি', 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'দেনাপাওনা', 'কাশীনাথ', পণ্ডিতমশাই', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ-বৌ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', বামুনের মেয়ে', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', ,গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটগল্পের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে 'মহেশ', মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী', 'রামের সুমতি', 'অনুরাধা', 'ছবি' প্রভৃতি। (জন্ম—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮ খ্রীঃ অঃ)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার—স্বনামধন্য শিশু-সাহিত্যসেবী। রূপকথা ও ব্রতকথার সংগ্রাহক ও রচয়িতা হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় শিশুসাহিত্য গ্রন্থ : 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠানদিদির থলে', 'চারু ও হারু' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯৫৭ খ্রীঃ অঃ)।

প্রমথ চৌধুরী—প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক। 'বীরবল' ছদ্মনামে সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিমান। 'সবুজপত্র' নামক সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক। কথ্যভাষার একটি মার্জিত সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলী 'নানাকথা', 'চারইয়ারী কথা', 'পদচারণ', 'আহুতি'। (জন্ম—৭ই আগস্ট ১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ, মৃত্যু—২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রীঃ অঃ)।

অনুরূপা দেবী—বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। পিতা—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। অনুরূপা দেবীর প্রসিদ্ধ উপন্যাস : 'পোষ্যপুত্র,, 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'মা', প্রভৃতি। (জন্ম—৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯শে এপ্রিল ১৯৫৮ খ্রীঃ অঃ)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রযুগে নিজস্ব ধারায় খ্যাতিমান কবি। কর্মজীবনে ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ : 'অনুপূর্বা', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'মরুমায়া', 'মরীচিকা' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯৫৪ খ্রীঃ অঃ)।

অতুলপ্রসাদ সেন—স্বনামধন্য গীতিকার, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার। তাঁর রচিত গানের প্রধান বৈশিষ্ট

অপূর্ব ভাব ও সুর। তাঁর স্বদেশপ্রীতিমূলক বহু গানও বিখ্যাত। নিজের গানে তিনি নিজেই অপূর্ব সুর দিতেন। 'অতুলপ্রসাদী গান' এ-যুগেও বিশেষ জনপ্রিয়। (জন্ম—২০শে অক্টোবর ১৮৭১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৬শে আগস্ট ১৯৩৪ খ্রীঃ অঃ)।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রযুগের বিখ্যাত কবি। তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল'-এ দেশাত্মবোধের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থঃ 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'শতনরী'। (জন্ম—১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ খ্রীঃ অঃ)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বিখ্যাত কবি ও 'ছন্দের জাদুকর'। বহু বিচিত্র ছন্দে তিনি অজস্র কবিতা রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'তীর্থ-সলিল', 'অভ্র আবীর', 'কুহু ও কেকা' প্রভৃতি। (জন্ম—১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২৫শে জুন ১৯২২ খ্রীঃ অঃ)।

রাজশেখর বসু—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বঙ্গভাষাবিদ। পিতার নাম—চন্দ্রশেখর বসু। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রাজশেখর বসু অনেকগুলি রসরচনা লিখে বাংলা কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'। 'চলন্তিকা', নামক বাংলা অভিধান সংকলন ক'রে রাজশেখর বসু চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা বানান সংস্কারেও তাঁর দান অনেকখানি। (জন্ম—১৬ই মার্চ ১৮৮০ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু ২৭শে এপ্রিল ১৯৬০ খ্রীঃ অঃ)।

সুকুমার রায়—বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যসেবী। হাস্য-রসাত্মক ও উদ্ভট রসের কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা-গ্রন্থ—'আবোল-তাবোল',। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য---'হযবরল', 'ঝালাপালা', 'পাগলা দাশু', 'খাই-খাই', 'বহুরূপী', প্রভৃতি। 'অবাক জলপান' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত নাটিকা। তিনি বিখ্যাত শিশুসাহিত্যসেবী উপেন্দ্রকিশোর

রায়চৌধুরীর পুত্র ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পিতা। (জন্ম—১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৯২৩ খ্রীঃ অঃ)।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—রবীন্দ্রযুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি। দেশপ্রীতি, নিসর্গপ্রীতি ও মানবপ্রীতি তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থাবলী : 'শতদল', 'উজানী', 'একতারা', 'দ্বারাবতী', 'নূপুর 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি। (জন্ম—৩রা মার্চ ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭০ খ্রীঃ অঃ)।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—রবীন্দ্রযুগের প্রতিষ্ঠাবান্ কবি। কাহিনী-মূলক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সুনিপুণ। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থাবলী—'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'মহাভারতী', 'কাব্যমালঞ্চ'। (জন্ম ২৭শে নভেম্বর ১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রীঃ অঃ)।

মোহিতলাল মজুমদার—বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যি-সমালোচক তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (কাব্য) 'স্মরগরল', 'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', (সমালোচনা) 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'কবি শ্রীমধূসূদন'। (জন্ম—২৬শে অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৬শে জুলাই ১৯৫২ খ্রীঃ অঃ)

কালিদাস রায়—রবীন্দ্রযুগের প্রসিদ্ধ কবি, প্রবন্ধকার ও শিক্ষাব্রতী 'কবিশেখর' উপাধি পান। তাঁর 'বিখ্যাত গ্রন্থাবলী (কাব্য 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', ঋতুমঙ্গল', 'ব্রজবেণু', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'রসকদম্ব' (সমালোচনা) ,বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য,। (জন্ম—জুলাই ১৮৮৯ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রীঃ অঃ)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপ-ন্যাসিক ও গল্পলেখক। পিতা—মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতি-ভূষণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। অন্যান্য প্রসিদ্ধ উপন্যাস : 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', ,অরন্যক', 'অনুবর্তন', 'ইচ্ছামতি'। (জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১লা নভেম্বর ১৯৫০ খ্রীঃ অঃ)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নাট্যরচনায় বিশেষ কৃতিত্ব

প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলী : (ছোটোগল্প) 'রসকলি', 'যাদুকরী', 'তিনশূন্য', (উপন্যাস) 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'ধাত্রীদেবতা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কীর্তিহাটের কড়চা', (নাটক) 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ'। জন্ম—২৩শে আগস্ট ১৮৯৮ খ্রীঃ অং মৃত্যু—১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ খ্রীঃ অঃ)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—বিংশ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তাঁর রচনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। সমাজের অবহেলিত মানুষদের ব্যাথা-বেদনা এবং সামাজিক বৈষম্য তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত গ্রন্থরাজি 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য',। (জন্ম—২৯শে মে ১৯০৮ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬ খ্রীঃ অঃ)।

জীবনানন্দ দাশ—রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। ঢাকা ও কলিকাতায় অধ্যাপক ছিলেন। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যই ছিল তাঁর কাব্য-চর্চার প্রধান উপজীব্য। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমিরের', 'রূপসী বাংলা', প্রভৃতি। (জন্ম—১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—২২ অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রীঃ অঃ)।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোল'-যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক। পেশায় ছিলেন সরকারী বিচার-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী (প্রথমে মুন্সেফ, পরে জেলা-জজ)। অজস্র কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী 'বেদে' (উপন্যাস), 'আমাবস্যা' (কবিতা), 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ', 'অমৃতপুরুষ যীশু' (জীবনী) প্রভৃতি। জন্ম—১৯০৪ খ্রীঃ মৃত্যু—১৯৭৬ খ্রীঃ অঃ)।

সৈয়দ মুজতবা আলী—স্বনামধন্য সাহিত্যিক। পেশায় ছিলেন অধ্যাপক, পরে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন শিক্ষা ও কর্মের সূত্রে। রম্যরচনায় তাঁর ছিল একটা অসাধারণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সাহিত্যিক রঙ্গরসের

অধিকারী ছিলেন তিনি। জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী 'দেশে-বিদেশে', 'অবিশ্বাস্য', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চতুরঙ্গ', 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' প্রভৃতি। (জন্ম—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রীঃ অঃ)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য—বিপ্লবী চেতনার বিখ্যাত তরুণ কবি। তাঁর বহুপ্রশংসিত কাব্যগ্রন্থ—'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', প্রভৃতি। (জন্ম—১৫ই আগস্ট ১৯২৬ খ্রীঃ অ. মৃত্যু—১৩মে ১৯৪৭ খ্রীঃ অঃ)।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—বিপ্লবী চেতনার বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতকার। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ : 'নব জীবনের গান', 'মধুবংশীর গলি'। (জন্ম—১৯১১ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১৯৭৭ খ্রীঃ অঃ)।

বিজন ভট্টাচার্য—গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ, বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক : 'নবান্ন'। অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাট্যগ্রন্থ : 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর', 'দেবীগর্জন', প্রভৃতি। (জন্ম—১৯১৫ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১৯৭৮ খ্রীঃ অঃ)।

পরিমল গোস্বামী—সুসাহিত্যিক ও ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (জন্ম—১৮৯৭ খ্রীঃ মৃত্যু—১৯৭৬ খ্রীঃ অঃ)।

বিষ্ণু দে—খ্যাতিমান কবি। তাঁর 'স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যৎ' সুবিখ্যাত কাব্য (জন্ম—১৯০৯ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু—১৯৮২ খ্রীঃ অঃ)।

চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর। পিতা—গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রকলার বিভিন্ন শৈলীতে গগনেন্দ্রনাথ অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়ে দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান হন। 'কিউবিজম' পদ্ধতিতে তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী অতুলনীয়। ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনেও তিনি ছিলেন সুদক্ষ। (জন্ম ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ খ্রীঃ)।

নন্দলাল বসু—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর। পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিষ্য নন্দলাল। ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতিতে ভিত্তিচিত্র অঙ্কন তাঁর অন্যতম বিশেষত্ব। তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পশৈলীর জন্য তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

'ডি লিট' উপাধি পেয়েছেন। চিত্রকলা সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। (জন্ম ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬ খ্রীঃ)।

যামিনি রায়—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর। পিতা রাম-তারণ রায়। লোকশিল্পের ভিত্তিতে, নিজস্ব অঙ্কন-পদ্ধতি সৃষ্টি ক'রে, যামিনি রায় চিত্রকলার ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চিত্রাবলী বহু দেশে প্রদর্শিত হয়ে কলাসমালোচক-গণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। (জন্ম ১০ই এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রীঃ, মৃত্যু ২৪ই এপ্রিল ১৯৭২ খ্রীঃ)।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর, চিত্রকর ও সাহিত্যিক। ভাস্কর্যে তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ভাস্কর্যের নিদর্শন স্বাধীনতা-আন্দোলনের শহীদ (পাটনায় অবস্থিত), গান্ধীজী (কলিকাতা ময়দানে অবস্থিত)। চিত্রকর ও সাহিত্যিক হিসাবেও যশস্বী। (জন্ম ১৮৯৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৪ই অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রীঃ অঃ)

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর। তাঁর কর্মস্থান ছিল প্রধানত শান্তিনিকেতনে। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তা সত্বেও তিনি অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি ক'রে গেছেন। দেওয়াল-চিত্র অঙ্কনে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। শান্তি-নিকেতন কলাভবনে শিক্ষকতা করেছেন। তৈলচিত্র, ছাপাই ছবি ও ফ্রেস্কো নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখা 'চিত্রকর' বইটির জন্য তিনি 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পান। (জন্ম ১৯০৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৮০ খ্রীঃ)।

রামকিঙ্কর বেইজ—আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা জগতের এক বিশিষ্ট পুরুষ। ভারতের ভাস্কর্যে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক ধারায় প্রবর্তক। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকর ও ভাস্কর। প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছেন দেশে-বিদেশে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যাম। (জন্ম ১৯১০ খ্রীঃ মৃত্যু ১৯৭৯ খ্রীঃ)।

১০। সঙ্গীতে, নৃত্যে ও অভিনয় কলায়ঃ

যদু ভট্ট—বিষ্ণুপুর ঘরানার ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। পিতা মধু ভট্টাচার্য। যদু ভট্ট কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। অনেক গানও তিনি রচনা করেছেন। (জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ মৃত্যু ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে)।

আলাউদ্দীন খাঁ—স্বনামধন্য সঙ্গীতসাধক, ভারতবিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পী। পিতা সদু খাঁ। আলাউদ্দীন রামপুরের উজীর খাঁর শিষ্য। সরোদ-বাদ্যে আলাউদ্দীন অনন্যসাধারণ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া, তিনি বেহালা ও বহুরকমের তারবাদ্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। (জন্ম ৮ই অক্টোবর ১৮৬২ খ্রীঃ, মৃত্যু ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ খ্রীঃ)।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত মার্গসঙ্গীত সাধক। পিতা—অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপেশ্বর ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদ্-সঙ্গীতের ধারক ও বাহক। বাংলা দেশে উচাঙ্গ সঙ্গীতের উর্মতি ও প্রসারে তাঁর ছিল অক্লান্ত চেষ্টা। তিনি ছিলেন একাধারে সঙ্গীতশিল্পী, সুরস্রষ্টা, গীতিকার ও সঙ্গীত-গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলী 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা', 'গীতিমালা', 'সঙ্গীত-লহরী' প্রভৃতি। (জন্ম ১৮৭৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৬৩ খ্রীঃ)।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি—রঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনয়কলা শিক্ষক। প্রথম জীবনে বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত অসামান্য দক্ষতায় অভিনয় করে গেছেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনিই প্রথম ভারতীয় নাট্যকলা আমেরিকায় প্রদর্শন করেন। তাঁর অভিনীত শ্রেষ্ঠ ভূমিকাবলীঃ 'সীতা' নাটকে রাম, 'আলমগীর' নাটকে আলমগীর, 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে নাদিরশাহ, 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে মধুসূদন প্রভৃতি। (জন্ম ২রা অক্টোবর ১৮৮৯ খ্রীঃ, মৃতুঃ ৩০শে জুন ১৯৫৯ খ্রীঃ)।

উদয়শঙ্কর—বিশ্ববরেণ্য নৃত্যশিল্পী। বিশ্বের দরবারে উদয়শঙ্করই প্রথম ভারতীয় নৃত্যকলাকে মহিমান্বিত ক'রে তোলেন। তাঁর বিখ্যাত

নৃত্য 'শিব-পার্ব্বতী নৃত্য', 'অসি নৃত্য', 'শ্রমিক নৃত্য' প্রভৃতি। তাঁর পরিচালিত 'কল্পনা' ছায়াচিত্রে তাঁর উদ্ভাবিত বহুরকমের নৃত্যের পরিচয় মেলে। ছায়ানৃত্যের মাধ্যমে 'রামায়ণ' বর্ণনা এবং ছায়া-চিত্র ও মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশনা-পদ্ধতি 'শঙ্করস্কোপ' তাঁর শেষ জীবনের দুটি অসামান্য সৃষ্টি। জন্ম ১৯০০ খ্রীঃঅঃ মৃত্যু ১৯৭৭ খ্রীঃ অঃ)।

দিলীপকুমার রায়—স্বনামধন্য গীতশিল্পী, সুরকার, গীতিকার কবি, ঔপন্যাসিক ও যোগী। বহু ভাষাবিদ্ দিলীপকুমার ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশ পরিভ্রমণ করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় দেশীয় সঙ্গীতের রূপদান করেও খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী 'অঘটন আজও ঘটে', 'ছান্দসিকি' 'আমার বন্ধু সুভাষ'। (জন্ম ১৮৯৭ খ্রীঃ' মৃত্যু ১৯৮০ খ্রীঃ)।

১১ সাংবাদিকতায় ঃ

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত সাংবাদিক ও দেশসেবক। পিতা — রামধন মুখোপাধ্যায়। হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পত্রিকাতে লিখেই তিনি প্রমাণ করেন যে, বাঙালী রাজদ্রোহী নয়, কিন্ত অন্যায়ের প্রতিবাদী। তাঁর লেখার জোরেই বাংলা দেশে নীলকরদের অত্যাচার হ্রাস পায়। তবে সেই লেখার জন্য তাঁকে অনেক ক্ষতি স্বীকারও করতে হয়েছিল। (জন্ম—১৮২৪ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৬ই জুন ১৮৬১ খ্রীঃ)।

শিশিরকুমার ঘোষ—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও বৈষ্ণবভক্ত। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ। বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদনা ও পরিচালনা করে খ্যাতিলাভ করেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'অমিয় নিমাই চরিত', লর্ড গৌরাঙ্গ' (ইংরেজী), 'কালাচাঁদ গীতা'। (জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ; মৃত্যু ১০ই জানুয়ারি ১৯১১)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—বিখ্যাত সাংবাদিক ও দেশসেবক। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গভঙ্গ'-প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করে খ্যাতিলাভ করেন। (জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ খ্রীঃ; মত্যু ২৭শে অক্টোবর ১৯০৭ খ্রীঃ অঃ)।

কালীনাথ রায়–খ্যাতনামা সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় তিনি ছিলেন দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সহকারী। তিনি প্রায় ৩০ বছর লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'দি ট্রিবিউন,-এর সম্পাদনা করে তাঁর নির্ভীকতার জন্য সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। (জন্ম ১৮৭৮ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৪৫ খ্রীঃ)।

রামানন্দ চটোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও মনীষী। 'প্রবাসী' ও 'মাডার্ন রিভিউ' পত্রিকা সম্পাদনা করে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। পিতা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ সামাজিক ও জনহিতকর বহু কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি যেমন সুলেখক ছিলেন তেমনি ছিলেন সুবক্তা। (জন্ম ২৯শে মে ১৮৬৫ খ্রীঃ; মৃত্যু ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে)।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- -বিশিষ্ট সাংবাদিক, বিপ্লবী ও সাহিত্যিক। 'নারায়ণ' 'বিজলী', 'আত্মস্মৃতি', 'ফরওয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সাংবাদিকরূপে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ছিলেন আমৃত্যু 'দৈনিক বসুমতি' পত্রিকার সম্পাদক। 'আলিপুর বোমার মামলা'য় অভিযুক্ত হয়ে তাঁর যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। বারো বছর পরে মুক্তি পান। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ— 'নির্বাসিতের আত্মকথা। (জন্ম ৬জুন ১৮৭৯ খ্রীঃ; মৃত্যু—৪এপ্রিল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে)।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও লেখক। পিতা— গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সুরেশ সমাজপতির শিষ্য। 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সাংবাদিকরূপে তিনি

মেসোপটেমিয়ায় এবং পরের বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে ইংলণ্ডে যান। হেমেন্দ্রপ্রসাদ নির্ভিক বক্তারূপেও প্রখ্যাত হন। (জন্ম—২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৯৬২ খ্রীঃ)।

(১২) **শরীরচর্চায়, খেলাধুলায় ও যাদুবিদ্যায়ঃ**

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা ও যোগী। পিতা শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে শ্যামাকান্ত ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাবার জন্য নিযুক্ত হন, পরে নিজেই এক সার্কাস দল গঠন করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বুকের উপর পাথর ভাঙার কসরত দেখিয়ে প্রসিদ্ধ হন। পরে 'তিব্বতী বাবা'-র কাছে দীক্ষা নিয়ে শ্যামাকান্ত 'সোহং স্বামী' নামে পরিচিতি লাভ করেন। বহুদেশ পর্যটন করেন। শেষে হিমালয়ের ভাওয়ালী নামক জায়গায় একটি আশ্রম স্থাপন করে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হন। (জন্ম—১৮৫৮ খ্রীঃ; মৃত্যু—৬ ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রীঃ)।

ভীম ভবানী—প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর বা পালোয়ান—ভবেন্দ্রনাথ সাহা। ভীম ভবানী শরীরচর্চা করে অসাধারণ শক্তিশালী হন। তিনিই ভারতের একমাত্র পালোয়ান, যিনি সার্কাসে একসঙ্গে ছুটো হাতি বুকে তুলতে এবং একসঙ্গে তিনটি মোটর গাড়ির গতিরোধ করতে পারতেন। রসরাজ অমৃতলাল তাঁকে 'ভীম ভাবানী' নাম দেন। (জন্ম—১৮৯৯ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৯২২ খ্রীঃ)

গোবরবাবু—খ্যাতনামা কুস্তিগির। আসল নাম যতীন্দ্রনাথ গুহ বাঙালী হিসাবে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্ত্য দেশে কুস্তি-প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্যানফ্রানসিসকোতে গিয়ে মল্লযুদ্ধে অ্যাড্‌স্যানটেলকে পরাজিত করেন এবং সেই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা রূপে ঘোষিত হন। (জন্ম—১৩ মার্চ ১৮৯২; মৃত্যু—৩ জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রীঃ অঃ)।

গোষ্ঠ পাল—সুপ্রসিদ্ধ ফুটবল-খেলোয়াড়। তিনি খেলতেন মোহনবাগানে রক্ষণভাগে, ব্যাক। বিদেশী, বিশেষ ক'রে ইংরেজ

ফুটবলাররা তাঁকে অপ্রতিরোধ্য খেলোয়াড় মনে করতেন। সেই থেকে তাঁর নামই হয়েছিল 'চীনের প্রাচীর'। কলিকাতা ময়দানে তাঁর ফুটবল খেলার ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। (জন্ম—১৮৯৬ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৯৭৫ খ্রীঃ)।

বলাইদাস চ্যাটার্জি—প্রসিদ্ধ ফুটবল-খেলোয়াড় ও মুষ্টিযোদ্ধা। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে 'এরিয়ান ক্লাবে' ফুটবল খেলা শুরু করেন; কালক্রমে 'মোহনবাগান ক্লাব এর'-দুর্ধর্ষ 'সেন্টার হাফ' রূপে পরিণত হন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে সার্জেন্ট ডে নামক খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা তাঁর সঙ্গে বক্সিং-প্রতিযোগিতায় পরাজিত ও নিহত হন। (জন্ম—১৯০০ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৯৭৪ খ্রীঃ)।

পুলিনবিহারী দাস—বিখ্যাত লাঠিয়াল। লাঠি ছাড়াও তিনি তরোয়াল-খেলা, ছোরা-খেলা ও জুজুৎসু-বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তাঁর উদ্যোগে বাংলা দেশে আবার লাঠি খেলার প্রচলন হয়। তিনি বিপ্লবীদল অনুশীলন সমতির অন্যতম সংগঠক ছিলেন। (জন্ম ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৭ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৭ আগস্ট ১৯৪৯ খ্রীঃ)।

গুরুসদয় দত্ত—ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক। পিতা—রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। কর্মজীবনে তিনি আই, সি, এস, ছিলেন। ছিলেন একজন উচ্চ-প্রশাসক। 'রাইবেশে' লোকনৃত্যের পুনঃপ্রচলন ক'রেন এবং নানা ধরণের লোকনৃত্যর সঙ্গে নাম দেন ব্রতচারী নৃত্য'। শরীরচর্চা, লোকশিক্ষা ও লোক-সংস্কৃতিক উন্নতির জন্য তিনি 'ব্রতচারী' আন্দোলন-এর মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর 'ভজার বাঁশি' ও 'পাগলামির পুঁথি' দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ। (জন্ম—১০ মে ১৮৮২ খ্রীঃ; মৃত্যু—৫ মে ১৯৪১ খ্রীঃ)।

পি. সি, সরকার—বিখ্যাত জাদুকর। আসল নাম—প্রতুলচন্দ্র সরকার। পিতা—ভগবান সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতুলচন্দ্র গণিতশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। জাদুখেলায় তিনি দেশ-বিদেশে বহু সম্মানজনক পুরস্কার পেয়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল

করেছেন। বহু বিস্ময়কর ম্যাজিক-খেলারও তিনি উদ্ভাবক। জন্ম—২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ খ্রীঃ; মৃত্যু—৬ জানুয়ারি ১৯৭১ খ্রীঃ)।

(১৩) ছদ্মনামের আড়ালে বিখ্যাত বাঙালী :

অদ্ভুতাচার্য—'অদ্ভুত রামায়ণ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা, পাবনা জেলার নিত্যানন্দ আচার্য। কিংবদন্তী এই যে, সাত বছর বয়সের আগেই গুরুর কৃপায় তিনি কুড়ি হাজার শ্লোক বিশিষ্ট শ্লেষাত্মক এই রামায়ণ লেখেন। তিনি ১৭শ শতাব্দীর কবি। 'অদ্ভুত রামায়ণ' লেখার জন্য তিনি 'অদ্ভুতাচর্য' নামেই পরবর্তীকালে খ্যাত হন।

অবধূত—খ্যাতনামা তন্ত্রসাধক ও সাহিত্যিক, কালিকানন্দ অবধূত। প্রকৃত নাম—দুলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'মরুতীর্থ হিংলাজ'। (জন্ম—১৯১০ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৯৭৮ খ্রীঃ)।

আজু গোঁসাই—রামপ্রসাদের সমকালীন সাধক কবি, প্রকৃত নাম অযোধ্যানাথ গোস্বামী। আউলিয়া প্রকৃতির ছিলেন বলে লোকে তাঁর এই ধরনের নামকরণ করেছিল।

কালীমির্জা—১৮শ শতকের বিখ্যাত সঙ্গীতকার। প্রকৃত নাম—কালিদাস চট্টোপাধ্যায়।

কাঙাল হরিনাথ—১৯ শতকের বিখ্যাত বাউল গান রচয়িতা, শিক্ষক ও সাংবাদিক। প্রকৃত নাম—হরিনাথ মজুমদার। অনেকগুলি বই লিখে গেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বিজয়বসন্ত', 'দক্ষযজ্ঞ', 'বিজয়া', মাতৃমহিমা'। (জন্ম—১৮৩৩ খ্রীঃ মৃত্যু—১৮৯৬ খ্রীঃ)।

কান্তবাবু—মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃত নাম—রামকান্ত নন্দী।

কানা কেষ্ট—সুপ্রসিদ্ধ অন্ধগায়ক, কৃষ্ণচন্দ্র দে। জন্ম—১৮৯৩ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৯৬২ খ্রীঃ)।

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্জ—১৯শ শতকের বিখ্যাত সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর ভট্টচার্য, তর্কবাগীশ। 'রসরাজ' ও 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক। পূর্বোক্ত পত্রিকার মাধ্যমে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক,

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে কবিতাযুদ্ধ করতেন। (জন্ম—১৭৯৯ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ)।

ছাতুবাবু—বিখ্যাত বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী। প্রকৃত নাম—আশুতোষ দেব। বহু জনহিতকর কাজ ক'রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নাট্যকলা ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। (জন্ম—১৮০৩ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ)।

জরাসন্ধ—বিংশ শতকের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক, নাম চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লৌহকপাট'।

টেকচাঁদ ঠাকুর—'আলালের ঘরে দুলাল' উপন্যাস রচয়িতা, প্যারীচাঁদ মিত্র। (জন্ম—১৮১৪ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮৮৩ খ্রীঃ অঃ)।

দাদাঠাকুর—বিখ্যাত হাস্যরসিক ও বহুগুণান্বিত পুরুষ। প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। সাংবাদিক, দেশপ্রেমিক ও জনহিতব্রতী। (জন্ম—১৮৮১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৬৮ খ্রীঃ অঃ)।

নিধুবাবু—সুবিখ্যাত টপ্পাগায়ক। প্রকৃত নাম—রামনিধি (বা নিধিরাম) গুপ্ত। (জন্ম—১৭৪১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮৩৯ খ্রীঃ অঃ)।

পঞ্চানন্দ—শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ রচনায় সিদ্ধহস্ত কবি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাঁচু ঠাকুর নামেও সমধিক পরিচিত। (জন্ম—১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯১১ খ্রীঃ অঃ)।

পরশুরাম—অদ্বিতীয় রসসাহিত্য-রচয়িতা। প্রকৃত নাম—রাজশেখর বসু। সুবিখ্যাত গ্রন্থঃ 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৮০ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৬০ খ্রীঃ অঃ)।

প্র. না. বি.—খ্যাতনামা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সমালোচক, প্রথমনাথ বিশী। সুবিখ্যাত গ্রন্থঃ 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, 'রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ'।

বনফুল—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। প্রকৃত নাম—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত গ্রন্থঃ 'জঙ্গম,' 'হাটে-বাজারে', 'সপ্তর্ষি', 'শ্রীমধুসূদন' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৭৯ খ্রীঃ অঃ)।

বীরবল—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রকৃত নাম—প্রথম চৌধুরী। বিখ্যাত গ্রন্থ, 'চারইয়ারী কথা', "নানাকথা', 'পদচারণ' প্রভৃতি। (জন্ম—১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৪৬ খ্রীঃ অঃ)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—স্বনামধন্য সাংবাদিক ও দেশসেবক। প্রকৃত নাম—ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (জন্ম—১৮৬১ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯০৭ খ্রীঃ অঃ)।

ভানুসিংহ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ছদ্মনামের আড়ালে থেকে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন।

মহাস্থবির—প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'মহাস্থবির জাতক'। (জন্ম—১৮৯০ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৬৪ খ্রীঃ অঃ)।

মৌমাছি—বিখ্যাত শিশুসাহিত্যসেবী বিমল ঘোষ। আনন্দ-বাজার পত্রিকার ছোটদের পাতা 'আনন্দমেলা'-র প্রবর্তক ও পরিচালক। বিখ্যাত গ্রন্থ: 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড', 'নাচগান-হল্লা', 'রূপকথার ঝুলি' প্রভৃতি।

মানবেন্দ্র রায়—বিখ্যাত বামপন্থী রাজনীতিক। প্রকৃত নাম—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। (জন্ম—১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৯৫৪ খ্রীঃ অঃ)।

যাযাবর—প্রসিদ্ধ রম্য রচনাকার বিনয় মুখোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'দৃষ্টিপাত'।

রায়বাঘিনী—১৬-শ শতকের বাঙালী বীরাঙ্গনা। প্রকৃত নাম—রানী ভবশংকরী। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দীননাথ চৌধুরী পেঁড়োর গড়ের একজন সর্দার ছিলেন। ভবশংকরী ছেলেবেলা থেকেই অস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁর বিবাহ হয় ভুরসুটের মহারাজ রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে। বৈধব্য অবস্থায় পাঠানরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে রানী ভবশংকরী বর্শা হাতে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা ক'রে বিজয়িনী হন। তাঁর সেই বীরত্বের কথা শুনে সম্রাট আকবর তাঁকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি দেন।

হরুঠাকুর—প্রসিদ্ধ কবিয়াল। প্রকৃত নাম—হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। কবির দল গঠন ক'রে তিনি মুখে মুখে গান বেঁধে জীবিকার্জন করতেন। রাজা নবকৃষ্ণের সভায় বহু হেঁয়ালির সমাধান ক'রে বহু অর্থ ও পুরস্কার পান। (জন্ম—১৭৩৮ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮১৩ খ্রীঃ অঃ)।

হুতোম পেঁচা—বিখ্যাত লেখক ও বিদ্যোৎসাহী। প্রকৃত নাম—কালীপ্রসন্ন সিংহ। শ্রেষ্ঠগ্রন্থ : 'মহাভারত' (বাংলা গদ্যে রচিত), 'হুতোম পাঁচার নক্সা' (ব্যঙ্গকাব্য), কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ এবং কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা পরিচালনা করে খ্যাতিলাভ করেন। (জন্ম—১৮৪০ খ্রীঃ অঃ; মৃত্যু—১৮৭০ খ্রীঃ অঃ)।

(৪) কয়েকজন খ্যাতনামা বাঙালী সাহিত্যিকের ছদ্মনাম :

'দিবাকর শর্মা'—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। **'রঞ্জন'**—নিরঞ্জন মজুমদার। **'সুনন্দ'**—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। **'শংকর'**—মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। **'ভাস্কর'**—জ্যোতির্ময় ঘোষ। **'কালকূট'**—সমরেশ বসু। **'বিরূপাক্ষ'**—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। **'বিকর্ণ'**—নারায়ণ সান্যাল। **'বোপদেব শর্মা'**—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। **'কালপেঁচা'**—বিনয় ঘোষ। **'শ্রীপান্থ'**—নিখিল সরকার। **'রূপদর্শী'**—গৌরকিশোর ঘোষ। **'বিক্রমাদিত্য'**—অশোক গুপ্ত। **'ধনঞ্জয় বৈরাগী'**—তরুণ রায়। **'ইন্দ্রমিত্র'**—অরবিন্দ গুহ। **'শঙ্কু মহারাজ'**—জ্যোতির্ময় ঘোষ।

(৫) প্রবাদের আড়ালে বিখ্যাত বাঙালী :

আশানন্দ ঢেঁকি—১৯ শতকের মধ্যভাগের স্বনামধন্য এক ব্রাহ্মণ বীর। জন্ম নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও বলশালী ছিলেন বলে সেকালের অনেক জমিদার তাঁর মারফতে কালেক্টরিতে টাকা জমা দিতেন। এইভাবে একদিন টাকা সঙ্গে পথে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে, ডাকাতের হাতে পড়েন। নির্ভীক আশানন্দ তখন সেই বাড়ির ঢেঁকিশাল থেকে একটা ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতদের আক্রমণ ক'রে তাদের তাড়িয়ে দেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় আশানন্দ ঢেঁকি।

গৌরী সেন—কথায় বলে, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বহরমপুর-নিবাবী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর। দেনার দায়ে যারা জেলে যেত, কিংবা অর্থাভাবে যাদের ঋণের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় থাকত না, গৌরী সেন নিজের টাকায় তাদের ঋণমুক্ত করতেন ব'লে তাঁরও নাম দাতাকর্ণের মতোই প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল।

গোপাল ভাঁড়—কৌতুককর গল্প বলতে ওস্তাদ ব'লে কথিত এক কাল্পনিক পুরুষ। যদিও শোনা যায়' নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় এই নামে তাঁর একজন বয়স্য ছিল এবং কৌতুককর গল্প বলায় তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তবু তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হরি ঘোষ—প্রবাদ এই, যে বাড়িতে বহু অকর্মণ্য আত্মীয়-স্বজন বা পোষ্য থাকে, সেই বাড়িকে বলা হয় 'হরি ঘোষের গোয়াল'। বহু-কাল আগে, কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের কাঁটাপুকুরে হরি ঘোষ নামে একজন ধনী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন ; একে তো তিনি অকর্মণ্য বহু আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করতেনই, তার উপরে নিষ্কর্মা বহু লোক তাঁর বাড়িতে একবার গেলেই আশ্রয় পেত।

[ঝ] **বাঙলার আদিবাসী** :

সাঁওতাল—পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী গোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ হচ্ছেন সাঁওতাল। মোট সংখ্যা ১৩,৭৬,৯৮০ জন। তাঁদের বেশির ভাগ আছেন মেদিনীপুর জেলায় মোট ২,৮৬,০১০ জন এছাড়া আছেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ ও হাওড়া জেলায়। ভাষা সাঁওতালীও বাংলা, নৃত্যগীত তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ। তাঁরা প্রধানত কৃষিজীবী। তবে শ্রমজীবীও অনেকে। বর্তমানে তাঁদের অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে প্রশাসনিক কাজে ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন। বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষার বইও অনেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মুণ্ডা— পশ্চিমবঙ্গের মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮ শতাংশ মুণ্ডা ৩১,৯৮,৭০১ জন। তাঁদের বেশির ভাগ বসবাস করেন বর্ধমান ২৪-পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায়। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিজীবী। বেশ-কিছু মুণ্ডা অবশ্য উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে শ্রমিক হিসাবেও নিযুক্ত। এঁদের আদি ভাসা—মুণ্ডারি। চা-বাগিচার শ্রমিক মুণ্ডারা নিজেদের ঘরে 'সাদ্‌রি' ভাষাও ব্যবহার করেন। তবে, অনেকে বাংলাতেও কথাবার্তা বলেন। নানারকমের উৎসব এঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ওরাওঁ—পশ্চিমবঙ্গের ওরাওঁদের সংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশি। ২৪-পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলেই এঁদের সংখ্যাধিক্য। এঁরা প্রধানত কৃষিজীবী। পশুপালন, দুধের ব্যবসা ও মাছ ধরাও অনেকের জীবিকা। ওরাওঁদের নিজস্ব ভাষা 'কুরুখ'। তবে সুন্দরবনের ওরাওঁরা 'সাদ্‌রি' ভাষা যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি বাঙালীদের সঙ্গে বাংলাতেও কথাবার্তা বলেন। এঁদের প্রধান সামাজিক উৎসব—গ্রামপূজা, টুসু পরব ও কালীপূজা।

লোধা—পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের সংখ্যা হাজার কুড়ি। বেশির ভাগই রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের অরণ্য অঞ্চলে। কৃষিকাজ ছাড়া কাঠের কাজেও এঁরা দক্ষ। এঁদের ভাষা প্রধানত ওড়িয়া-মেশানো এক ধরনের বাংলা। গানবাজনায় এঁদের যথেষ্ট ঝোঁক আছে। উপাস্য দেবদেবী—বসুমাতা, শীতলা, চণ্ডী, ভৈরব, বরুণ প্রভৃতি।

বীরহড়—পশ্চিমবঙ্গে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংখ্যায় নিতান্তই কম, শ'দুই মাত্র। প্রধানত বসবাস করেন পুরুলিয়া জেলায়। প্রধান জীবিকা—শিকার, জঙ্গলের উপজাত দ্রব্য সংগ্রহ, দড়ি তৈরি। নিজস্ব ভাষা বীরহোড় ভাষা। আজকাল অনেকে বাংলাতেও কথা বলেন। এঁদের প্রধান লৌকিক দেবতা 'সিংবোঙ্গা'।

মেচ—পশ্চিমবঙ্গে মেচ আদিবাসীদের সংখ্যা হাজার পনের। অধিকাংশ মেচ বসবাস করেন জলপাইগুড়ি জেলার পর্বতঘেঁষা অঞ্চলে। কোচবিহার আর দার্জিলিং জেলাতে কিছু সংখ্যক মেচ-পরিবার

আছেন। সুতো তৈরি, তাঁতে কাপড় বোনা, মাছধরা ইত্যাদি কাজে এঁরা দক্ষ। অনেকে অরণ্য এলাকায় শ্রমজীবী। এঁদের অনেকে শিক্ষালাভ ক'রে বর্তমানে চাকুরিজীবী। অনেকে শিক্ষক এবং ব্যবসায়ী। এঁদের কথ্যভাষার সঙ্গে অসমিয়া ভাষার বেশ মিল আছে তবে, অনেকেই বাংলায় কথাবার্তা বলেন। এঁদের প্রধান উৎসব 'বাথৌ' (শিব) পূজাকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত হয়।

রাভা—পশ্চিমবঙ্গে এঁদের জনসংখ্যা হাজার সাতেক। বেশির ভাগ বসবাস করছেন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। দেখতে ছোটোখাটো। গায়ের রঙ্ পীতাভ' নাক চ্যাপ্‌টা ধরনের, মাথার চুল ঈষৎ কুঞ্চিত। সাধারণত এঁরা স্থানীয় কথ্যভাষায় কথাবর্তা বলেন। প্রধান জীবীকা—কৃষিকাজ, দিনমজুরি। ঋষি বা মহাকাল এঁদের সর্বোচ্চ দেবতা। প্রধান উৎসব কামাখ্যা পূজাকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত হয়।

টোটা—পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী জন গোষ্ঠীর মধ্যে এঁদের সংখ্যা শ' ছয়েক। জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট থানার টোটোপাড়া গ্রামে এঁদের বাস। প্রধানত এরা কৃষিজীবী। বর্তমানে এদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষা শিখছে। এদের প্রধান উৎসব 'ইস্‌ফা দেবীর' (মহাকালীর) পূজা। দুটি ঢোল সেই দেবীর প্রতীক।

লেপ্‌চা—এঁদের আদি বাসভূমি সিকিম রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গে লেপ্‌চা আদিবাশীরা আছেন দার্জিলিং জেলায়। জনসংখ্যা প্রায় ষোল হাজার। গ্রামাঞ্চলের লেপ্‌চারা নিজেদের লেপ্‌চা ভাষায় কথা বলেন, শহরাঞ্চলের লেপ্‌চাদের ভাষায় নেপালী ভাষায় প্রভাব বেশি। লেপ্‌চাদের গায়ের রঙ্ খুব সুন্দর। প্রধান জীবীকা—কৃষি, ক্ষেত-মজুরি, হস্তশিল্প। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা নিয়ে অনেকে শিক্ষকতা ও সরকারী চাকরি করেন। লেপ্‌চারা প্রাচীরচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী। বেশির ভাগ লেপ্‌চাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

ভুটিয়া—পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের মতো।

প্রধানত দার্জিলিং জেলাতেই এদের বাস। সাধারণত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এদের আদি বাসভূমি ছিল পূর্ব-তিব্বতে। প্রধান উপজীবিকা—তাঁতশিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরা বেশ অগ্রসর। বর্তমানে অনেকে শিক্ষকতা ও অফিসের কাজকর্মে নিযুক্ত। ভাষা—প্রধানত ভূটিয়া ভাষা। তিব্বতী ভাষার সঙ্গে তার বেশ মিল আছে। ভুটিয়াদের অধিকাংশই লামা বা পুরোহিত।

[ঞ] **পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা ঃ**

১। রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তাকে কী বলে ?

উঃ রাজ্যপাল।

১। রাজ্যপাল কার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন ?

উঃ রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৩। রাজ্য সরকার কাকে বলে ?

উঃ রাজ্যপাল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা-সহ গঠিত সরকারকে রাজ্য সরকার বলে।

কলিকাতার উন্নয়ণের কাজে নিযুক্ত ঃ

১। কলিকাতা ও হাওড়া ইত্যাদি উন্নয়নের কাজে কোন সংস্থা নিযুক্ত ?

উঃ সি এম্. ডি. এ.

২। সি. এম. ডি. এ. কাদের মাধ্যমে কাজ করে ?

উঃ (ক) কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্টট্রাস্ট, (খ) কলিকাতা পৌরসংস্থা, (গ) হাওড়া পৌরসংস্থা ইত্যাদি।

---

* দার্জিলিংকে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের মাধ্যমে ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ণে ব্যবস্থা হচ্ছে।

ভারতের কথা

১। আমাদের দেশের (বা রাষ্ট্রের) নাম কী ?

উঃ ভারত (বা ভারতবর্ষ)।

২। আমাদের দেশের (বা রাষ্ট্রের) নাম ভারত (বা ভারতবর্ষ) কেন ?

উঃ অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে 'ভরত' নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম থেকেই এদেশের নাম হয়েছে 'ভারত' বা 'ভারতবর্ষ'।

৩। ভারতকে অনেকে 'হিন্দুস্থান' বলে কেন ?

উঃ ভারতের পশ্চিমে 'সিন্ধু'-নদের তীরে ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে। উচ্চারণ ঠিক মতো করতে না পারায়, সেকালে 'সিন্ধু-নদের তীরবর্তী লোকদের বলা হত 'হিন্দু'। তা থেকেই ভারত 'হিন্দু-স্থান' নামে পরিচিত।

৪। ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে ?

উঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

৫। স্বাধীনতা লাভের আগে ভারত কাদের অধীন ছিল ? কত বছর আগে ?

উঃ ইংরেজদের অধীন। প্রায় দু'শ বছর আগে।

৬। স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতের কী পরিবর্তন ঘটে ?

উঃ গোটা ভারত ভেঙে দু'ভাগ হয়। এক ভাগের নাম হয়—ভারত বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র. অন্য ভাগের নাম হয়—পাকিস্তান।

৭। ভারত কী ধরনের রাষ্ট্র ?

উঃ ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৮। ভারত কবে স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় ?

উঃ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি।

৯। ভারতের চতুঃসীমা কী ?

উঃ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং নেপাল ও ভুটান ; পূর্বে বাংলাদেশ (আগেকার পূর্ব-পাকিস্তান) ও ব্রহ্মদেশ ; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও শ্রীলঙ্কা ; পশ্চিমে পাকিস্তান ও আরব সাগর।

১০। ভারতের আয়তন কত ?

উঃ ৩২ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৮৩ বর্গ কিলোমিটার। (এই হিসাবের মধ্যে চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত অঞ্চলও আছে)।

১১। ভারতের লোকসংখ্যা কত ?

উঃ ৬৮ কোটি ৩৮ লক্ষের বেশি।

১২। ভারতের রাজধানী কোথায় ?

উঃ নয়াদিল্লী।

১৩। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক কী ?

উঃ অশোকস্তম্ভ।

১৪। ভারতের জাতীয় পতাকা কী রকম ?

উঃ সমান্তরাল তিন রঙের। উপরে গেরুয়া রঙ, মধ্যে সাদা রঙ ও নীচে সবুজ রঙ ; সাদা অংশের মধ্যভাগে গাঢ় নীল রঙের অশোকচক্র।

১৫। জাতীয় পতাকার রঙগুলি কিসের প্রতীক ?

উঃ গেরুয়া—তেজ ও ত্যাগের ; সাদা—সত্য ও শান্তির ; সবুজ—বীরত্ব ও বিশ্বাসের। (অশোকচক্র—উন্নতি ও প্রগতির)।

১৬। ভারতের 'রাষ্ট্রীয় সংগীত' কী ?

উঃ রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'জনগণমনঅধিনায়ক' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'।

১৭। ভারতের জাতীয় ফুল, পশু ও পাখি কী ?

উঃ জাতীয় ফুল—পদ্ম, জাতীয় পশু—বাঘ (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগে ছিল 'সিংহ')। জাতীয় পাখি—ময়ূর।

১৮। ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী ?

উঃ হিন্দী।

১৯। ভারতে কতজন শিক্ষিত ?

উঃ শতকরা প্রায় ৩৬ জন।

২০। ভারতের কোন্ রাজ্যে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি ?

উঃ কেরলে। সেখানে শতকরা প্রায় ৬৯ জন শিক্ষিত।

২১। ভারতের কোন্ রাজ্যে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে কম ?

উঃ অরুণাচল-প্রদেশে, সেখানে শতকরা মাত্র ১১ জন শিক্ষিত।

২২। কয়টি অঙ্গরাজ্য ও কয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ?

উঃ ২৫টি অঙ্গরাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে।

২৩। রাজধানীসহ ভারতের অঙ্গরাজ্য (বা রাজ্য)-গুলির নাম বল।

ভারতের অঙ্গরাজ্য (বা রাজ্য)	রাজধানী
(১) অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দ্রাবাদ
(২) অসম	দিশপুর
(৩) ওড়িশা	ভুবনেশ্বর
(৪) উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ
(৫) কর্ণাটক	ব্যাঙ্গালোর
(৬) কেরল	ত্রিবান্দ্রম
(৭) গুজরাট	গান্ধীনগর (আমেদাবাদ)
(৮) জম্বু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর
(৯) তামিলনাড়ু	মাদ্রাজ
(১০) ত্রিপুরা	আগরতলা

ভারতের অঙ্গরাজ্য (বা রাজ্য)	রাজধানী
(১১) নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা
(১২) পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়
(১৩) পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা
(১৪) বিহার	পাটনা
(১৫) মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
(১৬) মণিপুর	ইম্ফল
(১৭) মহারাষ্ট্র	বোম্বাই
(১৮) মেঘালয়	শিলং
(১৯) রাজস্থান	জয়পুর
(২০) হরিয়ানা	চণ্ডীগড়
(২১) সিকিম	গ্যাংটক
(২২) হিমাচলপ্রদেশ	সিমলা
(২৩) অরুণাচল প্রদেশ	ইটানগর
(২৪) মিজোরাম	আইজল
(২৫) গোয়া, দমন, দিউ	পানাজি

২৪। রাজধানী (বা সদর শহর) সহ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির নাম বল।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	রাজধানী (সদর শহর)
(১) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্ট ব্লেয়ার
(২) চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়
(৩) দাদরা ও নগর হাভেলী	সিলভাসা
(৪) দিল্লী	দিল্লী
(৫) পণ্ডিচেরী	পণ্ডিচেরী
(৬) লাক্ষাদ্বীপ	কাবারাতি

[বিঃ দ্রঃ অরুণাচল-প্রদেশ, দমন-দিউ, দিল্লী, পণ্ডিচেরী এবং মিজোরাম—এই কয়টি অঞ্চলের প্রধান প্রশাসক হলেন এক-একজন উপ-রাজ্যপাল বা 'লেফটেনাণ্ট গর্ভর্নর'; আর এক-একজন 'চীফ

কমিশনার' শাসন করেন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং চণ্ডীগড়। দাদরা ও নগর হাভেলী এবং লাক্ষাদ্বীপ এক একজন 'প্রশাসক' বা 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটের' দ্বারা শাসিত।]

॥ লোকসংখ্যা ॥

১। ভারতের লোকসংখ্যা—৬৮ কোটি ৩৮ লক্ষেরও বেশি।

(ক) পুরুষের সংখ্যা ৩৫,৩৩,৯৭,২৪৯।

(খ) নারীর সংখ্যা—৩৩,০৪,৭২,৮০২।

২। ভারতে শিক্ষিতের হার—শতকরা ৩৬·১৭।

(ক) পুরুষের হার— „ ৪৬·৭৪;

(খ) নারীর হার— „ ২৪·৮৮।

৩। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা :

রাজ্যের নাম		লোকসংখ্যা
উত্তরপ্রদেশ—	...	১১,০৮,৫৮,০১৯
বিহার—	...	৬,৯৮,২৩,১৫৪
পশ্চিমবঙ্গ—	...	৫,৪৪,৮৫,৫৬০
অন্ধ্রপ্রদেশ—	...	৫,৩৪,০৩,৬১০
মধ্যপ্রদেশ—	...	৫,২১,৩১,৭১৭
তামিলনাড়ু—	...	৪,৮২,৯৭,৪৬
কর্ণাটক—	...	৩,৭০,৪৩,৪৫
গুজরাট—	...	৩,৩৯,৬০,৯০৫
রাজস্থান—	...	৩,৪১,০২,৯১২
ওড়িশা—	...	২,৬২,৭২,০৫৪
কেরল—	...	২,৫৪,০৩,২১৭
অসম—	...	১,৯৯,০২,৮২৬
পাঞ্জাব—	...	১,৬৬,৬৯,৭৫৫
হরিয়ানা—	...	১,২৮,৫০.৯০২

রাজ্যের নাম		রাজ্যের লোকসংখ্যা
জম্মু ও কাশ্মীর—	...	৫৯,৮১,৬০০
ত্রিপুরা—	...	২০,৬০,১৮৯
মণিপুর—	...	১৪,৩৩,৬১১
মেঘালয়—	...	১৩,২৭,৮৭৪
গোয়া দমন দিউ—	...	১০,৮২,১১৭
নাগাল্যাণ্ড—	...	৭,৭৩,২৮১
অরুণাচলপ্রদেশ—	...	৬,২৮,০৫০
মিজোরাম—	...	৪,৮৭,৭৭৪
হিমাচল প্রদেশ—	...	৪,২৩,৫৬৯
সিকিম—	...	৩,১৫,৬৮২

৪। ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লোকসংখ্যা :

দিল্লী—	...	৬১,৯৬,৪১৪
পণ্ডিচেরী—	...	৬,০৪,১৩৬
চণ্ডীগড়—	...	৪,৫০,০৬১
আন্দামান নিকোবর—	...	১,৮৮,২৫৪
দাদরা, নগর হাভেলী—	...	১,০৩,৬৭৭
লাক্ষাদ্বীপ—	...	৪০,৩২৭

[ক] ভারতের বৃহত্তম, দীর্ঘতম ও সর্বাধিক

বৃহত্তম রাজ্য—মধ্যপ্রদেশ (৪,৪২,৮৪১ বর্গ কিলোমিটার)

" পর্বত—হিমালয়।

" হ্রদ—উলায় (কাশ্মীর)।

" গম্বুজ—গোলগম্বুজ (বিজাপুর)।

" মসজিদ—জামা মসজিদ (দিল্লী)।

" বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

" গ্রন্থাগার—জাতীর গ্রন্থাগার (কলিকাতা)

বৃহত্তম জাদুঘর—ভারতীয় জাদুঘর (কলিকাতা)।

" পানীয় জলের ট্যাঙ্ক—টালার ট্যাঙ্ক (কলিকাতা)।

" পশুশালা—আলিপুরের চিড়িয়াখানা (কলিকাতা)।

" বিমানবন্দর—সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর (বোম্বাই)।

" পশুমেলা—শোনপুরের মেলা।

" সমাধি-সৌধ—তাজমহল (আগ্রা)

উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ—হিমালয়ের নন্দাদেবী শৃঙ্গ (৭, ৬৯৪ মিটার)।

" মন্দির—মীনাক্ষী দেবীর মন্দির (মাদুরা)

" মূর্তি—গোমতেশ্বর মূর্তি (কর্ণাটক)।

" মিনার—কুতুবমিনার (দিল্লী)।

" দরজা—বুলন্দা দর্ওয়াজা (ফতেপুরসিক্রি)।

" জলপ্রপাত—গারসপ্পো (কর্ণাটক)।

" বাঁধ—ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ (পাঞ্জাব)।

" রেলস্টেশন—ঘুম (দার্জিলিং)।

দীর্ঘতম পর্বতমালা—হিমালয় পর্বতমালা।

" সড়ক—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

" বাঁধ—হীরাকুঁদ বাঁধ (ওড়িশা)।

" সেতু—জওহর সেতু (শোন নদীর উপরে, ৩, ০১৩ মিটার)।

" সড়ক-সেতু—মহানদী সেতু (ওড়িশায় মহানদীর উপর, ২, ২১৮ মিটার)।

" ঝুলন্ত সেতু—হাওড়া ব্রিজ।

" রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—খড়্গপুর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

" অলিন্দ (বারান্দা)—রামেশ্বর মন্দিরের অলিন্দ (১,২০০ মিটার দীর্ঘ)

" সুড়ঙ্গ-পথ—জওহর সুড়ঙ্গ (কাশ্মীর)।

" রেলপথ—সাউদার্ন রেলওয়ে।

সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য—উত্তরপ্রদেশ (জনসংখ্যা ১১, ০৮, ৫৮, ০১৯)।

সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য—কেরল (প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৫৪৮ জন)।

" জনবহুল শহর বৃহত্তর কলিকাতা বা মেট্রোপলিটন ক্যালকাটা (জনসংখ্যা—১ কোটিরও বেশি)।

" জনবহুল গ্রাম—ভুবন (ওড়িশার অন্তর্গত : জনসংখ্যা প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৭১৮২ জন)।

" শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য—মহারাষ্ট্র।

" বৃষ্টিপাতের অঞ্চল—চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়)।

[খ] ভারতে প্রথম প্রবর্তিত

ছাপাখানা—১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে, হায়দারবাদের নিজামকে উপহার দেবার জন্য, ভারতে সর্বপ্রথম আনা হলেও, ছাপাখানার কাজ ভারতে সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে, মাদ্রাজে।

সংবাদপত্র—১৭৮১ খ্রীস্টব্দের ২৯ জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট' ভারতের প্রথম সংবাদপত্র।

ডাকটিকিট—ভারতে সর্বপ্রথম ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ডাকটিকিটের প্রবর্তন হয়।

টেলিগ্রাফ—১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইনের প্রবর্তন হয়। (সরকারি কাজের জন্য অবশ্য এর বহু আগে, ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়েছিল।

টেলিফোন—ভারতের সর্বপ্রথম টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায়।

স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন—স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক টেলিফোন ভারতে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে সিমলায়।

রেলগাড়ি—ভারতে সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত রেলগাড়ির প্রবর্তন হয় ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে।

বৈদ্যুতিক ট্রেন—ভারতে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ চালিত রেলগাড়ির প্রবর্তন হয় ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে, বোম্বাই ও কুরলা-র মধ্যে। ভারতের নয়াদিল্লী, কলিকাতা সহ কয়েকটি প্রধান প্রধান রেলস্টেশনে ইলেক-ট্রনিক পদ্ধতিতে টিকিট বিক্রয় ও সংরক্ষণের কাজ চালু হয়েছে,।

বেতারকেন্দ্র—ভারতের সর্বপ্রথম বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন—১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই বোম্বাই শহরে সর্বপ্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

টেলিভিশন—১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে নয়াদিল্লীতে ভারতের সর্বপ্রথম টেলিভিসন প্রদর্শন শুরু হয়। কলিকাতা কেন্দ্রটি চালু হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।

[গ] ভারতের ইতিহাস-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার নাম কী? কত দিনের পুরনো।

উঃ **'সিন্ধু-সভ্যতা'**। কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো।

২। সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে?

উঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় (বর্তমানে পাকিস্তানে)। বর্তমানে খণ্ডিত ভারতের এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৩। সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন কারা আবিষ্কার করেন?

উঃ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী ও জর্জ মার্শাল।

৪। আর্যদের মধ্যে কয়টি শ্রেণী ছিল? কি কি।

উঃ চারটি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

৫। আর্যরা কোন্ ধাতুর ব্যবহার জানত না?

উঃ লৌহের।

৬। আলেকজাণ্ডার কবে ভারতে প্রবেশ করেন?

উঃ খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে।

৭। কোন্ রাজা আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করেন? কোথায়? কবে?

উঃ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীবেষ্টিত পুরুরাজ্যের রাজা পুরু। বিতস্তা নদীর তীরে, খ্রীস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে।

৮। বিম্বিসার কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন? কোন্ শতকে?

উঃ মগধ রাজ্যের। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে।

৯। অজাতশত্রু কে? তিনি কোন্ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন?

উঃ বিম্বিসারের পুত্র। বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন।

১০। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ চন্দ্রগুপ্ত।

১১। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর নাম কি? তিনি কোথাকার লোক ছিলেন?

উঃ চাণক্য বা কৌটিল্য। তক্ষশিলার এক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

১২। কৌটিল্যের বিখ্যাত গ্রন্থ কি?

উঃ অর্থশাস্ত্র।

১৩। মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁর পিতার নাম কি।

উঃ অশোক। পিতার নাম বিন্দুসার।

১৪। সম্রাট অশোক কার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন?

উঃ বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে।

১৫। অশোকের কন্যার নাম কি? তিনি কোথায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন?

উঃ সঙ্ঘমিত্রা। তাম্রপর্ণী বা সিংহলে।

১৬। কুষাণ জাতির পরিচয় কি? কোন্ পথ দিয়ে তারা ভারতে আসে?

উঃ মধ্য-এশিয়ার যাযাবর 'ইউ-চি' জাতির একটি শাখা। তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে আসে।

১৭। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?

উঃ কণিষ্ক। পুরুষপুর (পেশোয়ার) ছিল তাঁর রাজধানী।

১৮। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কে ? তিনি কি নামে সুপরিচিত ?

উঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' নামে সুপরিচিত।

১৯। বিক্রমাদিত্যের সভার 'নবরত্ন' বলতে কে কে ?

উঃ কালিদাস, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহমিহির ও বররুচি।

২০। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, চীনদেশ থেকে কোন্ বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ভারতে এসেছিলেন ? তিনি কেন বিখ্যাত ?

উঃ ফা-হিয়েন। তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লেখার জন্যে তিনি বিখ্যাত।

২১। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন ? এদেশে তাঁর খ্যাতি কেন ?

উঃ হিউয়েন-সাঙ্। তিনি ছিলেন তাঙ্ সাম্রাজ্যের বিখ্যাত পণ্ডিত ও পরিব্রাজক। এদেশে তাঁর খ্যাতি হর্ষবর্ধনের সময়কার ভারতবর্ষের অনেক তথ্যসংবলিত বিবরণ তিনি লিখে যান ব'লে।

২২। 'শিলাদিত্য' কার উপাধি ?

উঃ হর্ষবর্ধনের।

২৩। দিল্লীতে 'দাস রাজবংশে'র প্রতিষ্ঠাতা কে ? এখনও দিল্লীতে তাঁর কী স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় ?

উঃ কুতব্উদ্দীন আইবক। দিল্লীর প্রসিদ্ধ 'কুতব্মিনার' (তিনি তার ভিত্তি স্থাপন ক'রে যান)।

২৪। কুতব্মিনারের নির্মাণকাজ কে সম্পূর্ণ করান ?

উঃ সুলতান কুতব্উদ্দিনের জামাতা ও দাস রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ইলতুৎমিস।

২৫। "তিনি ছাড়া দিল্লীর সিংহাসনে আর কোনো মহিলা বসেন নি।"—তিনি কে ?

উঃ সুলতানা রিজিয়া (ইলতুৎমিসের কন্যা)

২৬। চিতোর অধিকার করেন খিল্‌জী-বংশের কোন্‌ সুলতান? কবে?

উঃ আলাউদ্দীন খল্‌জী। ১৩০৩ খ্রীঃ অব্দে।

২৭। মেবারের কোন্‌ রানা চিতোর উদ্ধার করেন? কবে?

উঃ বীর হাম্বীর। ১৩১৮ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে।

২৮। তুগ্‌লুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ গিয়াস্‌উদ্দীন তুগ্‌লুক।

২৯। তুগ্‌লুক বংশের কোন্‌ রাজাকে 'পাগলা রাজা' বলা হয়? তাঁর আসল নাম কী?

উঃ গিয়াস্‌উদ্দীন তুগ্‌লুকের পুত্র মহম্মদ বিন্‌ তুগ্‌লুক। তাঁর আসল নাম জুনা খাঁ।

৩০। মহম্মদ বিন্‌ তুগ্‌লুকের রাজত্বকালে কোন্‌ সুপণ্ডিত পর্যটক ভারতে আসেন? তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে কোন্‌ কোন্‌ দেশের বহু তথ্য জানা যায়?

উঃ উত্তর আফ্রিকার মরক্কো-নিবাসী আরব—পর্যটন ইবন্‌ বতুতা। তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে সমসাময়িক চীন ও ভারতের বহু তথ্য জানা যায়।

৩১। ভারতে তামার নোট প্রচলন করেন কে?

উঃ মহম্মদ বিন্‌ তুগ্‌লুক।

৩২। তায়মুরলঙ্গ কে? তিনি কবে ভারত আক্রমণ করেন?

উঃ সমরকন্দের আমীর এবং ইরান (পারস্য) ও ইরাক-বিজয়ী দস্যু। তিনি ছিলেন মঙ্গোলজাতীর অন্তর্গত তুর্কীদের চাঘ্‌তাই শাখার নায়ক। ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

৩৩। দিল্লীর শেষ আফগান সুলতান কে?

উঃ ইব্রাহিম লোদী।

৩৪। ভারতবর্ষে 'মুঘল-সাম্রাজ্যের' প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর প্রকৃত নাম কী?

উঃ বাবর। প্রকৃত নাম জাহিরউদ্দীন মহম্মদ।

৩৫। ভারতে প্রথম কে যুদ্ধে কামান-বন্দুক প্রভৃতি ব্যবহার

করেন, কোথায় এবং কবে ?

উঃ বাবর ; পানিপথের প্রথম যুদ্ধে, ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে।

৩৬। বাল্যকালে সম্রাট শেরশাহের কি নাম ছিল ? পরে কি হয় ?

উঃ ফরিদ খাঁ সুর। শের খাঁ।

৩৭। যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্য শেরশাহের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ?

উঃ বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ (এই রাজপথের নাম ছিল 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' ; বর্তমানে এর নাম হয়েছে 'শেরশাহ সড়ক'।)

৩৮। ভারতের শ্রেষ্ঠ মুঘল-সম্রাট কে ? তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ?

উঃ আকবর। পিতা—হুমায়ুন ; মাতা—হামিদা বানু বেগম।

৩৯। আকবরের হিন্দু সেনাপতির নাম কি ?

উঃ অম্বরের রাজা মানসিংহ।

৪০। আকবরের সভার 'নবরত্ন'দের নাম কী কী ?

উঃ টোডরমল্ল, আবুল ফজল, বীরবল, মানসিংহ, হকিম হুসেন, মোল্লা তুপায়েজ, মীর্জা অব্‌তুল রহিম, ফৈজী, তানসেন।

৪১। 'দীন ইলাহী' কি ?

উঃ সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত নতুন ধর্মমত, যার মূলতত্ত্ব ছিল—'ঈশ্বরে বিশ্বাস'।

৪২। আবুল ফজল কে ? তিনি কেন বিখ্যাত ?

উঃ সম্রাট আকবরের অন্যতম প্রিয় অমাত্য তিনি 'আইন-ই আকবরী' ও 'আকবরনামা'—এই তুখানি অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা ক'রে বিখ্যাত।

৪৩। হলদিঘাট কি ? সেখানে কবে কার সঙ্গে আকবরের সৈন্যদের যুদ্ধ হয়েছিল।

উঃ হলদিঘাট আরাবল্লী পর্বতমালার এক গিরিসংকট। সেখানে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে মেবারের রানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ হয়েছিল।

৪৪। রানা প্রতাপের বিখ্যাত ঘোড়ার নাম কি ?

উ; চৈতক।

৪৫। জাহাঙ্গীর কে ? তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি কি উপাধি ধারণ করেন ?

উঃ আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম ; আকবরের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি 'নূর উদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ (বাদশাহ) হাজী'—এই উপাধী ধারণ করেন।

৪৬। নূরজাহান কে ? তাঁর প্রকৃত নাম কী ?

উঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্যতমা পত্নী। প্রকৃত নাম মেহরুন্নিসা।

৪৭। আগ্রায় 'ইতিমাদুদ্দোল্লাহ্' (ইৎমদ্দোল্লা) নামে যে সমাধি-সৌধ আছে, সেটি কার সমাধি-সৌধ ?

উঃ নূরজাহান-এর পিতা 'গিয়াস বেগ'র (সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে 'ইতিমাদুদ্দোল্লাহ্' উপাধি দিয়েছিলেন)।

৪৮। আগ্রায় 'তাজমহল' নামে যে সমাধি-সৌধ আছে সেটি কার সমাধি-সৌধ ?

উঃ সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ বেগমের। (শাহজাহানের মৃত্যুর পর তাঁকেও সেখানে সমাধিস্থ করা হয়)।

৪৯। মমতাজ বেগমের প্রকৃত নাম কী ? শাহজাহান তাঁকে কী উপাধি দেন ? সেই উপাধির অর্থ কী ?

উঃ আর্‌জুমন্দ বানু। শাহ্‌জাহান তাঁকে 'মমতাজমহল' উপাধি দেন। তার অর্থ 'প্রাসাদের অলঙ্কার'।

৫০। ভারতের শেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী ?

উঃ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

[খ] ভারতের 'ধর্ম' ও 'পুরাণ' বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। হিন্দুদের সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ কি ? সেটি কোন্ ভাষায় রচিত ?

উঃ বেদ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

২। বেদ কয়টি ও কি কি? বেদের অপর নাম কি?

উঃ চারটি—ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অর্থববেদ। বেদ-এর অপর নাম 'শ্রুতি'।

৩। 'গীতা' কি?

উঃ হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে-সব অমূল্য উপদেশ দেন তাই 'গীতা' নামে অভিহিত।

৪। 'উপনিষদ্' কি?

উঃ বৈদিক যুগের যে-সব শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রহ্মা বা পরমাত্মা বিষয়ক কথা আছে।

৫। 'পুরাণ' কি? হিন্দুদের বিভিন্ন 'পুরাণ' কাদের রচনা?

উঃ কোনো জাতি বা দেশের সুপ্রাচীন কাহিনী। হিন্দুদের পুরাণগুলি প্রাচীন মুনি-ঋষিদের রচনা।

৬। হিন্দুদের 'পুরাণ' কয়টি ও কি কি?

উঃ ১৮টি—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভগবৎপুরাণ, নারদপুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

৭। পৌরাণিক যুগের দুটি মহাকাব্য ও তাদের রচয়িতাদের নাম কি?

উঃ রামায়ণ ও মহাভারত। মূল সংস্কৃত 'রামায়ণ' রচনা করেন মহর্ষি বাল্মীকি; আর মূল সংস্কৃত 'মহাভারত' রচনা করেন মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস (ব্যাসদেব)।

৮। রামচন্দ্রের পিতামহ ও পিতামহীর নাম কি।

উঃ পিতামহ—অজ; পিতামহী—ইন্দুমতী।

৯। রাজা দশরথের কন্যার নাম কি? কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়?

উঃ শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১০। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের পত্নীদের নাম কি ?

উঃ ভরতের পত্নী—মাণ্ডবী ; লক্ষ্মণের পত্নী—উর্মিলা ; শত্রুঘ্নের পত্নী—শ্রুতকীর্তি।

১১। পঞ্চপাণ্ডব কে কে ?

উঃ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, ও সহদেব।

১২। অর্জুনের কয়টি বিয়ে ? স্ত্রীদের নাম কি ?

উঃ চার বিয়ে। স্ত্রীদের নাম—দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা।

১৩। অর্জুনের ধনুকের ও শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম কি ?

উঃ অর্জুনের ধনুকের নাম—গাণ্ডীব ; শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম—পাঞ্চজন্য।

১৪। 'কৌরব' বলতে কাদের বোঝায় ?

উঃ কুরুবংশীয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি ১০০ পুত্রদের।

১৫। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক'দিন ধ'রে হয় ? সেই যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কে কে বেঁচে ছিলেন ?

উঃ ১৮ দিন যুদ্ধ হয়। পাণ্ডবপক্ষে বেঁচে ছিলেন—পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি ; কৌরবপক্ষে—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা।

১৬। ইন্দ্রের ঘোড়া ও হাতির নাম কি ?

উঃ ঘোড়া—উচ্চৈঃশ্রবা ; হাতি—ঐরাবত।

১৭। কোন্ পূজায় ঘণ্টধ্বনি নিষিদ্ধ ?

উঃ লক্ষ্মীপূজায়।

১৮। সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক কে ?

উঃ (আদি) শঙ্করাচার্য।

১৯। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ? বৌদ্ধধর্মের নাম কি ?

উঃ প্রবর্তক—গৌতম বুদ্ধ। নাম—সদ্ধর্ম।

২০। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? কোন্ ভাষায় রচিত ?

উঃ ত্রিপিটক। পালিভাষায় রচিত।

২১। 'জাতক' কি ? পালিভাষায় কয়টি 'জাতক' আছে ?

উঃ বুদ্ধদেবের বিভিন্ন পূর্বজন্মের কাহিনী সম্পর্কে লিখিত পালি গ্রন্থাদি, পালি ভাষায় ৫৪৭টি জাতকের কাহিনী আছে।

২২। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তিনটি মন্ত্র কি।

উঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ; ধর্মং শরণং গচ্ছামি ; সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

২৪। ভিক্ষু, শ্রমণ ও সঙ্ঘ কি ?

উঃ ভিক্ষু—বৌদ্ধশিষ্য ; শ্রমণ—বৌদ্ধসন্ন্যাসী ; সঙ্ঘ—বৌদ্ধ-সমাজ।

২৪। বুদ্ধদেবের জন্ম হয় কোথায় ?

উঃ বিহারের অবন্তি জেলার উত্তরে কপিলাবস্তুর (কপিলবস্তু নয়) নিকটবর্তী লুম্বিনী গ্রামে (বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত রুম্মিনদেঈ নামক জায়গায়)।

২৫। বুদ্ধদেবের জন্ম, বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহানির্বাণ (মৃত্যু কোন্ তিথিতে হয়েছিল ?

উঃ বৈশাখী পূর্ণিমায়।

২৬। জৈনধর্মের প্রবর্তক কে ?

উঃ ২৪ জন তীর্থঙ্কর (জৈনধর্মপ্রচারক)। প্রথম তীর্থঙ্কর—ঋষভ-দেব, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর।

২৭। জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

উঃ সিদ্ধান্ত।

২৮। শিখধর্মের প্রবর্তক কে ? তিনি কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উঃ গুরু নানক। পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী (বর্তমান 'নানকানা') গ্রামে, ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

২৯। শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ? কে ঐ গ্রন্থ সংকলন করেন ?

উঃ গ্রন্থসাহেব। নানক ও অন্যান্য গুরুদের উপদেশগুলি সংগ্রহ করে শিখদের পঞ্চম ধর্মগুরু অর্জুন ঐ 'গ্রন্থসাহেব' সংকলন করেন।

৩০। বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক কে ?

উঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (আবির্ভাব—১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ তিরোভাব ১৫২৭ খ্রী অঃ)।

৩১। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক কে ?

উঃ রাজা রামমোহন রায় (জন্ম—১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৮৩৩ খ্রীঃ অঃ)।

৩২। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

উঃ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (জন্ম—১৮২৭ খ্রীঃ অঃ ; মৃত্যু—১৮৮৩ খ্রীঃ অঃ)।

৩৩। মুসলমানদের ধর্মের নাম কি ?

উঃ ইস্‌লাম (প্রবর্তক : হজরত মহম্মদ)।

৩৪। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

উঃ কোর-আন্ (কোরান)।

৩৫। 'হাজী' বলা হয় কাদের ?

উঃ যে সব মুসলমান মক্কায় গিয়ে তীর্থ করে এসেছেন তাঁদের।

[ঙ] ভারতের 'ভূগোল'-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। 'আর্যাবর্ত' বলতে ভারতের কোন্ অংশকে বোঝায় ?

উঃ হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু ক'রে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভূ-ভাগ।

২। 'ইন্দ্রপ্রস্থ' কেন বিখ্যাত ? কোথায় অবস্থিত ছিল ?

উঃ মহাভারতখ্যাত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ব'লে খ্যাত। বর্তমান দিল্লী শহরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

৩। 'উরুবিল্ব' কোথায় এবং কেন ইতহাস-প্রসিদ্ধ ?

উঃ বিহারের গয়া শহরের নিকটবর্তী বুদ্ধগয়ার প্রাচীন নাম। সিদ্ধার্থ এখানেই বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন বলে জায়গাটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

৪। বর্তমান 'কর্ণাটক' রাজ্যের আগেকার নাম কি ?

উঃ মহীশূর।

৫। 'কুরুক্ষেত্র' এখন কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

উঃ পঞ্জাব রাজ্যে (আম্বালা ও কর্নাল জেলায় বিস্তৃত)।

৬। 'গঙ্গোত্রী' কোথায় এবং কেন বিখ্যাত ?

উঃ হিমালয়ের তিহ্রী-গাড়োয়াল অঞ্চলে, গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে খ্যাত।

৭। 'ছোটনাগপুর' বললে কোন্ জায়গাকে বোঝায় ?

উঃ বিহার রাজ্যের রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামৌ, সিংভূম, সেরাই-কেল্লা ও খারসোয়ান জেলা নিয়ে গঠিত বিভাগকে।

৮। 'জ্বলামুখী' কী, কোথায় এবং কেন প্রসিদ্ধ ?

উঃ হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার একটি প্রাচীন শহর ও হিন্দু-তীর্থ; (এখানে 'জ্বালামুখী দেবী'-র নামে বিখ্যাত মন্দিরের নীচে কয়েকটি অগ্নিশিখা অহোরাত্র জ্বলছে)।

৯। ত্রিবাঙ্কুর কী এবং কোথায় ?

উঃ ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত, দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন দেশীয় রাজ্য ; বর্তমানে কেরল রাজ্যের অন্তর্গত।

১০। 'ধনুষ্কোটি' কি এবং কোথায় ?

উঃ তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি বন্দর ; রামেশ্বর দ্বীপে, পক্-প্রণালী ও মানব উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

১১। 'নন্দাদেবী' কী ?

উঃ হিমালয় পর্বতমালার পশ্চিমপ্রান্তের একটি শৃঙ্গ (উচ্চতা প্রায় ৭,৭৯৭ মিটার)।

১২। 'নর্মদা' কোন্ রাজ্যের নদী ?

উঃ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের।

১৩। 'নালন্দা' যেখানে ছিল, সেই জায়গার বর্তমান নাম কী ?

উঃ বড়গাঁও (বিহার রাজ্যের অন্তর্গত)।

১৪। 'নীলগিরি' কোন্ রাজ্যের একটি পার্বত্য জেলা ? তার প্রশাসনিক শহরের নাম কী ?

উঃ তামিলনাড়ু রাজ্যের। প্রশাসনিক শহর—'উতকামণ্ড'।

১৫। 'পরেশনাথ পাহাড়' কোথায়? কেন বিখ্যাত?

উঃ বিহার রাজ্যের হাজারিবাগ জেলায়। জৈন তীর্থ বলে বিখ্যাত। (জৈনদের অন্যতম গুরু পার্শ্বনাথ এই জায়গায় নির্বাণ লাভ করেন।)

১৬। প্রাচীন পাটলিপুত্র বর্তমান কালের কোন্ জায়গায় ছিল?

উঃ বর্তমানকালে পাটনা শহর যেখানে, সেইখানে ছিল (প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী) পাটলিপুত্র।

১৭। 'বক্সার' কী এবং কোথায়? কেন বিখ্যাত?

উঃ কাশীর কাছে, গঙ্গাতীরবর্তী একটি শহর। এই জায়গায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই কারণে বিখ্যাত।

১৮। 'বদরীনাথ' কী এবং কোথায়?

উঃ উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল জেলার একটি হিন্দুতীর্থ; হিমালয়ের একটি উপত্যকায় অবস্থিত (এখানকার 'বদরী নারায়ণ' মন্দিরে বিষ্ণু-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।)

১৯। 'বিন্ধ্যাচল' কী বিন্ধ্যপর্বত? না হ'লে কী এবং কোথায়?

উঃ বিন্ধ্যাচল বিন্ধপর্বত নয়। উত্তরপ্রদেশের একটি পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর শহর ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

২০। 'ব্রহ্মপুত্র' নদ কোথা থেকে বেরিয়ে ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোথায় গিয়ে পড়েছে?

উঃ 'মারিয়াম লা' নামে হিমালয়ের এক শৃঙ্গ থেকে বেরিয়ে, তিব্বত হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মেঘালয় ও আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, বাংলাদেশের গোয়ালন্দে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিশে, অবশেষে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। (তিব্বতে এই নদের নাম 'সাংপো'; মেঘালয়ে ও আসামে এর নাম 'ডিহং')।

২১। 'মগধ' ভারতের কোন্ অংশে ছিল?

উঃ বর্তমান বিহার রাজ্যের দক্ষিণাংশে।

২২। 'মছলিপট্টম' (মসলিপত্তম্) কি এবং কোথায় ?

উঃ সামুদ্রিক বন্দর ; অন্ধ্রপ্রদেশের করোমণ্ডল উপকূলে।

২৩। এখনকার কোন্ এলাকা পূর্বকালে 'মিথিলা' নামে পরিচিত ছিল ?

উঃ এখানকার বিহার রাজ্যের 'ত্রিহুত' এলাকা।

২৪। ব্রিটিশ আমলের 'যুক্ত প্রদেশ' এখানকার কোন্ রাজ্য ?

উঃ উত্তরপ্রদেশ।

২৫। 'লছমন্ ঝোলা' (লছমন্ ঝুলা) কি এবং কোথায় ?

উঃ উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন জেলায় একটি গ্রাম।

২৬। 'শিবসাগর' কি সাগর ? না হ'লে, কি ?

উঃ সাগর নয় ; আসামের একটি সহর।

২৭। 'সহ্যাদ্রি, কাকে বলা হয় ?

উঃ দক্ষিণ-ভারতের 'পূর্বঘাট' পর্বতকে।

২৮। 'হুগলী নদী' কোন্ দুটি নদীর মিলিত রূপ ?

উঃ গঙ্গার শাখানদী 'ভাগীরথী' আর (গঙ্গার শাখা) পদ্মার শাখানদী 'জলঙ্গী'র মিলিত রূপ।

[চ] ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের

সাহিত্য :

১। ভারতের কোন্ মহাকাব্য সবচেয়ে বড়। আদি মহাভরত কে লেখেন এবং কোন্ ভাষার ?

উঃ মহাভারত। মহর্ষি ব্যাসদেব (বা বেদব্যাস) আদি মহাভারত লেখেন সংস্কৃত ভাষায়।

২। হিন্দীভাষায় কে প্রথম 'রামায়ণ' রচনা করেন ? সেই 'রামায়ণ'-এর কি নাম ?

উঃ কবি ও সাধক তুলসীদাস। তাঁর 'রামায়ণ'-এর নাম 'রাম-রচিত মানস'।

৪। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে ?

উঃ মহাকবি কালিদাস।

৪। 'পঞ্চতন্ত্রম্' গ্রন্থের রচয়িতা কে? তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উঃ বিষ্ণুশর্মা জন্মস্থান—বিদর্ভ (বর্তমান মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত)।

৫। কবি বিদ্যাপতি কোন্ রাজার সভাকবি ছিলেন? তাঁর কোন্ রচনা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ?

উঃ বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি। তাঁর রচিত 'রাধাকৃষ্ণ'-বিষয়ক পদাবলীই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

৬। 'কথাসরিৎসাগরম্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উঃ কবি সোমদেব ভট্ট।

৭। 'বৈকুণ্ঠের উইল' আর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' কার রচনা?

উঃ বৈকুণ্ঠের উইল' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, আর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

৮। 'অপু' কোন্ বাংলা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র?

উঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী'-র।

৯। "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"—একথা কোন্ বাংলা উপন্যাসে কে কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছে?

উঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে 'নবকুমার'-কে উদ্দেশ্য করে 'কপালকুণ্ডলা' বলেছে।

১০। 'বল বীর, চির উন্নত মম শির।'—এ-কথা কোন্ কবির কোন্ কবিতায় আছে?

উঃ কবি নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায়।

১১ 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'—এই লাইনটি কোন্ কবির কবিতায় আছে?

উঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

বিজ্ঞান :

১২। ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনির আগেই ভারতের কোন্ বিজ্ঞানী বেতার-যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন?

উঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টির যে-যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, সেই যন্ত্রই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম

বেতারে সংবাদ প্রেরণের সূচনা করে। তাঁর উদ্ভাবিত তথ্যাদির উপরে ভিত্তি ক'রেই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর জি. মার্কনি বেতার-যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।)

১৩। 'ক্রেস্কোগ্রাফ' কি? সেটি কে উদ্ভাবন করেন?

উঃ 'ক্রেস্কোগ্রাফ' একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। তার সাহায্যে উদ্ভিদাদির উপরে আঘাতজনিত উত্তেজনার সাড়া রেকর্ড করা যায়। তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, চেতনা আছে। এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

১৪। রসায়ন-বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কি?

উঃ 'মার্কিউরাস নাইট্রেট' নামক একটি যৌগিক উপকরণ।

১৫। 'কালাজ্বর' নিরাময়ের বিখ্যাত ওষুধটির নাম কী? সেটি কে আবিষ্কার করেন?

উঃ 'ইউরিয়া স্টিবামিন'। আবিষ্কার করেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১৬। 'রামন্ এফেক্ট কী? এটি কে কবে উদ্ভাবন করেন?

উঃ গবেষণাদ্বারা আলোক ও পরমাণু বিষয়ে উদ্ভাবিত অভিনব তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭। ভারতের কোন্ বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন?

উঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে)।

১৮। 'বসু-আইনস্টাইন তথ্য' যাঁদের নামে চিহ্নিত তাঁরা কে কে?

উঃ ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জার্মানীর বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

১৯। ভারতে পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত আঙ্কিক শিক্ষা ও গবেষণার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি।

উঃ 'ইন্সটিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' বা পরমাণু বিজ্ঞান

গবেষণাগার। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত)।

২০। ভারতের প্রথম ও বৃহত্তম পরমাণুশক্তি গবেষণাগার কোন্‌টি ? কোথায় অবস্থিত ?

উঃ 'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার'। বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী ট্রম্বেতে অবস্থিত ?

২১। ভারতে নির্মিত প্রথম রকেট কবে কোথা থেকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ?

উঃ ১৯৬৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কেরলের ত্রিবান্দ্রামের নিকটবর্তী থুম্বা-র উৎক্ষেপণ-ঘাঁটি থেকে।

২২। কবে এবং কোথা থেকে ভারত তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠায় ? সেই উপগ্রহের নাম কী ?

উঃ ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল মস্কো শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বেয়ার্স লেক মহাকাশ ঘাঁটি থেকে বেলা ১ টার সময় রুশ-বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'-কে মহাকাশে পাঠায়।

২৩। ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'-এর নামটি কার নামানুসারে রাখা হয় ?

উঃ প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টের নামানুসারে।

২৪। ভারত কবে এবং কোথায় প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় ?

উঃ ১৯৭৪ সালে ১৮ মে, সকাল ৮টা ৫ মিনিটের সময় রাজস্থানে মরু এলাকায়।

২৫। 'আর্যভট্ট' উপগ্রহের পর ভারতের আর যে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয় তাদের কী নাম ?

উঃ দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের নাম 'ভাস্কর' এবং তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের নাম 'রোহিণী'

২৬। ভারতের মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের তৈরি প্রথম ভূসমলয় কৃত্রিম

উপগ্রহের নাম কি ? সেটি কবে কোথা থেকে কাদের সহযোগিতায় মহাকাশে পাঠানো হয় ?

উঃ নাম—'অ্যাপল'। ১৯৮১ সালের জুন মাসের শেষ দিকে ফরাসী গায়ানার ছোট্ট উপনগরী 'কুরু' থেকে ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থার সহযোগিতায় ('এরিয়েন' নামক রকেটের সাহায্যে) মহাকাশে পাঠানো হয়।

২৭। 'অ্যাপল' নামটি কি ক'রে হ'লো ?

উঃ আসলে 'অ্যাপল্' (APPLE) কথাটি হ'লো 'এরিয়েন প্যাসেঞ্জার পে-লোড এক্সপেরিমেণ্ট' (Arien Passenger Pay Load Experiment)-এর সংরক্ষিত রূপ (প্রত্যেক কথার আদ্যক্ষর নিয়ে)।

২৮। ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি' কোন দেশের তৈরী ?

উঃ ভারতের নিজ প্রযুক্তিবিদ্যায় তৈরী।

২৯। কবে এর উৎক্ষেপণ সফল হল ?

উঃ ১৯৮৯ সালের ২২শে মে।

৩০। ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ভূমি থেকে ভূমি "ত্রিশূল" কবে পরীক্ষা করা হল এবং সফল কিনা বল ?

উঃ "ত্রিশূল" ১৯৮৯ সালের ৫ই জুন পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষার ফল সফল হয়েছে।

[ছ] ভারতের খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। ভারতের জাতীয় খেলা কি ?

উঃ হা-ডু-ডু (কপাটি বা কাবাডি)

২। 'অর্জুন' পুরস্কার বলতে কি বোঝায় ?

উঃ ভারত সরকার প্রতি বছর খেলাধূলার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্‌দের যে পুরস্কার দেন তার নাম।

৩। 'আই. এফ. এ.' বলতে কি বোঝায় ?

উঃ ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

৪। 'আই. এফ. এ.' কবে ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

উঃ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে, কলিকাতায়।

৫। 'আই. এফ. এ. শীল্ড' প্রতিযোগিতা কবে শুরু হয়? কোন্ দল সর্বপ্রথম এই শীল্ড জয় করে?

উঃ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়। সর্বপ্রথম রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স 'আই. এফ্. এ শীল্ড' জয় করে।

৬। ভারতীয় ফুটবলদের মধ্যে প্রথম কোন্ দল 'আই. এফ. এ শীল্ড' লাভ করে? কবে?

উঃ 'মোহনবাগান' দল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে।

৭। 'সন্তোষ ট্রফি, বলতে কি বোঝায়?

উঃ ভারতের জাতীয় (বা আন্তঃরাজ্য) ফুটবল প্রতিযোগিতায় যে ট্রফি (বা পুরস্কায়) দেওয়া হয়, তার নাম (ট্রফি বলতে এখানে কাপ)।

৮। 'সন্তোষ ট্রফি-র খেলা কবে থেকে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে? কার নামানুসারে ট্রফির এইরকম নামকরণ হয়েছে?

উঃ ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকে। 'আই. এফ্. এ'-র অন্যতম প্রাক্তন সভাপতি 'মহারাজা অব্ সন্তোষ' (অর্থাৎ, সন্তোষ নামক পূর্ববঙ্গের এক জায়গার জমিদার)-এর নামানুসারে 'সন্তোষ ট্রফি' নামটি হয়েছে।

৯। 'রোভার্স কাপ' প্রতিযোগিতা কি?

উঃ ভারতীয় ফুটবল জগতের এক বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্রীড়ানুষ্ঠান।

১০। 'রোভার্স কাপ' প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু হয়েছে? ভারতের কোন্ জায়গায় এই ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়?

উঃ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'রোভার্স কাপ' প্রতিযোগিতার সূত্রপাত। প্রতিবছর বোম্বাই শহরে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়ে থাকে।

১১। 'ডুরাণ্ড কাপ' প্রতিযোগিতা কি?

উঃ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা।

১২। 'ডুরাণ্ড কাপ' প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু হয়েছে? ভারতের কোন জায়গায় এই ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়?

উঃ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'ডুরাণ্ড কাপ' প্রতিযোগিতার সূত্রপাত।

ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রতিযোগিতার খেলা হত শৈলশহর সিমলায়। বর্তমানে হয় রাজধানী শহর দিল্লীতে।

১৩। 'সুব্রত মুখার্জী কাপ' কোন্ খেলায় দেওয়া হয়? এই সুব্রত মুখার্জী কে?

উঃ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলগুলির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়, তার চূড়ান্ত বিজয়ী দলকে এই কাপ দেওয়া হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধিনায়ক প্রয়াত এয়ার-মার্শাল সুব্রত মুখার্জী।

১৪। 'রঞ্জি ট্রফি' কি?

উঃ ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল পুরস্কার-রূপে যে সোনার কাপ পায়, তার নাম।

১৫। 'রঞ্জি ট্রফি' প্রতিযোগিতা কবে থেকে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে? রঞ্জি কার নাম?

উঃ ১৯৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'রঞ্জি ট্রফি' প্রতিযোগিতার সূত্রপাত। রঞ্জি হলেন প্রয়াত বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট-খেলোয়াড় রণজিত সিং।

১৬। ভারতবর্ষের কোন্ খেলোয়াড় 'হকির জাদুকর' নামে বিশ্ব-বিখ্যাত?

উঃ ধ্যানচাঁদ।

১৭। 'বেটন (বাইটন) কাপ' কি?

উঃ ভারতীয় হকি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিজয়ী দলের প্রাপ্য পুরস্কার।

১৮। 'বেটন (বাইটন) কাপ' হকি প্রতিযোপিতা কবে থেকে শুরু হয়েছে? এই প্রতিযোগিতার খেলা বছরের কোন্ সময় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে?

উঃ এই প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে এই প্রতিযোগিনার খেলা কলিকায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১৯। 'বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতের হকিদল কোন্ সালে

কোথায় কোন্ দেশের হকিদলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয় ? কয় গোলে ?

উঃ ১৯৭৫ সালে কুয়লোমপুরে পাকিস্তানের হকিদলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ভারতীয় হকিদল চ্যাম্পিয়ন হয়।

২০। কোন্ বছর ভারতে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ? তাতে কোন্ দেশের প্রতিযোগীরা যোগ দেন ? কোথায় কোথায় খেলা হয় ? সেই প্রতিযোগিতায় কোন্ দেশের প্রতিযোগীদের সাফল্য সবচেয়ে বেশি ?

উঃ ১৯৭৭ সালে। ভারত, চীন জাপান ও থাইল্যাণ্ডের প্রতিযোগীরা যোগ দেয়। বোম্বাই, অমৃতসর, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় খেলা হয়। সর্বাধিক সাফল্য চীনের।

২১। ভারতে সর্বপ্রথম কার উদ্যোগে কবে ও কোথায় বেতার স্থাপিত হয় ?

উঃ 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী' নামে একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে ১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই বোম্বাই ও কলিকাতায় বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

২২। ভারত-সরকার কবে থেকে বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার সম্পূর্ণ অধিকরণ করেন এবং কিভাবে ?

উঃ ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে বেসরকারি 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর মালিকানা গ্রহণ করেন ভারত সরকার। ঐ বছর ১লা এপ্রিল থেকে সরকার-পরিচালনাধীন 'বেতার প্রচার' ব্যবস্থার নামকরণ হয় 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রড্ কাস্টিং'।

২৩। ভারতীয় বেতারের নামকরণ কবে থেকে হয় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ?

উঃ ১৯৩৬ সাল থেকে। তখন থেকেই ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর স্বতন্ত্র একটি দপ্তরে পরিণত হয়।

২৪। কবে থেকে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'-র নাম হয় 'আকাশবাণী' ?

উঃ ১৯৫৭ সাল থেকে (রবীন্দ্রনাথ 'বেঁচে' কবিতায় বেতারের নাম উল্লেখ করেছিলেন—'আকাশবাণী' বলে)।

২৫। বর্তমানে ভারত-সরকারের অধীনে 'আকাশবাণীর' কতগুলি কেন্দ্র আছে ?

উঃ বর্তমানে 'আকাশবাণী-র ৭১টি কেন্দ্র, ৪টি উপকেন্দ্র ও ২টি বিবিধভারতী তথা বাণিজ্যকেন্দ্র আছে।

২৬। ভারতে সর্বপ্রথম কবে ও কোথায় বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশন সূচীর উদ্বোধন করা হয় ?

উঃ ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, নয়াদিল্লীতে।

২৭। ভারতে এখন মোট কয়টি বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশন-কেন্দ্র আছে এবং কোথায় কোথায় ?

উঃ মোট ১২টি—নয়াদিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, পুণে, শ্রীনগর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, ও লক্ষ্ণৌ হায়দ্রাবাদ, ত্রিবান্দ্রম, গৌহাটি, কটক ; বর্তমানে আরও কয়েকটি কেন্দ্র উপকেন্দ্র হয়েছে।

২৮। কলিকাতায় কবে থেকে বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হয়েছে ?

উঃ ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট থেকে।

২৯। ভারতে সর্বপ্রথম কবে এবং কোথায় নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ? কে প্রদর্শন করেন ?

উঃ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুলাই বোম্বাই শহরের ওয়াটসন হোটেলে। লুমিয়র ভ্রাতৃদ্বয় সেই নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেছিলেন।

৩০। ভারতে কে সর্বপ্রথম নির্বাক কাহিনী-চিত্র তৈরি করেন এবং কবে ? সেই চলচ্চিত্রের নাম কি ছিল ? কবে কোথায় সর্বপ্রথম সেই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ?

উঃ ১৯১২ খ্রীস্টব্দে বোম্বাইয়ে দাদাভাই ফাল্‌কে সর্বপ্রথম একটি কাহিনী-চিত্র তৈরি করেন। তার নাম ছিল 'হরিশ্চন্দ্র'। বোম্বাই শহরের করোনেশন চিত্রগৃহে সেই চলচ্চিত্রটি ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়।

৩১। প্রথম বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্রের নাম কি ? সেটি কবে, কোথায়, কার প্রযোজনায় তোলা হয়।

উঃ 'নল-দময়ন্তী'। জে. এফ. ম্যাডানের প্রযোজনায় সেটি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় তোলা হয়।

৩২। ভারতে সবাক্ চলচ্চিত্রের আরম্ভ কবে থেকে? প্রথম ভারতীয় সবাক্ চলচ্চিত্র কোন্‌টি?

উঃ—১৯৩১ খ্রীঃ থেকে প্রথম ভারতীয় সবাক্ চলচ্চিত্রের নাম—'আলম-আরা'।

৩৩। প্রথম বাংলা সবাক্ চলচ্চিত্রের নাম কি? সেটি কোন্ বছর তোলা হয়?

উঃ 'জামাই-ষষ্ঠী'। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে।

৩৪। চলচ্চিত্র-নির্মাণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য ভারতের কোন্ চলচ্চিত্র-পরিচালক দেশ ও বিদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার লাভ করেছেন?

উঃ সত্যজিৎ রায়।

৩৫। ভারতের কোন সবাক্ চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায় এবং কবে? সেই চলচ্চিত্রের পরিচালক কে ছিলেন?

উঃ মারাঠি ভাষায় তোলা 'শাম্‌চি আই'। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে। সেই চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন—পি. কে. আত্রে।

৩৬। কোন্ বাংলা সবাক্ চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায়? কবে এবং সেই চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

উঃ 'পথের পাঁচালী'। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে। সেই চলচ্চিত্রের পরিচালক—সত্যজিৎ রায়।

৩৭। 'ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়া' কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সেখানে কি কি শেখা যায়?

উঃ ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে। সেখানে চিত্রনাট্য-লিখন-পদ্ধতি, চলচ্চিত্র-পরিচালনা, চলচ্চিত্রের ফটোগ্রাফ-পদ্ধতি, সাউণ্ড রেকর্ডিং ও সাউণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং,

চলচ্চিত্রাভিনয়, চলচ্চিত্র-সম্পাদনা এবং দূরবীক্ষণ সম্পর্কিত নানা বিষয় শেখা যায়।

৩৮। 'সঙ্গীতনাটক আকাদেমি' প্রধানত কি কি কাজ ক'রে?

উঃ সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক বিষয়ে প্রতিযোগিতা, সেমিনার সঙ্গীত-সমারোহ বা উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করা, কৃতি শিল্পীদের প্রতি বছর জাতীয় পুরস্কার প্রদান, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের বিভিন্ন সংস্থাকে নানাবিধ আনুকূল্য দান, প্রথিতযশা শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য এবং শিক্ষানবিশ শিল্পীদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা আকাদেমির প্রধান কর্মসূচীর অন্তর্গত। তাছাড়া, এই আকাদেমি সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ওপর গবেষণাকার্যে উৎসাহ দেবার জন্য আর্থিক সাহায্য ক'রে থাকেন এবং গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। নৃত্য ও অভিনয় শিক্ষা দেবার জন্য এই আকাদেমি তিনটি 'জাতীয় সংস্থা' ও গঠন করেছেন। তা হল—নয়াদিল্লীর 'কত্থক কেন্দ্র', ইম্ফল শহরে অবস্থিত 'জওহরলাল নেহরু মণিপুর ড্যান্স আকাদেমি আর, নয়াদিল্লীর 'দি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা অ্যাণ্ড এশিয়ান থিয়েটার ইন্সটিটিউট'।

৩৯। 'ললিতকলা আকাদেমি কি? এই প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত এবং তার প্রধান প্রধান কাজ কি?

উঃ ভারত সরকারের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত চারুশিল্প বিষয়ক একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। এই আকাদেমির প্রধান কাজের মধ্যে পড়ে চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের শিবির সংগঠন, চারুশিল্প বিষয়ে সেমিনার ও বক্তৃতামালার আয়োজন, শিল্পকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, শিল্পকলা সম্পর্কিত মূল্যবান পুস্তকাদি প্রকাশন ইত্যাদি। প্রতি বছর একটি 'জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী' (অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিষয়ে) এবং প্রতি তিন বছর অন্তর একটি আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করে থাকেন এই আকাদেমি। তাছাড়া, এই সংস্থা স্বীকৃত ললিতকলা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য দেন এবং কৃতী শিল্পীদের ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করেন।

৪০। 'সাহিত্য আকাদেমি' কোথায় এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ নয়াদিল্লীতে ; ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪১। কোন্ কোন্ বিষয়ে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হয় ?

উঃ ১। সাহিত্য ২। ললিতকলা ৩। সঙ্গীত—এই তিনটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হয়।

৪২। কোন্ বাঙালী লেখক সর্বপ্রথম সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন ?

উঃ সর্বপ্রথম ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙালী কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক কাব্যের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

৪৩। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে কোন বাঙালী লেখক এবং কোন গ্রন্থের জন্যে সাহিত্য আকাদেমি থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন ?

উঃ রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা দর্পণ' গ্রন্থের জন্যে।

৪৪। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে কোন্ বাঙালী এবং কোন্ গ্রন্থের জন্যে সাহিত্য আকাদেমি থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন ?

উঃ শ্রীযুক্তা কমল দাশ, তাঁর 'অমৃতস্য পুত্রী' গ্রন্থের জন্যে।

৪৫। 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' কবে প্রবর্তিত হয় ?

উঃ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। বাংলা সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের জন্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

৪৬। 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' কবে প্রবর্তিত হয় ?

উঃ ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা।

পৃথিবীর কথা

১। পৃথিবী কী ?

উঃ সূর্যের একটি গ্রহ ; সূর্যকে ঘিরে অনবরত ঘুরে চলেছে।

২। পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল কী ভাবে ?

উঃ কোনো এক সুদূর অতীতকালে, সূর্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অগ্নিপিণ্ড থেকে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল গলিত ধাতুর উত্তপ্ত সমুদ্রের মতো। তারপর বহুকাল পরে ওর ওপর-কার একভাগ স্তর ঠাণ্ডা কঠিন হয়ে মাটিতে পরিণত হ'লে তা আদিম মানুষের বাসের উপযোগী হয়।

৩। পৃথিবীর বয়স কত ?

উঃ আনুমানিক ৩০০ কোটি বছর। (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী হ্যারল্ড হাউয়ের মতে)। আবার অনেকের ধারণা প্রায় ৫০০ কোটি বছর।

৪। পৃথিবীর আকৃতি কেমন ?

উঃ গোলাকৃতি ; তবে, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে কিছুটা চাপা।

৫। পৃথিবীর ব্যাস কত ?

উঃ পূর্ব-পশ্চিম ব্যাসের পরিমাণ ১২ হাজার ৬৮২ কিমি. ; উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসের পরিমাণ ১২ হাজার ৬৩৮ কিমি।

৬। পৃথিবীর আয়তন ও গতিবেগ কত ?

উঃ আয়তন—প্রায় ৫১ কোটি ২২ লক্ষ বর্গ-কিমি। গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ কিমি।

৭। পৃথিবী থেকে আকাশ নীল বর্ণের দেখায় কেন ?

উঃ মহাশূন্যে সূর্যের সাতটি রঙ বিচ্ছুরিত হলেও পৃথিবী থেকে

সূর্যের শুধু নীল রঙটাই চোখে ধরা পড়ে। তাই মাথার ওপরকার মহাশূন্য বা আকাশ নীল বর্ণের দেখায়।

৮। গ্রহ আর নক্ষত্রের মধ্যে তফাত কোথায়?

উঃ মহাশূন্যে গ্রহ আর নক্ষত্র দুইই আছে। নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে। রাত্রে যেগুলি মিটমিট ক'রে জ্বলছে দেখা যায়, সেগুলি নক্ষত্র। আর যেগুলি স্থিরভাবে উজ্জ্বল, সেগুলি গ্রহ। গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোতে ওদের আলোকিত দেখায়। গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু নক্ষত্রেরা নিশ্চল। সৌর জগতে নক্ষত্র অগণিত, কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

৯। সূর্য কি?

উঃ সূর্য একটি নক্ষত্র। সোনা, রুপা, সীসা, লোহা প্রভৃতি অসংখ্য ধাতু এবং অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের তপ্ত কণিকা মিলে সূর্যের দেহ গঠিত। সবকিছুই রয়েছে বাষ্পের বা গ্যাসের আকারে।

১০। পৃথিবীর মতো সূর্যের আর কয়টি গ্রহ আছে? তাদের নাম কি?

উঃ পৃথিবী বাদে সূর্যের আরও আটটি গ্রহ আছে। তাদের নাম বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। বর্তমানে দশম একটি গ্রহ আবিষ্কারের দাবি করা হয়েছে—এর নাম দেওয়া হয়েছে ভলকান।

১১। কোন্ গ্রহ আয়তনে সবচেয়ে বড় এবং কোন্‌টি সবচেয়ে ছোট?

উঃ সবচেয়ে বড় গ্রহ—বৃহস্পতি। আর সবচেয়ে ছোট গ্রহ—বুধ।

১২। সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব কত?

উঃ বুধের দূরত্ব ৫ কোটি ৮০ লক্ষ কিমি; শুক্রের—১০কোটি ৮১ লক্ষ কিমি; পৃথিবীর—১৫ কোটি কিমি; মঙ্গলের—২২ কোটি ৮৫ লক্ষ কিমি; বৃহস্পতির—৭৭ কোটি ৫৫ লক্ষ কিমি; শনির—১৪২

কোটি ৭০ লক্ষ কিমি ; ইউরেনাসের—২৮৭ কোটি কিমি ; নেপচুনের ৪৫০ কোটি ৩০ লক্ষ কিমি ; প্লুটোর—৫৯৫ কোটি কিমি।

১৩। সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহের কত দিন লাগে ?

উঃ পৃথিবীর লাগে ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিন (বা এক বছর) ; বুধের লাগে ৮৮ দিন ; শুক্রর লাগে প্রায় ২২৫ দিন। সেইরকম, মঙ্গলের ৬৮৭ দিন ; বৃহস্পতির ১১·৮৬ বছর, শনির ২৯·৪৫ বছর, ইউরেনাসের ৪৮ বছর, নেপচুনের ১৬৫ বছর, আর প্লুটোর ২৪৮ বছর লাগে।

১৪। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য কত গুণ বড়।

উঃ প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় ?

১৫। পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌঁছতে কত সময় লাগে ?

উঃ আট মিনিট ষোল সেকেণ্ড।

১৬। চাঁদ কী ? চাঁদে কি কি আছে ?

উঃ চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ (কেননা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে) চাঁদে বাতাস নেই, জল নেই, তাই কোন প্রাণীও সেখানে নেই ; আছে শুধু পাহাড়-পর্বত, নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি, অনেক রকম গর্ত ইত্যাদি।

১৭। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত ?

উঃ ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৮ শত কিমি।

১৮। পৃথিবীতে চাঁদের আলো পৌঁছতে কত সময় লাগে ?

উঃ প্রায় ১ সেকেণ্ড।

১৯। পৃথিবীতে চাঁদের যে আলো আসে, সেটা কি চাঁদের নিজের তেজ ?

উঃ না, চাঁদের নিজের কোন তেজ নেই। যখন সূর্যকিরণ চাঁদের ওপর পড়ে, তখন সেই আলো পৃথিবীতে প্রতিফলিত হয়,—সেই আলোকেই আমরা জ্যোৎস্না বা চন্দ্রকিরণ বলি।

২০। চাঁদের কলঙ্ক বলতে কি বোঝায় ?

উঃ পূর্ণিমা তিথিতে-গোল চাঁদের দিকে তাকালে কিছু অংশ

উঁচু-নিচু মনে হয়—তাকেই বলা হয় চাঁদের কলঙ্ক। আসলে চাঁদে যে পাহাড়-পর্বত ও গর্ত আছে, তাতে সূর্যকিরণ পড়ে না ব'লেই কলঙ্কের মতো দেখায়।

২১। পূর্ণিমা কাকে বলে? (বা কি ক'রে পূর্ণিমা হয়?)

উঃ যে-সময় চাঁদ পৃথিবীর পিছনে যায়, সে-সময় চাঁদের উজ্জ্বল অংশের সবটাই আমরা দেখতে পাই। যে-তিথিতে এমনটা ঘটে, সেই তিথিকে বলা হয় পূর্ণিমা।

২২। অমাবস্যা কাকে বলে? (বা কি ক'রে অমাবস্যা হয়?

উঃ যে-সময় চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, সে-সময় চাঁদের উজ্জ্বল অংশটা পড়ে সূর্যের দিকে; তার ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদকে আর দেখা যায় না, সব তখন অন্ধকার। যে-তিথিতে এমনটা ঘটে, সেই তিথিকে বলা হয় অমাবস্যা।

২৩। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ বলতে কি বোঝায়?

উঃ পৃথিবী যে-সময় নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ ও সূর্যের মাঝপথে একই সমরেখায় আসে, সে-সময় পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে চাঁদের ওপর' তাকেই বলা হয়—চন্দ্রগ্রহণ। আর, চাঁদ যে-সময় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝপথে একই সমরেখায় আসে, সেই সময় সূর্য আড়ালে প'ড়ে যায় এবং চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপরে এসে পড়ে; তাকেই বলা হয়—সূর্যগ্রহণ।

২৪। কোন্ তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং কোন্ তিথিতে হয় সূর্যগ্রহণ?

উঃ পূর্ণিমায় হয় চন্দ্রগ্রহণ; আর, সূর্যগ্রহণ হয় অমাবস্যায়।

২৫। কোন্ কোন্ তারিখে পৃথিবীর সব জায়গায় দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান?

উঃ ২১ মার্চ আর ২২ সেপ্টেম্বর।

২৬। পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত?

উঃ মেরুপ্রদেশে।

২৭। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ কাকে বলে? কয়টা ও কি কি?

উঃ পৃথিবীর উত্তর প্রান্তভাগ ও দক্ষিণ প্রান্তভাগকে মেরুপ্রদেশ বলে। মেরুপ্রদেশ দুটি—সুমেরু বা উত্তর মেরু; আর, কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু।

২৮। পৃথিবী থেকে কোন্ গ্রহকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়?

উঃ শুক্র গ্রহকে।

২৯। পৃথিবী থেকে রাতের আকাশে কোন্ নক্ষত্রকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়?

উঃ 'লুব্ধক' নক্ষত্রকে।

৩০। ধ্রুবতারার (বা ধ্রুবনক্ষত্রের) বিশেষত্ব কি?

উঃ উত্তর আকাশের দিকে লক্ষ্য করলে একটি নিশ্চল উজ্জ্বল তারা দেখা যাবে। সেদিকে মুখ ক'রে যতই অগ্রসর হওয়া যাবে, তারাটিকে ততই আকাশের উপরে উঠছে ব'লে মনে হবে এবং উত্তর মেরুতে পৌঁছলে তাকে ঠিক মাথার উপরে দেখা যাবে। সেই তারাটিই ধ্রুবতারা (বা ধ্রুবনক্ষত্র)। এই তারার উদয়-অস্ত নেই। নাবিকেরা এই ধ্রুবতারাকে দেখেই দিক নির্ণয় করে।

৩১। শুকতারা ও সন্ধ্যাতারার বিশেষত্ব কি?

উঃ শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা আসলে দু'টি তারা বা নক্ষত্র নয়, একটি গ্রহ, অর্থাৎ শুক্রগ্রহ। সন্ধ্যাকালে পশ্চিমকাশে এই গ্রহটিকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। তখন আমরা তাকে বলি সন্ধ্যাতারা। আবার, রাত্রিশেষে ভোরের আকাশে এই গ্রহটিকেই উজ্জ্বল তারার মতো দেখা যায়। তখন আমরা তাকে বলি শুকতারা।

৩২। ধুমকেতু কি?

উঃ ধূমকেতু এক ধরনের বাষ্পীয় জিনিস বা জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর আকর্ষণে কখনো কখনো এই ধরনের জোতিষ্ক হঠাৎ পৃথিবীর আকাশে দেখা দিয়ে মহাকাশে মিলিয়ে যায়। দেখতে অনেকটা ঝাঁটার মতো, উজ্জ্বল লম্বা লেজ বিস্তার ক'রে উদিত হয়। (কতকগুলি ধূমকেতু

নির্দিষ্ট সময় অন্তর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আবার কতকগুলি একবার দেখা দিলেও, ভবিষ্যতে আবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের দেখা যাবে কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত জানা যায় না।

৩৩। উল্কা কি?

উঃ গ্রহ-উপগ্রহ যেমন আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে কতকগুলি ধাতুপিণ্ড বা শক্ত পদার্থ। ঘুরতে ঘুরতে যখন এইসব ধাতুপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্যে এসে পড়ে, তখন বাতাসের ঘর্ষণে সেগুলো জ্বলে ওঠে। জ্বলন্ত অবস্থায় কতকগুলি আকাশেই নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনো কোনোটি আবার পৃথিবীর ওপরে এসে পড়ে। এদেরকে বলা হয় উল্কা। (বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সূর্যের আকর্ষণে ধূমকেতু যখন মহাশূন্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে তখনই তা উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়।)

৩৪। মেঘ কি?

উঃ সূর্যকিরণ বা রোদের তাপে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী খাল-বিল ইত্যাদির জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়। সেই বাষ্প ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাষ্পীয় জলকণায় পরিণত হয়ে মেঘের আকারে ঘুরে বেড়ায়।

৩৫। বিদ্যুৎ ও বজ্র কি?

উঃ দু'টি মেঘখণ্ড যখন কাছাকাছি এসে পড়ে তখন পরস্পরের আকর্ষণের ফলে যে-শক্তির ঝিলিক দেখা যায়, তারই নাম—বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ যখন বায়ুস্তর ভেদ ক'রে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে সঞ্চারিত হয়ে তপ্ত বায়ুতে প্রবল শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে, তখন তাকেই আমরা বলি—বজ্র (বা বাজ)।

৩৬। রামধনু কি?

উঃ মেঘের স্বচ্ছ জলকণার ওপর যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে, তখন সূর্যকিরণের সাতটি রঙ প্রতিফলিত হয়ে সাতরঙা 'রামধনু'-র সৃষ্টি করে।

৩৭। কুয়াশা কি?

উঃ বাতাসের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে. তা ঠাণ্ডার সংস্পর্শে ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। বাতাসে ভাসা সেই ধরনের রাশি রাশি জলকণার সমষ্টিকেই বলা হয়—কুয়াসা।

৩৮। শিলাবৃষ্টি কি ?

উঃ সাধারণ বৃষ্টির সময় জলের ফোঁটাগুলি ক্ষেত্রবিশেষে প্রচণ্ড বায়ুবেগে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে পৌঁছায়। সেই স্তরে পৌঁছানো মাত্রই জলের সেই ফোঁটাগুলি ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফের টুকরাতে পরিণত হয় এবং বাতাসের বেগ কমে গেলেই শিলাবৃষ্টিরূপে আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে।

৩৯। সমুদ্রের জল নীল দেখায় কেন ? আর, তার স্বাদ লবনাক্ত কেন ?

উঃ সমুদ্রের জলে তামা মেশানো পদার্থের ভাগ বেশি ব'লে সমুদ্রের জল নীল দেখায়। মাটির সঙ্গে যে প্রচুর লবণ মেশানো রয়েছে, তা হাজার হাজার বছর ধ'রে নদীর জলের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এবং এখনও পড়ছে ; এই কারণেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত।

৪০। জল দিলে আগুন নেভে কেন ?

উঃ আগুনে জল দিলে, সেই-জল আগুনের তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। সে-সময় সেই জলীয় বাষ্প ভেদ ক'রে বাতাস আগুনে পৌঁছাতে পারে না এবং বাতাসের অক্সিজেনের অভাবেই আগুন যায় নেভে।

৪১। বরফ জলে ভাসে কেন ?

উঃ জলের তুলনায় বরফ অনেক হালকা, সেই কারণে।

৪২। ভূমিকম্প হয় কি করে ?

উঃ মাটির নিচে যে-সব গলিত পদার্থ আছে সেগুলি যখন কোনো কারণে গরম হয়ে গিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে আসতে চেষ্টা করে, তখন মাটির তলায় ভীষণ একটা আলোড়ন হয়। সেই আলোড়নে পৃথিবীর মাটি কেঁপে ওঠে ; সেই কাঁপার নামই ভূমিকম্প।

৪৩। জোয়ার-ভাঁটা হয় কেন ?

উঃ সৌরজগতের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক গ্রহ ও তার উপগ্রহের

মধ্যে ক্রমাগত একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা চলেছে। পৃথিবী একটা গ্রহ এবং চাঁদ তার উপগ্রহ ; তাছাড়া দু'টিতে কাছাকাছি আছে ব'লে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণটা বেশি। সমুদ্রের জলের ওপর চাঁদের আকর্ষণে হয় জোয়ার এবং বিকর্ষণে হয় ভাটা। (জোয়ারের চাপ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতেই বেশি হয়ে থাকে)।

৪৪। আগ্নেয়গিরি কাকে বলে ?

উঃ পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও রয়েছে গলিত অবস্থায়। সেখান থেকে কখনো কখনো গলিত ও উত্তপ্ত পাথর বা শিলা, নানা রকমের ধাতু, লাভা প্রভৃতি নরম শিলাস্তর ভেদ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাতে পাহাড়ে ছিদ্র হয়। যে-সব পাহাড় ফুঁড়ে ঐ ধরনের গলিত ও উত্তপ্ত পদার্থ বেরিয়ে আসে, তাদের বলা হয় আগ্নেয়গিরি।

৪৫। উষ্ণ-প্রস্রবণ কীভাবে হয় ?

উঃ মাটির নিচেকার গলিত ও উত্তপ্ত পদার্থের তাপে তপ্ত হয়ে ভূগর্ভস্থ জল যখন মাটি ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে, তখন হয় উষ্ণ প্রস্রবণ (বা গরম জলের ফোয়ারা)।

৪৬। 'আলেয়া' কি জিনিস ?

উঃ জলাভূমির পচা পাঁক থেকে এক ধরনের বাষ্প উৎপন্ন হয়। সেই বাষ্প অবস্থাবিশেষে বাতাসের অক্সিজেন বাষ্পের সংস্পর্শে এলে, সহসা আলোর মতো জ্বলে ওঠে। সেই আলোর নামই—আলেয়া।

[ক] ভৌগোলিক বিবরণ

১। মহাদেশ :

এশিয়া (৪,৪২,০০০০০ বর্গ-কিমি) ; আফ্রিকা (৩,০৪,২০,০০০ বর্গ-কিমি) উত্তর আমেরিকা ২,৩৪,০০,০০০ বর্গ-কিমি) ; দক্ষিণ আমেরিকা (১,৮২,০০,০০০ বর্গ-কিমি) ; ইয়োরোপ (৯৭,৭৬,০০০ বর্গ-কিমি) ; ওশিয়ানিয়া (৭৭,২৫,০০০ বর্গ-কিমির বেশি) ; আণ্টার্কটিক (১,২৮,০০,০০০ বর্গ-কিমি)।

২। মহাসাগর ও সাগর :

প্রশান্ত মহাসাগর (৩০,২৪৬ ফুট গভীর ; আয়তনে ৬ কোটি ৪২

লক্ষ ২০ হাজার বর্গ-মাইল); **আত্লান্তিক মহাসাগর** (৩০,২৪৬ ফুট গভীর; আয়তনে ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ-মাইল); **ভারত মহাসাগর** (২৬,৪০০ ফুট গভীর; আয়তনে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫শ বর্গমাইল) ; **আণ্টার্কটিক মহাসাগর** (১৮,৮৫০ ফুট গভীর; আয়তনে ৫১০৫ লক্ষ বর্গমাইল); **আর্কটিক মহাসাগর** (১৭,৮৫০ ফুট গভীর; আয়তনে ৫৪ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গমাইল) ; **ক্যারিবিয়ান সমুদ্র**— আয়তনে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার বর্গমাইল; **ভুমধ্যসাগর**—৯ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্গমাইল; **দক্ষিণ চীন সমুদ্র**—১১ লক্ষ ৪৮ হাজার বর্গমাইল।

৩। প্রধান প্রধান নদ-নদী : (দৈর্ঘ্য : মাইলে)

মিসিসিপি-মিজুরি (মিসৌরী)	[উত্তর আমেরিকা]	— ৪,৮৮১
নীল বা নাইল	(আফ্রিকা)	— ৪,১৪২
আমাজন	(দক্ষিণ আমেরিকা)	— ৪,০০০
ইয়াংসি	(চীন)	— ৩,৪০০
কঙ্গো	(আফ্রিকা)	— ২,৭১৮
আমুর	(রাশিয়া)	— ২৭,০০
হোয়াংহো	(চীন)	— ২,৭০০
নাইজার	(আফ্রিকা)	— ২,৬০০
ম্যাকেঞ্জি	(কানাডা)	— ২,৬০০
মেকং	(ভিয়েতনাম)	— ২.৫০০
ভোল্গা	(রাশিয়া)	— ২,৩০০
দানিয়ুব	(ইয়োরোপ)	— ১,৭২৫
ইউফ্রেটিশ	(ইরাক)	— ১,৭০০
সিন্ধু	(ভারত)	— ১,৭০০
ব্রহ্মপুত্র	(ভারত)	— ১,৬৮০
গঙ্গা	(ভারত)	— ১,৫৪০
রাইন	(ইয়োরোপ)	— ৮০০

৪। জাহাজ চলাচলের প্রধান প্রধান প্রধান খাল :

সুয়েজ (মিশর)—১০০·৬ মাইল দীর্ঘ ; ভোল্‌গা (রাশিয়া)—৮০ মাইল দীর্ঘ ; কীয়েল (জার্মানী)—৬১·৩ মাইল দীর্ঘ ; হিউস্টন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—৫৭ মাইল দীর্ঘ ; পানামা (আমেরিকা)—৫০·৭১ মাইল দীর্ঘ ; ম্যাঞ্চেস্টার—৩৫·৫ মাইল দীর্ঘ।

সেণ্ট লরেন্স সমুদ্র-পথ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা)—১৮৯ মাইল দীর্ঘ ; গোটা (সুইডেন)—১১৫ মাইল দীর্ঘ।

৫। প্রধান প্রধান হ্রদ (আয়তন সহ) :

কাস্পিয়ান সাগর • (রাশিয়া-ইরান)—(১,৪৩,৫৫০ বর্গ মাইল); লেক সুপিরিয়র (উত্তর আমেরিকা)—৩১,৮২০ বর্গমাইল ; ভিক্টোরিয়া লেক্ (আফ্রিকা)—২৬,৮২৮ বর্গমাইল ; আরল (রাশিয়া)—২৫,৩০০ বর্গমাইল ; হুরন (উত্তর আমেরিকা)—২৩,০১০ বর্গমাইল ; মিশিগান (উত্তর আমেরিকা)—২২,৪০০ বর্গমাইল ; চাদ (আফ্রিকা)—২০,০০০ বর্গমাইল ; গ্রেট বেয়ার (উত্তর আমেরিকা)—১২,২৭৫ বর্গ-মাইল ; টাঙ্গানাইকা (আফ্রিকা)—১২,৭০০ বর্গমাইল ; বৈকাল

• বৃহত্তম হ্রদ হওয়ায় সাগর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(সাইবেরিয়া)—১৩,৩০০ বর্গমাইল ; নায়াসা (আফ্রিকা)—১১,৪৩০ বর্গমাইল ; গ্রেট স্লেভ (উত্তর আমেরিকা)—১০,৯৮০ বর্গমাইল ; উইনিপেগ (উত্তর আমেরিকা)—৯,৫৬৪ বর্গমাইল ; ল্যাডোগা (ইয়োরোপ)—৭,১০০ বর্গমাইল ; ওনেগা (ইয়োরোপ)—৩,৭৬৪ বর্গমাইল।

৬। প্রধান প্রধান দ্বীপ (আয়তন সহ) :

গ্রীনল্যাণ্ড (আর্কটিকে)—৮,৪০,০০০ বর্গমাইল ; নিউগিনি (প্রশান্ত মহাসাগরে)—৩,৪৭,৪৫০ বর্গমাইল ; কলিমাস্তান (বোর্নিও—প্রশান্ত মহাসাগরে)—৩,০৬,৯০৬ বর্গমাইল ; বাফিন (আর্কটিকে)—২,৩৬,০০০ বর্গমাইল, মালাগাসি (মাডাগাস্কার—ভারত মহাসাগরে)—২,৪১,০৯৪ বর্গমাইল ; ফিলিপাইন্‌স—১,১৫,৭৩৭ বর্গমাইল ; আন্দালাস (সুমাত্রা)

—১৬৪,৭৪৬ বর্গমাইল ; হনসু (প্রশান্ত মহাসাগরে)—৮৮,৯১৯ বর্গমাইল ; গ্রেটব্রিটেন (আত্লান্তিক মহাসাগরে)—৮৮,৭৪৫ বর্গমাইল ; ভিক্টোরিয়া (আর্কটিকে)—৮০,৪৫০ বর্গমাইল ; জাভা (প্রশান্ত মহাসাগরে)—৪৮,৭৬৩ বর্গমাইল ; কিউবা (আতলান্তিক মহাসাগরে)—৪৪,২০৬ বর্গমাইল ; শ্রীলঙ্কা (সিংহল)—২৫,৩৩১ বর্গমাইল।

৭। প্রধান প্রধান পর্বতমালা :

হিমালয় পর্বতমালা (ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে অবস্থিত, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা) ; **আল্পস পর্বতমালা** (ইতালীর উত্তরে অবস্থিত, ইয়োরোপের সর্বোচ্চ পর্বতমালা) ; **আন্দিজ পর্বতমালা** (দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত) ; **ককেশাস পর্বতমালা** (কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী পর্বতমালা) ; **কারাকোরাম পর্বতমালা** (কাশ্মীরের অন্তর্গত) ; **রকী পর্বতমালা** (উত্তর আমেরিকা, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে আলাস্কা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত) ; **হিন্দুকুশ পর্বতমালা** (আফ্গানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত)।

৮। প্রধান প্রধান পর্বতশৃঙ্গ :

এভারেস্ট (নেপাল)—২৯,০২৮ ফুট ; **গডউইন অস্টিন** বা K২ (পাকিস্তান)—২৮,২৫০ ফুট ; **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (ভারত)—২৮,২০৮ফুট ; **মাকালু** (নেপাল, তিব্বত)—২৭,৭৯০ ফুট ; **ধবলগিরি** (নেপাল)—২৬,৮১২ ফুট ; **অন্নপূর্ণা** (নেপাল)—২৬,০৪১ ফুট ; **হিমলচুলি** (নেপাল)—২৫,৮০১ ফুট ; **নাঙ্গাপর্বত** (ভারত)—২৬,৬২০ ফুট ; **নন্দাদেবী** (ভারত) ২৫,৬৪৫ ফুট ; **মিন্‌্যা কোংস্কা** (চীন)—২৪,৬০০ ফুট ; **উলুঘ মূজতাগ** (তিব্বত)—২৩,৮৯০ ফুট ; **টেংরি খাঁ** (তুর্কীস্থান)—২৩,৬০০ ফুট ; **টুপুঙ্গাটো** (চিলি)—২১,৮১০ ফুট ; **মাউন্ট ইল্লম্পূ** (বোলিভিয়া) ২১,৪৮৯ ফুট ; **চিমবোরাজো** (ইকুয়েডব)—২০,৭০২ ফুট ; **মাউন্ট ম্যাক্কিন্‌লে** (আলাস্কা)—২০,৩০০

ফুট ; কিলিমাঞ্জারো (টাঙ্গানাইকা)—১৯,৩১৯ ফুট ; মণ্টব্ল্যাক বা মঁব্লা (ফ্রান্স—১৫,৮০০ ফুট ।

৯। প্রধান প্রধান আগ্নেয়গিরি ঃ

গুয়াল্লাতিরি (চিলি)—১৯,৮৮২ ফুট ; লাস্কার (চিলি)—১৯,৬২৫ ফুট ; কোটাপাক্সি (ইকুয়েডর)—১৯,৩৪৭ ফুট ; স্যাঙ্গে (ইকুয়েডর) —১৭,১৫৯ ফুট ; টুঙ্গুয়া হুয়া (ইকুয়েডর)···১৬,৫১২ ফুট ; কাটাকাচি (ইকুয়েডর)—১৬,১৯৭ ফুট ; ম্যাউণ্ট ব্যাঞ্জেল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—১৪,০০০ ফুট ; মৌনালোয়া (হাওয়াই)—১৩,৬৮০ ফুট ; ফুজিয়ামা (জাপান)—১২,৩৮৮ ফুট ; এরেবাস (আন্টার্কটিক)—১৩,০০০ ফুট ; এট্না (সিসিলি)—১০,৭৪১ ফুট ; ভিসুভিয়াস (ইতালী) —৩,৭৮০ ফুট ।

১০। প্রধান প্রধান মরুভূমি

সাহারা (আফ্রিকা)—৩৫ লক্ষ বর্গমাইল ; অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি —৬ লক্ষ বর্গমাইল ; আরব মরুভূমি—৫ লক্ষ বর্গমাইল ; গোবি মরুভূমি (সাইবেরিয়া)—৪ লক্ষ বর্গমাইল ; কালাহারি মরুভূমি (আফ্রিকা)—২ লক্ষ বর্গমাইল ; থর মরুভূমি (ভারত)—১ লক্ষ বর্গমাইল ।

[খ] বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রের কথা

১। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী

অষ্ট্রিয়া—ভিয়েনা। অস্ট্রেলিয়া—ক্যানবেরা।

আইসল্যাণ্ড—রেইক্জাবিক। আফগানিস্তান—কাবুল। আলজেরিয়া—আলজিয়ার্স। আইভরি কোস্ট—আবিদজান। আপার ভেল্ট—অউয়াগাদৌগো। আয়ার্ল্যাণ্ড—ডাবলিন। আর্জেন্টিনা—বুএনস্ এয়ারেস। আলবেনিয়া—তিরানা।

অ্যাণ্ডোরো—অ্যাণ্ডোরা-লা-ভেলা। অ্যাঙ্গোলা—লুয়াণ্ডা। ইথিওপিয়া—আদ্দিস্ আবাবা। ইতালী—রোম। ইয়েমেন—

(আরব প্রজাতন্ত্র)—**লানা**। ইয়েমেন (জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)—**এডেন ও মদিনা**। ইরাক—**বাগদাদ**। ইরান—**তেহরান**। ইন্দোনেশিয়া—**জাকার্তা**। ইসরায়েল—**জেরুজালেম**। ইকুএডর—**কুইটো**। ইকুয়টোরিয়াল গিনি—**মালাবো**।

উগাণ্ডা—**কাম্‌পালা**। উরুগুয়ে—**মন্তেভিদেও**।

এল সালভেডর—**সানসালভেডর**।

ওমান—**মাস্কট**।

কঙ্গো প্রজাতন্ত্র—**ব্রাজেভিল**। কলম্বিয়া—**বেগোটা**। কানাডা-**আটোয়া**। কাম্পুচিয়া (কম্বোডিয়া)—**নম্ পেন্**। কিউবা—**হাভানা**। কুবায়েত—**কুবায়েত সিটি**। কেনিয়া—**নাইরোবি**। কাতার—**দাহা**। (উত্তর) কোরিয়া (ডেমোক্রাটিক পিপল্‌স রিপাব্‌লিক অব্ কোরিয়া)——**পিয়ংইয়াং**। (দক্ষিণ) কোরিয়া (রিপাব্‌লিক অব কোরিয়া)—**সিওল**। ক্যামেরুন—**ইয়াওনদে**। কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ—**প্রাইয়া**। কোমোরোস -**মোরোনি**। কোস্টারিকা—**সান জোসে**।

গ্রীস—**এথেন্স**। গাবোন—**লিবারভিল**। গায়ানা—**জর্জটাউন**। গাম্বিয়া—**বানজুল**। গিনি—**কোনাক্রি**। গ্রেনাডা—**সেণ্টজর্জেস**। গিনি—**বিসাউ বিসাউ**। গুয়াতেমালা—**গুয়াতেমালা সিটি**।

ঘানা—**আক্রা**।

চিলি—**সান্তিয়াগো**। চীন—**বেজিং (পিকিং)**। চেকোস্লোভাকিয়া—**প্রাহা (প্রাগ)**। চাদ প্রজাতন্ত্র—**এন্ জামেনা**।

জর্ডান—**অম্মান**। জাপান—**টোকিও**। জামাইকা—**কিংসটন**। (পূর্ব) জার্মানী—(জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক GDR)—**পূর্ব বার্লিন**। (পশ্চিম) জার্মানী (ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী)—**বন্**। জিবৌতি—**জিবৌতি**। জাইরে—**কিন্‌শাসা**। জাম্বিয়া—**লুসাকা**। জিম্বাবোয়ে—**সলিসবারি**।

টিউনিসিয়া—**টিউনিস**। টোগো—**লোমে**। টোঙ্গো—**নুকুয়ালোফা**। টাঞ্জানিয়া—(টাঙ্গানাইকো ও জাঞ্জিবার) —**দার-এস্-সালাম**।

ডেনমার্ক—**কোপেনহেগেন**। ডোমিনিকা—**রোসেউ**। ডোমিনিকান রিপাবলিক—**সন্তো ডোমিঙ্গো**।

তুরস্ক—**আঙ্কারা**। তুভালু—**ফুনোফুটি**। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো—**পোর্ট অব্ স্পেন**।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)—**ব্যাঙ্কক**।

দক্ষিণ আফ্রিকা—**প্রিটোরিয়া**। (প্রশাসনিক) ; **কেপটাউন** (আইনবিষয়ক)।

নরওয়ে—**ওসলো**। নাইজার রিপাব্লিক—**নিয়ামী**। নাইজেরিয়া—**লাগোস্**। নিউজিল্যাণ্ড—**য়েলিংটন**। নেদারল্যাণ্ডস্—**আমাস্টার্ডাম** (সরকারী দপ্তরসমূহ 'হেগ' শহরে অবস্থিত)। নেপাল—**কাঠমুণ্ডু**। নউরু—**ইয়ারেন**। নিকারাগুয়া—**মনোগুয়া**।

পর্তুগাল—**লিস্‌বন**। পাকিস্তান—**ইসলামাবাদ**। পানামা—**পানামা সিটি**। পাপুয়া নিউগিনি—**পোর্ট মোরেসবী**। পারাগুয়া—**অন্‌সিঅন্**। পেরু—**লিমা**। পোল্যাণ্ড—**ওআরশ**।

ফিনল্যাণ্ড—**হেল্‌সিঙ্কি**। ফিজি—**সুবা**। ফিলিপাইন্স্—**কুয়েজন সিটি**। ফ্রান্স—**প্যারিস** (পারি)।

বলিভিয়া—**লাপাজ ও সুক্রে**। বাংলাদেশ—**ঢাকা**। বাহামাস—**নাসাউ**। বাহারিন—**মানামা**। বারবাডোস—**ব্রিজটাউন**। বুলগেরিয়া—**সোফিয়া**। বেলজিয়াম—**ব্রাসেল্‌স**। বেনিন—**পোর্টো নোভা ও কোটোনউ**। বার্মা (ব্রহ্মদেশ)—**রেঙ্গুন**। বুরুণ্ডি—**বাজামবারো**। ব্রাজিল—**ব্রাসিলিয়া** (রিও-ডি-জিনরিও)। ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র—**লণ্ডন**। ব্রুনেই—**ব্রুনেই**। বোতসওআনা—**গ্যাবোরোন**।

ভারত (ইণ্ডিয়া)—**নয়াদিল্লী**। ভিয়েতনাম—**হ্যানয়**। ভুটান—**থিম্‌পু**। ভেনিজুয়েলা—**কারাকাস**। ভ্যাটিকান সিটি—**ভ্যাটিক্যান সিটি**

মঙ্গোলিয়া—**উলান বাতোর**। মরক্কো—**রাবাত্**। মরিটানিয়া—**নউআকখৎ**। মোজাম্বিক—**মাপুতো**। মরিশাস—**পোর্ট লুই**। মালাগাসি রিপাবলিক—**টানানারিভ্**। মালি—**বামাকো**। মালাউই

—লিলোঙ্গোই। মালদিভ প্রজাতন্ত্র—মালে। মেক্সিকো—মেক্সিকো সিটি। মোনাকো—মেনো-ভিল্। মাল্টা—ভালেটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা—U. S. A.)—ওয়াশিংটন। মিশর—কায়রো। মালয়েশিয়া—কুয়ালালামপুর যুগোস্লাভিয়া—বেলগ্রেড।

রোমানিয়া—বুখারেস্ট। রুয়াণ্ডা—কিগালি।

লাওস—ভিয়েনটিয়েন। লিবিয়া—ত্রিপোলী। লুক্সেমবার্গ—লুক্সেম্বা। লেবানন—বেরুট। লেসেথো—মাসেরু। লাইবেরিয়া—মন্রোভিয়া। লীচটেনস্টেইন - ভাডুজ।

শ্রীলঙ্কা—কলম্বো।

সাইপ্রাস—নিকোসিয়া। সুইডেন—স্টক্হোম। সুইটজারল্যাণ্ড—বার্ন। সুদান—খাতুর্ম। সেনেগাল—দাকার। সিচেলিস—ভিক্টোরিয়া। সিরিয়া—দামাসকাস। স্পেন্—মাদ্রিদ্। সিঙ্গাপুর—সিঙ্গাপুর। সিয়েরালিওন—ফ্রি টাউন। সোভিয়েত রাশিয়া (U .S .S .R)—মস্কো। সেন্ট্রাল আফ্রিকান এমপায়ার—বাঙ্গুই। সেন্টলুসিয়া—ক্যাসট্রিস। সামোয়া—আপিয়া। সান মারিনো—সান মারিনো। সাও তোমে অ্যাণ্ড প্রিন্সিপে—সাও তোমে। সউদি আরব—মক্কা (ধর্মীয়) রিয়াদ্ (প্রশাসনিক)। সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ—হোনিয়ারা। সোমালিয়া—মোগাদিশু। সুরিনেম—পারামোরিবো সোয়াজীল্যাণ্ড—মবাবেন। সংযুক্ত আরব এমিরেটুস্—আবুধাবি।

হাঙ্গারী—বুডাপেস্ট। হাইতি—পোর্ট-ঔ-প্রিন্স। হণ্ডুরাস—ভেগুচি গাল্পা।

২। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস ঃ

ভারত—১৫ই আগস্ট [প্রজাতন্ত্র দিবস—২৬ জানুয়ারি]। চীন ১০ অক্টোবর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৪ জুলাই। সোভিয়েত রাশিয়া—৭ই নভেম্বর। কানাডা—১৬ জুলাই। ফ্রান্স—১৪ জুলাই।

ইতালী—২৬ মার্চ। রোমানিয়া—৩০ ডিসেম্বর। চেকোস্লোভাকিয়া—২৬ অক্টোবর। আয়াল্যাণ্ড—১৮ এপ্রিল। সুইট্জারল্যাণ্ড ১ আগস্ট। নরওয়ে—৭ মে। গ্রীস—২৫ মার্চ। যুগোস্লেভিয়া ২৯ নভেম্বর। পর্তুগাল—৫ অক্টোবর। পোল্যাণ্ড—৩ মে। পূর্ব জার্মানী (GDR)—অক্টোবর। পশ্চিম জার্মানী—৫ মে। স্পেন—১৪ এপ্রিল। ফিনল্যাণ্ড—৬ ডিসেম্বর। বেলজিয়ম—২১ জুলাই। তুরস্ক—১ নভেম্বর। পাকিস্তান—১৪ আগস্ট। বাংলাদেশ—২৩ ডিসেম্বর। নেপাল—১৮ ফেব্রুয়ারি। শ্রীলঙ্কা—৪ ফেব্রুয়ারি। বার্মা—৪ ফেব্রুয়ারি। থাইল্যাণ্ড—২৪ জুন। ফিলিপইন্‌স—৪ জুলাই। ব্রাজিল—২২ জুন।। পেরু—১৮ জুলাই। আর্জেন্টিনা ২৫ মে। মেক্সিকো—১৬ সেপ্টেম্বর। চিলি—১৮ সেপ্টেম্বর। জামাইকা—৬ই আগস্ট। ঘানা—৬ মার্চ। কঙ্গো—১৭ আগস্ট। নাইজেরিয়া—১ অক্টোবর। নাইজার রিপাব্‌লিক—৩ আগস্ট। আলজেরিয়া—৩ জুলাই। উগাণ্ডা—৯ অক্টোবর। কেনিয়া—১১ ডিসেম্বর। টিউনিসিয়া—২০ মার্চ। মালি—২০ জুন। জর্ডান—২২ মার্চ। লিবিয়া—২০ ডিসেম্বর। মরিশাস্—১২ মার্চ। মালয়েশিয়া ফেডারেশন—৩১ আগষ্ট। সিঙ্গাপুর—৯ আগষ্ট।

৩। কয়েকটি দেশের চিরস্মরণীয় 'বিদ্রোহ বা বিপ্লবের তারিখ :

মার্কিন বিপ্লব—৪ জুলাই (১৭৭৬)। ফরাসী বিপ্লব—১৪ জুলাই (১৭৮৯)। সিপাহী বিদ্রোহ (ভারত)—১০ মে (১৮৫৭)। চীনা বিপ্লব—১৭ নভেম্বর (১৯১১)। আইরিশ বিদ্রোহ—ইস্টার মণ্ডে (১৯১৬) রুশ বিপ্লব—২ মার্চ (১৯১৭)। আগষ্ট বিপ্লব (ভারত)—৯ আগষ্ট (১৯৪২)।

৪। বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত 'মুদ্রা'র নাম :

অস্ট্রিয়া—স্কিলিং। অস্ট্রেলিয়া—ডলার। (অস্ট্রেলিয়ান)। আফগানিস্তান—আফগানি। আয়ার্ল্যাণ্ড—পাউণ্ড (আইরিশ)।

আর্জেন্টিনা—**পেসো**। ইথিওপিয়ান—**ডলার** (ইথিওপিয়ান)। ইতালী—**লীরা**। ইয়েমেন—**রিয়াল**। ইরাক—**দিনার** (ইরাকী)। ইরান—**রিয়াল**। ইন্দোনেশিয়া—**রূপীয়া**। ইসরায়েল—**পাউণ্ড** (ইসরায়েলী)। কলম্বিয়া—**পেসো**। কানাডা—**ডলার**। কিউবা—**পেসো**। কুবায়েত্ —**দিনার**। কেনিয়া—**পাউণ্ড**। কোরিয়া—**হ্বান্**। গ্রীস—**ড্রখ্মা**। ঘানা—**পাউণ্ড** (স্টার্লিং)। চিলি—**এস্কুদো**। চীন—**ইউয়ান**। চেকোস্লোভাকিয়া—**কোরুন**।। জর্ডন—**দিনার**। জাপান—**ইয়েন**। জামাইকা—**স্টার্লিং** (**পাউণ্ড**)। জার্মানী (পূর্ব ও পশ্চিম)—**মার্ক**। টিউনিশিয়া—**দিনার**। ডেনমার্ক—**ক্রোনা**। তুরস্ক—**পাউণ্ড** (তুর্কী)। থাইল্যাণ্ড—**বাহৎ**। দক্ষিণ আফ্রিকা—**র‍্যাণ্ড**। নরওয়ে—**ক্রোনার**। নাইজার রিপাব্লিক—**ফ্রাঁ**। নাইজেরিয়া—**পাউণ্ড** (নাইজেরিয়ান)। নিউজিল্যাণ্ড—**পাউণ্ড** (নিউজিল্যাণ্ড)। নেদারল্যাণ্ডস্—**গিল্ডার**। নেপাল—**রূপী**। পর্তুগাল—**এসকুদো**। পাকিস্তান—**রূপী** (টাকা)। পানামা—**বালবোআ**। পারাগুয়ে—**গুয়ারানী**। পেরু—**সোল্**। পোল্যাণ্ড—**জুলোটিস্**। ফিন্ল্যাণ্ড—**মার্ক**। ফিলিপাইন্স—**পেসো**। ফ্রান্স—**ফ্রাঙ্ক**। বলিভিয়া—**পেসো**। বাংলাদেশ—**টাকা**। বুলগেরিয়া—**লেম্**। বেলজিয়াম—**ফ্রাঁ**। বার্মা—**কিআৎ**। ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র (U. K.)—**পাউণ্ড** (**স্টার্লিং**)। ব্রাজিল—**ক্রুজেইরো**। ভারত—**রূপী** (টাকা)। ভুটান—**রূপী** (টাকা)। ভেনিজুয়েলা—**বলিভার**। ভ্যাটিকান সিটি—**লীরা**। মঙ্গোলিয়া—**টাগ্রিক**। মরক্কো—**ডিহান্**। মরিটানিয়া—**ফ্রাঙ্ক**। মালাগাসি রিপাব্লিক—**ফ্রাঙ্ক**। মালি—**ফ্রাঙ্ক**। মেক্সিকো—**পেসো**। মোনাকো—**ফ্রাঙ্ক**। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.)—**ডলার**। মিশর—**পাউণ্ড** (ইজিপ্শিয়ান্)। যুগোস্লাভিয়া—**দিনার**। রোমানিয়া—**লেউ**। লাওস্—**কিপ্**। লিবিয়া—**পাউণ্ড**। লুক্সেমবার্গ—**ফ্রাঙ্ক**। শ্রীলঙ্কা—**রূপী**। সাইপ্রাস—**পাউণ্ড**। (**স্টার্লিং**)। সুইডেন—**ক্রোনা**। সুইট্জারল্যাণ্ড—**ফ্রাঙ্ক**। সুদান—**পাউণ্ড** (সুদানীজ্)। সিরিয়া—**পিয়াস্ত্রে**। স্পেন—**পেসেতা**। সোভিয়েট রাশিয়া (U.S.S.R.)—**রুবল**। সউদি-আরব—**রিয়াল**। হাঙ্গেরী—**ফোরিন্ত**।

৫। বিভিন্ন রাষ্ট্রের 'আইন-প্রণয়ন সভা'র নাম :

ভারত—পার্লামেণ্ট (সংসদ)। সোভিয়েট রাশিয়া—সুপ্রীম সোভিয়েত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কংগ্রেস। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য—পার্লামেণ্ট। ফ্রান্স—চেম্বার। ইতালী—সেনেট। জার্মানী (পূর্ব) —ভক্সকম্মার। জার্মানী (পশ্চিম)—রাইখ্‌স্ট্যাগ। পোল্যাণ্ড —সেজ্‌ম। সুইডেন—রাইখ্‌স্ট্যাগ। সুইট্‌জারল্যাণ্ড—ফেডারেল অ্যাসেম্ব্‌লী। আয়ার্ল্যাণ্ড—ডায়েল এরিয়ান। তুরস্ক—গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্‌লী। স্পেন—কোর্টস। ইরান—মজলিশ। মিশর—বার্লামান। পাকিস্তান—ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্‌লী। নেপাল—সল্‌কয় সভা। শ্রীলঙ্কা—সেনেট। জাপান—ডায়েট। ভিয়েত্‌নাম—ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্‌লী। যুগোস্লাভিয়া—স্লাপ্‌চিন। বুলগেরিয়া—সোবরানজি। ইসরায়েল—নেসেৎ। অস্ট্রেলিয়া—পার্লামেণ্ট।

৬। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো :

মহাদেশ—এশিয়া। **মহাসাগর**—প্রশান্ত মহাসাগর। **মরুভূমি**—সাহারা (আফ্রিকা)। **দ্বীপ**—গ্রীনল্যাণ্ড। **দ্বীপপুঞ্জ**—মালয়। **উপদ্বীপ**—ভারত। **ব-দ্বীপ**—সুন্দরবন (ভারত-বাংলাদেশ)। **হ্রদ**—কাস্পিয়ান—(মধ্য-এশিয়া)। **জলপ্রপাত**—ঘোনক্যাটার্যাস্টস্ (ইন্দোচীন)। **জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি**—গউল্লানিরি (চিলি)।

একক দেশ (আয়তনে)—ব্রাজিল (৮৫,১১,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার)। **রাষ্ট্র** (আয়তনে)—সোভিয়েট রাশিয়া (২,২৪,০২,০০০ বর্গ কিলোমিটার)। **শহর** (জনসংখ্যায়)—টোকিও (জাপান); এই শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি তের লক্ষেরও বেশি। **অট্টালিকা**—ঘিজের পিরামিড্। **অফিসবাড়ি**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পেণ্টাগন' (৩৪ একর জমির উপর এই বাড়ি; এই বাড়ির বারান্দাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল, একসঙ্গে ৩২,০০০ লোক এখানে কাজ করতে পারে)। **বিশ্ববিদ্যালয়**—লোমোনসোভ বিশ্ববিদ্যালয় ভবন

(মস্কো, রাশিয়া) ; বাড়িটি ৩২ তলা ; ৪০,০০০ কক্ষ আছে। **গির্জা** সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা (ভ্যাটিক্যান সিটি, রোম)। **মসজিদ—জামা** মসজিদ (দিল্লী)। **মন্দির**—অঙ্করভাট (কাম্পুচিয়া)। **জাদুঘর বা মিউজিয়াম**—লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম। **বইয়ের দোকান**—ডব লিউ অ্যাণ্ড জি কয়েল লিমিটেড্, লণ্ডন (এই দোকানে একসঙ্গে ৩০ লক্ষ বই রাখবার ব্যবস্থা আছে এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৫০০-র মতো)। **রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার**—রেডিও সিটি মিউজিক হল, নিউইয়র্ক (দর্শকের আসন-সংখ্যা ছয় হাজার দু'শ)। **হোটেল**—কনরডি হিলটন হোটেল, শিকাগো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। **পার্ক**—কাফ্যু জাতীয় পার্ক (জাম্বিয়া, আফ্রিকা)। **স্টেডিয়াম**—স্টহোভ্ স্টেডিয়াম (প্রাহা/প্রাগ, চেকোস্লোভাকিয়া ; দর্শকের আসন—২ লক্ষ ৪০ হাজার)।

ঘণ্টা—মস্কোর 'জার' ঘণ্টা (ওজন ১৯৩ টনেরও বেশি ; উঁচু ১৯.৫ ফুট ; ব্যাস ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি) **ঘড়ি**—যে-ঘড়ি রাখা আছে মন্ট্রিল শহরের ঘড়িঘরে। **দূরবীন**—ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পোলামোরে রক্ষিত দূরবীন। **হীরক খনি**—কিম্বার্‌লি (দক্ষিণ আফ্রিকা)। **হীরক**—কুল্লিনাম (দেড় পাউণ্ডেরও বেশি ওজন ৩,১০৬ ক্যারেট)। **মুক্তা**—পার্ল অব্ আল্লা (ওজনে ১৪ পাউণ্ডেরও বেশি)।

যাত্রী-জাহাজ—'কুইন এলিজাবেথ' (গ্রেট ব্রিটেন)। **রেল-স্টেশন**—গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল, নিউইয়র্ক (৪৭টি প্লাটফর্ম আছে এই স্টেশনে)।

৭। পৃথিবীর মধ্যে 'সবচেয়ে উঁচু ঃ

গিরিশৃঙ্গ—হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট (নেপাল) ; ২৯,০২৮ ফুট। **প্রসাদ**—সোভিয়েট প্রাসাদ, মস্কো (রাশিয়া) ; ১,৩০০ ফুট। **অট্টালিকা**—এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, নিউইয়র্ক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ; ১,২৫০ ফুট ; ১০২ তলা। **পাথরের মূর্তি**—স্বাধীনতার মূর্তি, নিউইয়র্ক বন্দরের মুখে বেডেলোর দ্বীপে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—৩১০ ফুট। **টাওয়ার**—আইফেল টাওয়ার, প্যারিস (ফ্রান্স) ; ৯৮৪½ ফুট। **গির্জা**—উলম

ক্যাথিড্রাল (জার্মান); ৫০৯ ফুট। **মালভূমি**—পামির (মধ্য এশিয়া)। **শহর**—ফারি (তিব্বত); ১৫,৩০০ উঁচুতে অবস্থিত। **বিমানঘাঁটি**—লাদাক বিমান ঘাঁটি (কাশ্মীর); ১৪২৬০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। **নদীবাঁধ**-নুরেনবাঁধ, তাজাকিস্তান (রাশিয়া); ১৯৭৮ ফুট। **ঝুলন্ত সেতু**—রয়াল গর্জ সেতু, কলোরাবে (মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) ১,০৫৩ ফুট। **লাইটহাউজ**—বিশপরেক লাইট হাউজ (ইংল্যাণ্ড); ১৪৬ ফুট।

৮। **পৃথিবীর মধ্যে 'সবচেয়ে লম্বা'** (**দীর্ঘতম**)ঃ

নদী—মিসিসিপি-মিজুরী (মিসৌরী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ৪,৮৮১ মাইল। **জাহাজ চলাচলের উপযোগী খাল**—সুয়েজ ক্যানাল (মিশর) ১০০'৬ মাইল। **ঝুলন্ত সেতু**—ভেরাজানো ন্যারোস, নিউইয়র্ক হারবার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র); ১৩,৭০০ ফুট। **ক্যাণ্টিলিভার সেতু**—কুইবেক, সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপর (কানাডা); ৩,২৩৯ ফুট। **রেল-সেতু**—লোয়ার জাম্বেসী, মোজাম্বিক (আফ্রিকা; ১২,০৬৪) ফুট। **বাঁধ** হীরাকুঁদ, উড়িষ্যা (ভারত); ১৫'৮ মাইল। **প্রাচীর**—চীনের প্রাচীর; ১,৪০০ মাইল। **বারান্দা**—রামেশ্বর মন্দিরের বারান্দা (দক্ষিণ-ভারত) প্রায় ৫০০০ ফুট। **রাজপথ**—ব্রড্ওয়ে, নিউইয়র্ক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। **সড়ক সুড়ঙ্গ**—মণ্ট ব্লাক পর্বতে ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে; ৭২ মাইল। **রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম**—পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম; ২,৭৩৩ ফুট। **রেলযাত্রাপথ**—রিগা থেকে ব্লাডিভস্টক (সোভিয়েত রাশিয়া); ৬,০০০ মাইল।

৯। **পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র কোনটি ?**

উঃ ইসরায়েল।

১০। **পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভাষায় কোন্ বইয়ের অনুবাদ হয়েছে ?**

উঃ 'বাইবেল' গ্রন্থের।

১১। **পৃথিবীর কোন গ্রন্থাগারে সবচেয়ে বেশী বই আছে ? কত বই ?**

উঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস লাইব্রেরিতে, এখানে চার কোটি আঠার লক্ষ চুয়াত্তর হাজারেরও বেশী বই আছে।

১২। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভাষা কে জানতেন? কত ভাষা?

উঃ রোমের ভ্যাটিকান প্রাসাদ গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ কার্ডিন্যাল। ১১৪টি ভাষা।

১৩। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী লোক বাস করে কোন্ দেশে? সেখানকার লোকসংখ্যা কত?

উঃ চীন দেশে। প্রায় ১০০ কোটি।

১৪। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী লোক বাস করে কোন শহরে? সেখানকার লোকসংখ্যা কত?

উঃ জাপানের রাজধানী-শহর টোকিওতে। ১৯৭২ সালের লোকগণনা অনুসারে ১,১৩,১৯,৮৪১।

১৫। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে কোথায়?

উঃ উত্তর-পূর্ব সাহারায় (আলজিরিয়া-লিবিয়া)। সেখানকার সর্বোচ্চ উত্তাপ হয় ১৩৬ ডিগ্রি ফারেনহিট।

১৬। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে কোথায়?

উঃ উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার ভারখোয়াস্ক অঞ্চলে।

১৭। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় কোথায়?

উঃ উত্তর পূর্ব ভারতের আসামের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে সেখানকার মৌসিনরামে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০০ ইঞ্চি।

১৮। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বজ্রপাত হয় কোথায়?

উঃ যবদ্বীপে।

১৯। পৃথিবীতে কোন্ সমুদ্রের জল সবচেয়ে বেশী লবণাক্ত?

উঃ মেরু অঞ্চলের 'ডেড্ সী'-র।

২০। পৃথিবীর সবচেরে ছোটো ধর্মীয় রাষ্ট্র কোন্‌টি? আয়তন কত?

উঃ ভ্যাটিকান সিটি (ইতালীর রাজধানী রোম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত)। আয়তন—১০৮·৭ একর।

সাথে হাত দুটি সোজা করে মাথার পিছনে নিয়ে হাত এবং মাথার সমান্তরাল স্থাপন কর। এই ভাবে কিছুক্ষণ অভ্যাস কর।

এরপর এক এক করে ডান পা, বাঁ পা ওপরের দিকে সটান করে তুলিবে এবং নাবাবে। এইভাবে কিছুক্ষণ ক্রিয়া করিবে।

উপকারিতা : ফুসফুস সবল করে, বাতের উপকার হয়।

সর্দি, কাসির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শবাসন

শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে রেখে মড়ার মত চিৎ হয়ে নিশ্চিন্ত মনে মাটিতে লম্বা হয়ে গা ছেড়ে শুয়ে পড়বে। এই ভাবে কয়েক মিনিট থাকার পর উঠবে।

উপকারিতা : শরীরে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয় ও নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়।

পাশ্চাত্য প্রাণায়ম

প্রণালী : (১) সোজা হয়ে দাঁড়াও। শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথে হাত দুটি উচুদিকে সোজা হয়ে তোল। শ্বাসগ্রহণ শেষ হলে শ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করে হাত দুটি নিচের দিকে টান করে রাখ। এই ভাবে ৩/৪ মিনিট অনুষ্ঠান কর।

উপকারিতা : ফুসফুস সবল হয়। সর্দি কাশি রোগ নিবারিত হয়।

(২) সোজা হয়ে দাড়াও। হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ করে কাঁধের সম্মুখে দিকে সোজা করে প্রসারিত কর। তারপর শ্বাস গ্রহণ-এর সাথে সাথে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি কাঁধের বরাবর পিঠের দিকে নিয়ে যাও। শ্বাসগ্রহণ শেষ হলে শ্বাস ত্যাগ ধীরে ধীরে শেষ করে হাত দুটি পুনরায় কাঁধের বরাবর স্থাপন করিবে। এই ভাবে ৩/৪ মিনিট ক্রিয়াটি কর।

উপকারিতা : ফুসফুস ও হৃদয় সবলতা হয়। টাইফয়েড ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ আক্রমন থেকে অব্যাহুতি পাওয়া যায়।

———